নগর সংস্করণ

শনিবার

১৯ অক্টোবর ২০২৪
৩ কার্তিক ১৪৩১, ১৫ রবিউস সানি ১৪৪৬
প্র ছুটির দিনেসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩৩৮

১৪১৬ চেয়ারম্যান ‘পলাতক’, অপসারণ নিয়ে টানাপোড়েন

ইউনিয়ন পরিষদ

নাগরিক সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্যানেল চেয়ারম্যান দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনা করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের।

- ইউনিয়ন পরিষদ **৪,৫৮০**।
- অফিস করছেন **৩,১৬৪** চেয়ারম্যান। অনুপস্থিত **১,৪১৬** জন।
- ওয়ারিশ সনদ, জন্ম ও মৃত্যুসনদ ইউনিয়ন পরিষদ থেকে দেওয়া হয়।

আরিফুর রহমান, *ঢাকা*

সন্তানের জন্মনিবন্ধন করাতে গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার তরগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) কার্যালয়ে গিয়েছিলেন কৃষক মো. আক্তারুজ্জামান। এই ইউপিতে চেয়ারম্যান নেই। একজন শিক্ষা কর্মকর্তা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। গত বৃহস্পতিবার সকালে এক বেলা বসে থেকেও তাঁর দেখা পেলেন না আক্তারুজ্জামান।

একই দিন ওই ইউপিতে নাগরিকত্বের সনদ নিতে গিয়েছিলেন নাজিম উদ্দিন। তাঁকেও সেদিন সনদ ছাড়াই ফিরতে হয়েছে। তরগাঁও ইউপিতে প্রশাসকের দায়িত্ব পাওয়া সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এস এম ফাতেমা মুঠোফোনে *প্রথম আলো*কে জানালেন, স্কুল পরিদর্শনের কাজে সকাল থেকে ব্যস্ত তিনি। ইউপিতে যাওয়ার সময় পাচ্ছেন না।

নাগরিক সেবা নিয়ে এমন দুর্ভোগ শুধু তরগাঁও ইউপিতেই নয়, কাপাসিয়া উপজেলার বাকি ইউনিয়নগুলোতেও প্রায় একই চিত্র। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে ওই উপজেলার ১১টি ইউপির চেয়ারম্যানরা নিজ কার্যালয়ে যাচ্ছেন না। তাঁরা সবাই পলাতক বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে, ৫ আগস্টের পর থেকে সারা দেশে ১ হাজার ৪১৬ জন ইউপি চেয়ারম্যান কার্যালয়ে অনুপস্থিত, যা মোট ইউনিয়ন পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ। তাঁদের বেশির ভাগের নামে হত্যা মামলা হয়েছে। তাঁরা গ্রেপ্তার আতঙ্কে আছেন। আবার কেউ কেউ নিজেদের ওপর হামলা হবে, এমন আশঙ্কা থেকে কার্যালয়ে যাচ্ছেন না।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, দেশে এখন ইউনিয়ন পরিষদ আছে ৪ হাজার ৫৮০টি। এর মধ্যে ৩ হাজার ১৬৪ জন চেয়ারম্যান নিয়মিত অফিস করছেন। তবে কত সংখ্যক ইউপি সদস্য বা মেম্বার অনুপস্থিত, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এমন বাস্তবতায় শুধু দেড় হাজার নয়, সাড়ে ৪ হাজার ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বারকেই অপসারণের চিন্তাভাবনা করছে সরকার। এ নিয়ে দোটানায় রয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। তৃণমূলের এসব জনপ্রতিনিধিকে অপসারণ করার পর সেখানে বিপুলসংখ্যক প্রশাসক নিয়োগ দিতে হবে। এত কর্মকর্তা কোথায় পাওয়া যাবে কিংবা সেই প্রশাসকেরা আদৌ কাজ করতে পারবেন কি না, এ নিয়ে আলোচনা চলছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে। তবে এখনো চূড়ান্ত

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

বিদ্যুৎকেন্দ্র দেশি, চুক্তি ডলারে, ব্যয় বেশি ৮ হাজার কোটি টাকা

আ.লীগ সরকারের আমল

দেশি মালিকানায় ও দেশের ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের সঙ্গে বিদ্যুৎ কেনার চুক্তি হয়েছে ডলারে।

- ডলারের দাম ৮৫ থেকে বেড়ে এখন ১২০ টাকা।
- লাভবান বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালিকেরা। মূল্যবৃদ্ধিতে বিপাকে মানুষ।

মহিউদ্দিন, *ঢাকা*

বিদ্যুৎকেন্দ্র দেশি ব্যবসায়ীদের মালিকানায়; কিন্তু সরকার তাঁদের সঙ্গে বিদ্যুৎ কেনার চুক্তি করেছে মার্কিন ডলারে। শুধু ডলারে চুক্তির কারণে বছরে ৮ থেকে ১০ হাজার কোটি টাকা বাড়তি দিতে হচ্ছে সরকারকে।

বাড়তি ব্যয়ের কারণ ডলারের মূল্যবৃদ্ধি। আড়াই বছর আগে দেশে মার্কিন ডলারের দাম ছিল ৮৫ টাকা। বাড়তে বাড়তে তা এখন দাঁড়িয়েছে ১২০ টাকায়। ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণে বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালিকেরা লাভবান হচ্ছেন। বিপাকে পড়েছে সরকার। আওয়ামী লীগ সরকার আবার সেই বাড়তি ব্যয় সাধারণ মানুষের ওপর চাপিয়েছে।

বিগত দেড় দশকে পাইকারি পর্যায়ে ১২ বার ও খুচরা পর্যায়ে ১৪ বার বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে। তারপরও বিভিন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে নিয়মিত হিমশিম খাচ্ছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি)। তারা মানুষের করের টাকা থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি নিয়েও পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছে না।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে পিডিবির একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা *প্রথম আলো*কে বলেন, যেসব বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিদেশি বিনিয়োগ আছে, তাদের চুক্তিতে ডলারে বিল হিসাবের বিধান যৌক্তিক। তবে যাঁরা দেশি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করেছেন, ডলারের দাম ওঠানামার সঙ্গে তাঁদের বিনিয়োগের কোনো সম্পর্ক নেই। এ ক্ষেত্রে হিসাব টাকায় করা যেতে পারে।

তবে খাত-সংশ্লিষ্ট কেউ কেউ বলছেন, ব্যবসায়ীরা এখন বাড়তি মুনাফা করছেন। বেশির ভাগ বিদ্যুৎকেন্দ্রের ঋণ শোধ হয়ে গেছে। তাই এখন ডলারের বদলে টাকায় কেন্দ্রভাড়া হিসাব করা উচিত। তবে এটি সব বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্যই করতে হবে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের কোনো বৈষম্য করা ঠিক হবে না। যাঁরা নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র করেছেন, তাঁদের অন্যভাবে সুবিধা দেওয়া যেতে পারে।

২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ সরকার বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন করে দরপত্র ছাড়া একের পর

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

হেমন্তের বৃষ্টি ভ্যাপসা গরমের পর বিকেলে একপশলা বৃষ্টি স্বস্তি এনেছে নগরজীবনে। তবে হঠাৎ বৃষ্টি নামায় বিড়ম্বনায় পড়েন অনেকেই। গতকাল রাজধানীর গুলিস্তান এলাকায়। ছবি : দীপু মালাকার **আবহাওয়ার খবর :** পৃষ্ঠা ৩

অপ্রতিরোধ্য ছিলেন শাজাহান খান

আওয়ামী গডফাদার ১৬

ভাই ও স্বজনদের মাধ্যমে জেলার প্রায় সব সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে একক আধিপত্য ছিল তাঁর।

- ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সরকারের পতনের পর আত্মগোপনে চলে যান শাজাহান খান ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা।
- ৫ সেপ্টেম্বর শাজাহান খানকে এবং ২৬ সেপ্টেম্বর তাঁর ছেলে আসিবুর রহমান খানকে গ্রেপ্তার করা হয়।
- পেট্রলপাম্প, পরিবহন, হোটেলসহ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান আবার চালুর চেষ্টা।

প্রতিনিধি, *মাদারীপুর*

জাসদের রাজনীতি ছেড়ে আওয়ামী লীগে আসেন শাজাহান খান। শ্রমিকনেতা হিসেবে পরিচিত শাজাহান খান বর্তমানে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য। টানা আটবারের এই সংসদ সদস্য (এমপি) দুই মেয়াদে নৌপরিবহনমন্ত্রী ছিলেন। ব্যক্তিগত ক্যাডার বাহিনীর মাধ্যমে তিনি মাদারীপুরে প্রতিষ্ঠা করেছেন ‘খান-লীগ’। তাঁদের দাপটে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাও অতিষ্ঠ। ভাই ও স্বজনদের মাধ্যমে জেলার প্রায় সব সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ছিল তাঁর একক আধিপত্য। জমি দখল, কমিশন-বাণিজ্য, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি—সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করতেন তিনি।

শাজাহান খান মাদারীপুর-২ (সদর-রাজৈর) আসনের সাবেক এমপি। মাদারীপুরে তাঁর বিকল্প কেউ নেই বলে মনে করে তাঁর পরিবার। খান পরিবারের সিদ্ধান্তের বাইরে সদর ও রাজৈরে কোনো কাজ হতো না। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিমের বাড়িও মাদারীপুর শহরে। আওয়ামী লীগের শাসনামলের পুরোটা এই দুই কেন্দ্রীয় নেতার দ্বন্দ্ব জাতীয়ভাবেও আলোচিত। পরিবহন শ্রমিকনেতা হিসেবে বিগত আওয়ামী লীগের সাড়ে ১৫ বছরে এই খাতের চাঁদার অন্যতম নিয়ন্ত্রক ছিলেন শাজাহান খান।

শাজাহান খান ২০১৩ সালে গড়ে তোলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন মঞ্চ। ২০১৯ সালে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হন। এ সময় তাঁর বিরুদ্ধে অমুক্তিযোদ্ধাদের টাকার বিনিময়ে সনদ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ২০১৫ সালে গড়ে তোলেন শ্রমিক-কর্মচারী-পেশাজীবী ও মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয় পরিষদ। সর্বশেষ জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলন ঠেকাতে তিনি ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক মিলে গড়ে তোলেন মুক্তিযোদ্ধা সন্তান ও প্রজন্ম সমন্বয় পরিষদ।

নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, ১৫ বছরে শাজাহান খানের আয় বেড়েছে ৩২ গুণ। শাজাহান খানের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান সার্বিক কনস্ট্রাকশন, সার্বিক শিপিং লাইন চট্টগ্রাম, সার্বিক ইন্টারন্যাশনাল হোটেল, সার্বিক পেট্রলপাম্প সবকিছুই তাঁর স্বজনদের নামে। মাদারীপুর-ঢাকা ও ঢাকা-বরিশাল সড়কপথে আধিপত্য বিস্তারকারী সার্বিক পরিবহন তাঁর মালিকানাধীন। সার্বিক পরিবহনের নামে বর্তমানে দুই শতাধিক গাড়ি চলাচল করছে। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাঁর ছেলে আসিবুর রহমান খান।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সরকারের পতনের পরপরই আত্মগোপনে চলে যান শাজাহান খান ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। ৫ সেপ্টেম্বর রাতে রাজধানীর ধানমন্ডি থেকে শাজাহান খানকে এবং ২৬ সেপ্টেম্বর বিমানবন্দর থেকে তাঁর ছেলে আসিবুর রহমান খানকে গ্রেপ্তার করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এরপরও তাঁদের ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছেন না এলাকাবাসী।

যেভাবে উত্থান

১৯৬৪ সালে ছাত্ররাজনীতি দিয়ে হাতেখড়ি। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালে মাদারীপুর জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি হন শাজাহান খান। জাসদে যোগ দিয়ে জেলা জাসদের যুগ্ম আহ্বায়ক হন। ১৯৮৬ সালে স্বতন্ত্র হিসেবে প্রথমবারের মতো এমপি হন। ১৯৯১ সালে জাসদ ছেড়ে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে এমপি হন। এরপর প্রতিটি সংসদে তিনি এমপি ছিলেন। ২০০৯ থেকে টানা ১০ বছর নৌমন্ত্রী ছিলেন তিনি।

স্থানীয় প্রায় সব নির্বাচনে পরিবারের বাইরে কাউকে সুযোগ না দেওয়ায় দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে শাজাহান খানের দূরত্ব বাড়ে। সর্বশেষ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পেলেও জেলা আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা তাঁর পক্ষে প্রচারে নামেননি।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কাজল কৃষ্ণ দে *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘শাজাহান খান কখনোই আওয়ামী লীগ করেন নাই। তিনি ব্যক্তি-লীগ করেছেন। তিনি একক ক্ষমতার অপব্যবহার করে দমন-নিপীড়ন করেছেন; যা নিয়ে আমাদের মধ্যে বহু বছর ধরেই বিভেদ ও দ্বন্দ্ব লেগে ছিল।’

ভাইদের দিয়ে সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ

একসময় শাজাহান খানের পুরো সিন্ডিকেট (চক্র) নিয়ন্ত্রণ করতেন তাঁরই চাচাতো ভাই জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও দুবারের উপজেলা চেয়ারম্যান পাভেলুর রহমান খান। তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্বের পর ছোট ভাই ওবায়দুর রহমান খানকে সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বানান শাজাহান খান। ওবায়দুর আইনজীবী সমিতির সভাপতি হওয়ায় আদালতপাড়ায় ছিল তাঁর আধিপত্য। কেউ শাজাহান খানের বিরুদ্ধে গেলেই মামলার আসামি বানিয়ে হয়রানি করা হতো।

শাজাহান খানের আরেক ভাই হাফিজুর রহমান খান। তিনি মাদারীপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি। সবার কাছে ‘নানা’ হিসেবে পরিচিত হাফিজুর জেলার ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কার্যালয় নিয়ন্ত্রণ করতেন। তিনি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সার্বিক কনস্ট্রাকশনের প্রধান। জেলার ৮০ ভাগ উন্নয়নকাজ ওই প্রতিষ্ঠান পেত। অন্য ঠিকাদারদের কাছে কমিশনের মাধ্যমে কাজ বিক্রি করে দিতেন তিনি। পাসপোর্ট কার্যালয়, বিআরটিএ, সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, থানাসহ বেশ কয়েকটি কার্যালয়ে হাফিজুরের একক আধিপত্য ছিল। ওই কার্যালয়গুলোতে হাফিজুরের নিয়োগ করা লোকজনকে কমিশন না দিলে ফাইল নড়ত না।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

মিরপুর টেস্টে না থেকেও আছেন সাকিব

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাকিব আল হাসান

সাকিব আল হাসান আপাতত দেশে ফিরছেন না। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে তাঁর শেষ টেস্ট খেলাও তাই আর হচ্ছে না। তবে সাকিব সশরীর না থেকেও এই সিরিজের আবহে এখনো পুরোপুরিই মিশে আছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা দল, সংবাদমাধ্যম কিংবা গতকাল মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের সামনে ভিড় করা সাকিবের ভক্তদের দল—সবার মুখেই সাকিব!

‘সাকিব নিয়ে সর্বশেষ কী?’, ‘সে কি আসবে দেশে?’—এই কৌতূহল দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটারদের। দুই টেস্টের সিরিজ খেলতে ঢাকায় পা রাখার পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং স্থানীয় ও বিদেশি সংবাদমাধ্যমে সাকিবকে নিয়ে একটার পর একটা খবর দেখেছেন প্রোটিয়ারা। দলের সঙ্গে থাকা স্থানীয় কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সাকিবের খেলার ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করেছে এইডেন মার্করামের দল। দুই দিন পর মিরপুর টেস্ট, তার আগে প্রতিপক্ষ দলের তারকা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

রাষ্ট্রদ্রোহ ও সাইবার আইনে মামলা

পল্লী বিদ্যুতের ৬ কর্মকর্তা তিন দিনের রিমান্ডে

প্রথম আলো ডেস্ক

বিদ্যুৎ খাতকে অস্থিতিশীল করার অভিযোগ এনে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ ও সাইবার নিরাপত্তা আইনে পৃথক দুটি মামলা হয়েছে। ঢাকার খিলক্ষেত থানায় করা মামলায় সমিতির ছয় কর্মকর্তার তিন দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

বাসস জানায়, গতকাল শুক্রবার ছয় কর্মকর্তাকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়। এরপর খিলক্ষেত থানার পরিদর্শক আশিকুর রহমান দেওয়ান তাঁদের ১০ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করলে আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

রিমান্ডে নেওয়া আসামিরা হলেন মুন্সিগঞ্জের পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সহকারী মহাব্যবস্থাপক রাজন কুমার দাস, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরের উপমহাব্যবস্থাপক আসাদুজ্জামান ভূঁইয়া, কুমিল্লার উপমহাব্যবস্থাপক দীপক কুমার সিংহ, মাগুরার শ্রীপুর জোনাল অফিসের উপমহাব্যবস্থাপক রাহাত, নেত্রকোনার সহকারী মহাব্যবস্থাপক মনির হোসেন ও সিরাজগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২-এর বেলাল হোসেন।

দুই দফা দাবিতে কয়েক মাস ধরে আন্দোলন করছেন দেশের সব গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহে নিয়োজিত পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এর পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার সমিতির ২০ কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)। এ ঘটনার প্রতিবাদে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্বকীয়, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন না রাখলে যে বিপদ

কীভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো মুখ থুবড়ে পড়ল এবং জুলাই অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষায় সেগুলোর কীভাবে সংস্কার করা যায়, তা নিয়ে লিখেছেন **সৌমিত জয়দ্বীপ**

বিস্তারিত : পৃষ্ঠা ৫

ডিমের দাম কমছে, ডজন ১৪৫-১৫০ টাকা

বাজার পরিস্থিতি

কারওয়ান বাজারে গতকাল খুচরায় প্রতি ডজন ডিম বিক্রি হয় ১৪৫ টাকায়। পাড়া-মহল্লায় এই দাম ১৫০ টাকা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকার বাজারে ফার্মের ডিমের দাম কমতে শুরু করেছে। কারওয়ান বাজারে গতকাল শুক্রবার এক ডজন ডিম বিক্রি হয় ১৪৫ টাকায়। মঙ্গলবারও ঢাকার বিভিন্ন বাজারে ডিমের ডজন ছিল ১৮০-১৯০ টাকা। সেই হিসাবে দুই দিনের ব্যবধানে ডিমের দাম কমেছে ডজনে ৩৫ থেক ৪৫ টাকা। অবশ্য পাড়া-মহল্লার দোকানে এখনো ডিমের ডজন ১৫০ টাকার ওপরে।

এদিকে ঢাকার ডিমের দুই পাইকারি বাজার—কাপ্তানবাজার ও তেজগাঁওয়ের আড়তদারেরা অভিযোগ করেন, ডিম উৎপাদনকারী বড় কোম্পানিগুলো প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিম সরবরাহ করছে না। সরকার-নির্ধারিত দরে উভয় বাজারে প্রতিদিন ১০ লাখ করে মোট ২০ লাখ ডিম দেওয়ার কথা থাকলেও বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ১১ লাখ ডিম সরবরাহ করা হয়েছে। এতে ডিমের দাম কমছে কিছুটা ধীরে। সরবরাহ বেশি থাকলে দ্রুতই দাম কমে আসত।

গতকাল সন্ধ্যায় কারওয়ান বাজারের ডিম ব্যবসায়ী নাহিদ হাসান জানান, তেজগাঁওয়ের আড়ত থেকে শুক্রবার সকালে ১১ টাকা ১০ পয়সা পাইকারি দরে একেকটি ডিম কিনেছেন তিনি; আর বিক্রি করছেন প্রতি ডজন ১৪৫ টাকায়। এই বাজারের আরেক ব্যবসায়ী আবু বকর সিদ্দিক জানান, তেজগাঁও আড়ত থেকে তিনি প্রতিটি ডিম ১১ টাকা ২০ পয়সা দরে কিনেছেন। আর প্রতি ডজন বিক্রি করছেন ১৪৫ টাকায়। তাতে ডজনে খুচরা ব্যবসায়ীরা ১২ টাকা পর্যন্ত মুনাফা করেছেন।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সম্প্রতি ডিমের ‘যৌক্তিক দাম’ নির্ধারণ করে দেয়। নির্ধারিত দাম অনুসারে, প্রতিটি ডিমের দাম উৎপাদন পর্যায়ে ১০ টাকা ৫৮ পয়সা, পাইকারি পর্যায়ে ১১ টাকা ১ পয়সা ও খুচরা পর্যায়ে ১১ টাকা ৮৭ পয়সা (ডজন ১৪২ টাকা ৪৪ পয়সা) হওয়ার কথা। তবে বাজারে বিক্রি হচ্ছে কমপক্ষে ১২ টাকায়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যালয়ে মঙ্গলবার ডিমের দাম ও সরবরাহ নিয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ডিম উৎপাদনকারী বড় কোম্পানি ও ছোট খামারিরা সরকার-নির্ধারিত দামে সরাসরি পাইকারি আড়তে ডিম পাঠাবেন। তারপর পোলট্রিশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ কো-অর্ডিনেশন কমিটির (বিপিআইসিসি) সভায় সিদ্ধান্ত হয়, প্রতিদিন ঢাকার দুই পাইকারি বাজার তেজগাঁও ও কাপ্তানবাজারের আড়তে সরাসরি ১০ লাখ করে ২০ লাখ ডিম সরবরাহ করবে ১৫টি প্রতিষ্ঠান।

গত বুধবার রাত থেকে কাপ্তানবাজারে উৎপাদক কোম্পানিগুলো সরাসরি ডিম সরবরাহ শুরু করে। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে তেজগাঁওয়ে সরাসরি ডিম সরবরাহ শুরু করে উৎপাদক কোম্পানিগুলো।

তেজগাঁও ডিম ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক সভাপতি আমানত উল্লাহ *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘ডায়মন্ড, কাজী, পিপলস ও প্যারাগন গ্রুপ বৃহস্পতিবার তেজগাঁওয়ে চার লাখ ডিম সরবরাহ করেছে। পরিবহন খরচসহ প্রতিটি ডিমের দাম পড়েছে ১০ টাকা ৯১ পয়সা। আমরা পাইকারিতে ১১ টাকায় বিক্রি করেছি। বড় কোম্পানিগুলো প্রতিদিন ১০ লাখ করে ডিম দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেই অনুযায়ী ডিম না পেলে তো হবে না। কারণ, প্রতি রাতে ১৫ লাখ ডিম বিক্রি হয় তেজগাঁওয়ে।’

অন্যদিকে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে কাপ্তানবাজারে সাত লাখ ডিম সরবরাহ করে বড় বড় উৎপাদক কোম্পানি। সেখানেও প্রতিটি ডিম ১০ টাকা ৯১ পয়সায় সরবরাহ করা হয়। সেই ডিম ১১ টাকা ১০ পয়সায় পাইকারি দরে বিক্রি করেছেন আড়তদারেরা।

কাপ্তানবাজারের ডিম ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, বড় উৎপাদক কোম্পানিগুলোর খামারে দিনে ১ কোটি ২০ লাখ ডিম উৎপাদিত হয়। তারা

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

আজকের আবহাওয়া

ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি হতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ২৯ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৫টা ৫৮ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : ফেনীতে ৩৫.৫° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : তেঁতুলিয়ায় ২১.৬° সেলসিয়াস

নামাজের সূচি

ফজর	৪:৪৩	মাগরিব	৫:৩৩
জোহর	১১:৪৭	এশা	৬:৪৭
আসর	৩:৫৩	কাল ফজর	৪:৪৪

চিকিৎসা শেষে কাজে ফিরেছেন ড. ইউনূস

বাসস, *ঢাকা*

ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসা শেষে আবার কাজে ফিরেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল শুক্রবার সকালে দায়িত্ব পালন শুরু করেন তিনি।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, ত্বকের ছোট চিকিৎসার জন্য প্রধান উপদেষ্টা গত বৃহস্পতিবার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে যান। সেখানে তাঁর ত্বকের একটি ছোট ক্ষত অপসারণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

প্রেস সচিব জানান, চিকিৎসা শেষে প্রধান উপদেষ্টা গতকাল সকালে আবার দায়িত্ব পালন শুরু করেছেন। সংস্কারের লক্ষ্যে চলমান সংলাপের অংশ হিসেবে তিনি আজ শনিবার বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন।

বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ নিন

অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে তারেক রহমান

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

সিন্ডিকেট ভেঙে দিয়ে বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, এ জন্য প্রয়োজনে উপদেষ্টা পরিষদের আকার বাড়ানো যেতে পারে।

জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় তারেক রহমান এ আহ্বান জানান। গতকাল শুক্রবার বিকেলে রাজধানী রমনার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আয়োজিত ওই সভায় লন্ডন থেকে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হন তিনি।

অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে তারেক রহমান বলেন, 'জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও মানুষের আয় সেভাবে বাড়েনি। দাম নিয়ন্ত্রণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আরও বাস্তব এবং কঠোর পদক্ষেপ নিন।' তিনি আরও বলেন, বছরের পর বছর ধরে মাফিয়াচক্রের বাজার সিন্ডিকেট ভেঙে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার কাজটি হয়তো একটু কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। এর প্রয়োজনে উপদেষ্টা পরিষদের আকার বাড়ানো যেতে পারে।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান। রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটির সদস্যসচিব মোর্শেদ হাসান খানের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেন, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিশ্লেষক এম শাহীদুজ্জামান, সাবেক রাষ্ট্রদূত এস এম রাশেদ আহমেদ প্রমুখ।

ধানমাড়াই ধানের উৎসবে মেতেছে গ্রামবাসী। শুরু হয়েছে আউশ ধান ঘরে তোলার মৌসুম। যন্ত্রের সাহায্যে ধানমাড়াইয়ে ব্যস্ত একটি কৃষক পরিবার। গতকাল বগুড়ার সোনাতলা উপজেলার গোসাইবাড়ি গ্রামে। ছবি : সোয়েল রানা

নির্বাচন আগামী বছরের মধ্যে সম্ভব হতে পারে

বলেছেন আসিফ নজরুল

কিছুদিনের মধ্যে সার্চ কমিটি হবে। এরপর নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে বলে জানান আইন উপদেষ্টা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, আগামী বছরের মধ্যে নির্বাচন করা সম্ভব হতে পারে। তবে এতে অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে বলে তিনি মনে করেন। এটি তাঁর প্রাথমিক অনুমান বলেও তিনি জানান।

গত বৃহস্পতিবার রাতে চ্যানেল আইয়ের 'আজকের সংবাদপত্র' অনুষ্ঠানে দৈনিক *মানবজমিন* পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীর এক প্রশ্নের জবাবে আইন উপদেষ্টা এ কথা বলেন।

নির্বাচন কবে হতে পারে—এমন প্রশ্নের জবাবে আসিফ নজরুল বলেন, 'আমার কাছে মনে হয়, আগামী বছরের মধ্যে নির্বাচন করাটা হয়তো সম্ভব হতে পারে। অনেক ফ্যাক্টর রয়েছে। এটা প্রাইমারি অ্যাজাম্পশন (প্রাথমিক অনুমান)।'

আইন উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচনের জন্য অনেকগুলো ধাপ রয়েছে। নতুন নির্বাচন কমিশনের জন্য সার্চ কমিটি লাগবে। সার্চ কমিটি করতে হলে পিএসসির চেয়ারম্যান লাগবে। ওই পদে নিয়োগ হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের প্রথম কাজ হবে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা। সঠিক ভোটার তালিকা করতে হবে। নির্বাচনের জন্য এসব ধাপ চিন্তা করতে হবে। তিনি জানান, কিছুদিনের মধ্যে সার্চ কমিটি হবে। এরপর নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে।

আসিফ নজরুল বলেন, 'আপনি নিশ্চয় ভুয়া নির্বাচন কমিশন থেকে নির্বাচন করা হোক, সেটা চান না।' তিনি আরও বলেন, হাবিবুল আউয়াল কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচন করে দেবে, এটা কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

আইন উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচন কমিশন গঠিত হওয়ার পর প্রথম কাজ হবে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা। ফ্যাসিস্ট সরকার ২০২৪ সালের ভুয়া নির্বাচনের ভোটার তালিকা নিয়ে ব্যাপক অরাজকতা করেছিল। হয়তো ভয় ছিল, নির্বাচনে বিএনপি অংশ নিলে কী অবস্থা হবে।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক মতিউর রহমান চৌধুরীর প্রতি অনুরোধ জানিয়ে আসিফ নজরুল বলেন, 'আপনারা অনুসন্ধান করুন, ২০২৪ সালের নির্বাচনে ভোটার তালিকার নামে কী করা হয়েছিল। সুতরাং ভোটের আগে একটি সুষ্ঠু ভোটার তালিকা করতে হবে। নির্বাচন কমিশন ছাড়া এই ভোটার তালিকা তৈরির আদেশ কেউ দিতে পারে না। প্রধান উপদেষ্টার আদেশে ভোটার তালিকা হবে না। নির্বাচন কমিশনের আদেশে হবে।'

ওই অনুষ্ঠানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, দ্রব্যমূল্য নিয়েও কথা বলেন আইন উপদেষ্টা।

তিনি সবচেয়ে ক্ষমতাধর উপদেষ্টা—এমন ধারণার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে আসিফ নজরুল বলেন, এটি সম্পূর্ণ ভুল প্রচার এবং উপদেষ্টা পরিষদের অন্য উপদেষ্টাদের মতো তাঁরও একই সমান ক্ষমতা। তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ছাত্রনেতাদের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি আলোচনা করেন এবং এটি যৌক্তিকভাবে সম্পন্ন হয়।

কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আজ প্রধান উপদেষ্টার সংলাপ

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

সংস্কারপ্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে আজ শনিবার আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনায় বসছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

এই দফায় গণফোরাম, এলডিপি, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট, ১২ দল, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল, লেবার পার্টি, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) আলোচনায় অংশ নেবে।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার সংলাপ চলছে ৫ অক্টোবর থেকে। মাঝে পূজার ছুটির কারণে সব দলের সঙ্গে আলোচনা শেষ হয়নি।

৮ আগস্ট ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। পরে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংলাপ হয়। এ সংলাপে জাতীয় পার্টিকে ডাকা হয়। তবে এ দফায় এখনো দলটিকে আলোচনায় ডাকা হয়নি।

এ দফায় ৫ অক্টোবর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বিএনপির সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার আলোচনার মধ্য দিয়ে সংলাপ শুরু হয়। এরপর একে একে জামায়াতে ইসলামী, গণতন্ত্র মঞ্চ, হেফাজতে ইসলাম, বাম গণতান্ত্রিক জোট, ইসলামী আন্দোলন, এবি পার্টি ও গণ অধিকার পরিষদের সঙ্গে সংলাপ হয়।

প্রসঙ্গত, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১১ সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে নির্বাচনব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য ছয়টি কমিশন গঠনের কথা জানান। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে কমিশন গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হলে কমিশনগুলো কাজ শুরু করে। এরপর গত বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য, গণমাধ্যম, শ্রমিক অধিকার ও নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন গঠনের ঘোষণা দেয় সরকার।

টেস্টে না থেকেও আছেন সাকিব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাইরে যখন সাকিব-ভক্তদের মিছিল-স্লোগান, বাংলাদেশ দল তখন স্টেডিয়ামে অনুশীলন করছে। গতকালই ছিল বাংলাদেশ দলের নতুন প্রধান কোচ হিসেবে ফিল সিমন্সের প্রথম কর্মদিবস।

অলরাউন্ডার এই টেস্টে খেলবেন, নাকি খেলবেন না, তা নিয়ে কৌতূহল থাকাটাই স্বাভাবিক।

বিসিবির সংবাদ বিজ্ঞপ্তির পর অবশ্য তাদের সেই কৌতূহল মিটে যাওয়ার কথা। বিসিবি কাল আনুষ্ঠানিকভাবেই জানিয়ে দিয়েছে, নিরাপত্তাশঙ্কায় দেশে ফিরতে পারছেন না বলে সাকিবের মিরপুর টেস্টে খেলা হচ্ছে না। তাঁর জায়গায় ২১ অক্টোবর শুরু টেস্টের ১৫ সদস্যের দলে নেওয়া হয়েছে তরুণ বাঁহাতি স্পিনার হাসান মুরাদকে। অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা ২৩ বছর বয়সী এই স্পিনার গত বছরের ডিসেম্বরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে হোম সিরিজের টেস্ট দলেও ছিলেন। যেই মিরপুর টেস্ট সাকিবের বিদায়ের মঞ্চ হওয়ার কথা ছিল, সেটি এখন হয়ে উঠল মুরাদের ফেরার উপলক্ষ।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সাকিবের জায়গায় মুরাদকে নেওয়ার ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিসিবির প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন। ৩০টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ১৩৬ উইকেট নেওয়া এই বাঁহাতিকে দলে নেওয়ার ব্যাপারে তিনি সেখানে বলেছেন, 'হাসান মুরাদ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নিয়মিত ভালো খেলছে এবং অনেক দিন ধরে আমাদের প্রক্রিয়ার মধ্যেই আছে। আমাদের বোলিংটাকে ভারসাম্যপূর্ণ করবে সে, বিশেষ করে ঘরের মাঠের কন্ডিশনে। আমাদের বিশ্বাস, এই পর্যায়ের ক্রিকেটে নিজেকে মেলে ধরার সম্ভাবনা তার আছে।'

অবশ্য ব্যাট-বলের সামর্থ্য আর অভিজ্ঞতায় যে এখনো সাকিবের বিকল্প নেই, সে কথাও বলেছেন গাজী আশরাফ হোসেন, 'আমাদের জানানো হয়েছে যে প্রথম টেস্টের জন্য সাকিবকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে তার টেস্ট ক্যারিয়ারের শেষ পর্যায়ে, তবু ব্যাটে-বলে তার মতো সামর্থ্যের বিকল্প কেউ আমাদের নেই।'

বিসিবির সংবাদ বিজ্ঞপ্তির পর কাল দুপুরে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের সামনে বিক্ষোভ করেছেন 'সাকিবিয়ান'রা। 'উই স্ট্যান্ড উইথ সাকিব আল হাসান' হ্যাশট্যাগ দেওয়া ব্যানার নিয়ে স্টেডিয়ামের ২ নম্বর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে 'সাকিব!', 'সাকিব!' স্লোগান দিয়েছেন তাঁরা। মূল ব্যানারে লেখা ছিল, 'বাংলার নবাব সাকিব আল হাসানকে নিয়ে কোনো রকম ষড়যন্ত্র আমরা সাকিবিয়ান মেনে নেব না।'

বাইরে যখন সাকিব-ভক্তদের মিছিল-স্লোগান, বাংলাদেশ দল তখন স্টেডিয়ামে অনুশীলন করছে। গতকালই ছিল বাংলাদেশ দলের নতুন প্রধান কোচ হিসেবে ফিল সিমন্সের প্রথম কর্মদিবস। অবশ্য বৃষ্টির কারণে প্রথম দিনটা ইনডোরে অনুশীলন করিয়েই কাটাতে হয়েছে তাঁকে। সাকিব সমর্থকদের স্লোগান শুনে বাংলাদেশ দলের অ্যানালিস্ট মহসিন খান ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে আসেন। এক সাংবাদিকের কাছে জানতে চান, 'ওরা কি সাকিবের ভক্ত?' উত্তর শুনে মুঠোফোনে ভিডিও করলেন সমর্থকদের মিছিল-স্লোগানের দৃশ্য।

পরশু দুবাই থেকে মুঠোফোনে 'আসা (দেশে) হচ্ছে না' বার্তা পাঠানো ছাড়া পুরো বিষয়টি নিয়ে এখন পর্যন্ত সাকিবের কোনো বক্তব্য জানা যায়নি। এ বিষয়ে একেবারেই চুপ তিনি। মিরপুর টেস্টের জন্য সাকিবের বিকল্প হিসেবে হাসান মুরাদের নাম ঘোষণা করা হলেও এ নিয়ে এখন পর্যন্ত স্পষ্ট বক্তব্য দেয়নি বিসিবিও।

৬ কর্মকর্তা তিন দিনের রিমান্ডে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মামলার এজাহারে বাদী উল্লেখ করেন, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কিছু বিপথগামী কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলে বিদ্যুৎ খাতকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র করছেন। গত সরকারের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও প্রভাবশালীদের মদদে বিদ্যুৎ কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে।

করে দেন সমিতির কর্মচারীরা। এতে জেলায় জেলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন ছিলেন গ্রামের মানুষ। অবশ্য রাতে আন্দোলনকারীরা বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু করেন এবং রোববার পর্যন্ত আন্দোলন স্থগিতের ঘোষণা দেন।

খিলক্ষেত থানার পরিদর্শক তদন্ত আশিকুর রহমান গতকাল রাতে *প্রথম আলো*কে বলেন, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ ও সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে।

আরইবির অধীন কাজ করে ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি। সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৪৫ হাজার। দেশের মোট বিদ্যুৎ সরবরাহের ৫৫ শতাংশ আরইবির অধীন। আরইবি ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি একীভূতকরণ এবং অভিন্ন চাকরিবিধি বাস্তবায়নসহ চুক্তিভিত্তিক ও অনিয়মিত কর্মচারীদের স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে মুক্তিকামী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ৪৫ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীর ব্যানারে এ আন্দোলন হচ্ছে।

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ১৫ কর্মকর্তাকে আসামি করে খিলক্ষেত থানায় বৃহস্পতিবার মামলা করেন পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের পরিচালক (প্রশাসন) মো. আরশাদ হোসেন। মামলার এজাহারে বাদী উল্লেখ করেন, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কিছু বিপথগামী কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলে বিদ্যুৎ খাতকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র করছেন। গত সরকারের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও প্রভাবশালীদের মদদে বিদ্যুৎ কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে।

নেত্রকোনা জেলা পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) মো. লুৎফর রহমান জানান, বারহাট্টা পল্লী বিদ্যুতের সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) মনির হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরে ঢাকার খিলক্ষেত থানা-পুলিশের কাছে তাঁকে হস্তান্তর করা হয়।

গতকাল সকালে সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা সাকিল আহমেদকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তাঁর বাসা থেকে গ্রেপ্তার করেন। সাকিল খুলনা সদর উপজেলার আরাজী ভবানীপুরের পাইকগাছা গ্রামের বাসিন্দা শায়েক তফিল উদ্দিনের ছেলে।

নেত্রকোনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এজিএম তাপস দেবনাথ *প্রথম আলো*কে বলেন, 'যেসব কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করাসহ মামলা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের দ্রুত চাকরিতে পুনর্বহাল না করা পর্যন্ত আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলবে। জনদুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক করা হয়। আর সাময়িক জনদুর্ভোগের জন্য বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা দায়ী।' তিনি গ্রেপ্তার হওয়া মনির হোসেনের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান।

[প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার **নিজস্ব প্রতিবেদক** ও **প্রতিনিধি**রা]

১৪১৬ চেয়ারম্যান 'পলাতক'

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

অবশ্য স্থানীয় সরকারবিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইউনিয়ন পরিষদ ভেঙে না দিয়ে প্যানেল চেয়ারম্যান দিয়ে পরিষদ পরিচালনা করলে সেটি বেশি কার্যকর হবে।

প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া ঠিক হবে না জানিয়ে স্থানীয় সরকারবিশেষজ্ঞ তোফায়েল আহমেদ *প্রথম আলো*কে বলেন, যেসব ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান অনুপস্থিত, সরকারের উচিত হবে প্রথমে তাঁদের নোটিশ দেওয়া। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁদের পরিষদে উপস্থিত হওয়ার সময় বেঁধে দেওয়া। এ সময়ে না এলে আসন শূন্য ঘোষণা করা। তারপর সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। অথবা প্রতিটি এলাকায় সর্বজনবিদিত কাউকে চেয়ারম্যান হিসেবে বসানো যেতে পারে।

নাগরিক সেবা ব্যাহত

নোয়াখালী, গাজীপুর, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ ও ফেনী জেলার কয়েকটি ইউনিয়ন পরিষদে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ৫ আগস্টের পর থেকে অনেক ইউপি চেয়ারম্যান পলাতক। কেউ কেউ হত্যা মামলার আসামি। কেউ গ্রেপ্তার এড়াতে, কেউ হামলা থেকে বাঁচতে আত্মগোপনে রয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে, চেয়ারম্যান পলাতক, এমন বেশ কিছু ইউপিতে প্যানেল চেয়ারম্যান বসানো হয়েছে। কোথাও কোথাও দেওয়া হয়েছে প্রশাসক। ৭৮৬টি ইউনিয়ন পরিষদে এরই মধ্যে প্যানেল চেয়ারম্যান নিয়োগ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

ফেনীর ৪৩টি ইউনিয়নের মধ্যে ৩টি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানরা বর্তমানে কর্মরত। তাঁদের মধ্যে সোনাগাজীতে বিএনপির একজন ও দাগনভূঞার আওয়ামী লীগের দুজন কর্মরত রয়েছেন। অপর ৪০ ইউনিয়নে প্রশাসক হিসেবে হয় ইউএনও নয়তো এসি ল্যান্ড (অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, ভূমি) দায়িত্ব পালন করছেন।

বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ অ্যাসোসিয়েশন বলছে, ইউনিয়ন পরিষদ ভেঙে দিলে কিংবা চেয়ারম্যানদের অপসারণ করলে প্রান্তিক পর্যায়ে সরকারি সেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। চেয়ারম্যানরা বলছেন, তাঁদের অপসারণ করলে গ্রামে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হবে। চুরি, ডাকাতি বেড়ে যাবে। নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্যদের (মেম্বার) অপসারণ না করার দাবি জানিয়েছেন অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা।

রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার কুর্শা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মজিদ *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁরা মেয়াদ শেষ করতে চান। এর আগে অপসারণ চান না। চেয়ারম্যানদের অপসারণ করলে স্থানীয় পর্যায়ে সেবা পুরোপুরি স্থবির হয়ে যাবে। সরকার চাইলে রাষ্ট্রীয় বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের তথ্যমতে, ইউপি চেয়ারম্যানরা বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা বিতরণের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকেন। ওয়ারিশ সনদ, চারিত্রিক সনদ, জন্মনিবন্ধন, মৃত্যুনিবন্ধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো ইউনিয়ন পরিষদ থেকে হয়ে থাকে। গ্রামে বিভিন্ন সালিস, নতুন রাস্তা নির্মাণ, পুরোনো রাস্তা সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিয়ন পরিষদ থেকে হয়ে থাকে।

চেয়ারম্যান না থাকায় ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে এই মুহূর্তে সেবা কতটা ব্যাহত হচ্ছে জানতে চাইলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলার একটি ইউপির প্রশাসনিক কর্মকর্তা বলেন, নাগরিক সেবার মূল কাজটা ইউপি সদস্যরা চালিয়ে নিচ্ছেন। ইউপি সদস্যরা না থাকলে চরম সংকট দেখা দেবে।

কেন অপসারণের কথা উঠল

জনপ্রতিনিধিদের অপসারণের কথা কেন উঠল, সে তথ্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে কয়েকটি কারণ জানা গেল। প্রথমত, বিগত স্থানীয় নির্বাচন নিয়ে অনেকের মধ্যে ক্ষোভ আছে। একতরফা ওই নির্বাচনে প্রতিযোগিতা হয়নি, বিরোধীরা সুযোগ পাননি। এ কারণে অনেকে ওই নির্বাচন বাতিল করে জনপ্রতিনিধিদের অপসারণ চান। দ্বিতীয়ত, বিএনপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল থেকে চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের অপসারণে বড় ধরনের চাপ রয়েছে। তৃতীয়ত, দেড় হাজারের মতো ইউপি চেয়ারম্যান অনুপস্থিত। সেখানে কার্যক্রম স্বাভাবিক করতে সব চেয়ারম্যান, মেম্বারকেই অপসারণের চিন্তাভাবনা চলছে।

অপসারণ নিয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় বলছে, ৪ হাজার ৫৮০ ইউনিয়নে ১২ জন করে ইউপি সদস্যের বিকল্প হিসেবে ৫৪ হাজার ৯৬০ জন প্রশাসক নিয়োগ দিতে হবে। সেখানে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক কিংবা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। তবে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এ-ও বলছেন, এভাবে সরকারি কর্মকর্তাদের দিয়ে দীর্ঘ মেয়াদে ইউনিয়ন পরিষদ চালানো মুশকিল হবে। তাঁদের নিজেদের কাজ রয়েছে। আদতে কাজের কাজ কিছুই হবে না। তার চেয়ে প্যানেল চেয়ারম্যান দিয়ে পরিচালনা করলে সেটি ভালো হবে।

এর আগে গত আগস্টে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের পাশাপাশি সব পৌরসভার মেয়রকে অপসারণ করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। ১২টি সিটি করপোরেশনের মেয়র, কাউন্সিলরদের পাশাপাশি পৌরসভার কাউন্সিলরদেরও অপসারণ করা হয়।

বিশেষজ্ঞরা যা বলছেন

সাবেক স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু আলম মো. শহিদ খান মনে করেন, ইউনিয়ন পরিষদ ভেঙে দেওয়া ভালো সিদ্ধান্ত হবে না। এতে নাগরিক সেবা ব্যাহত হবে। চেয়ারম্যানদের পরিবর্তে যাঁদের দায়িত্ব দেওয়া হবে, তাঁরা নাগরিকদের সেবা দিতে পারবেন না। তিনি বলেন, যাঁরা পলাতক, সরকার চাইলে শুধু তাঁদের অপসারণ করতে পারে। যেসব ইউপিতে চেয়ারম্যানরা আসছেন না, সেখানে প্যানেল চেয়ারম্যান দিয়ে কাজ করা যেতে পারে। তবু প্রশাসক নিয়োগ নয়।

আবু আলম মো. শহিদ খান আরও বলেন, বিগত স্থানীয় নির্বাচন নিয়ে অনেকের মধ্যে ক্ষোভ আছে। আসলে সেসব নির্বাচনে কোনো প্রতিযোগিতা ছিল না। একদলীয় নির্বাচন হয়েছিল। তাই নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন আছে। সে কারণে অনেকে ইউপি চেয়ারম্যানদের অপসারণ চান।

স্থানীয় সরকারবিশেষজ্ঞ তোফায়েল আহমেদও প্যানেল চেয়ারম্যান দেওয়ার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, ইউপিতে সরকারি কোনো কর্মকর্তাকে নিয়োগ দিলে কাজের কাজ কিছু হবে না।

[প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার **প্রতিনিধি**রা]

অপ্রতিরোধ্য ছিলেন শাজাহান খান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নাম প্রকাশ না করার শর্তে পাসপোর্ট কার্যালয়ের সামনের এক দোকানি বলেন, 'এখানে যারা দালালি করত, বেশির ভাগই খান গ্রুপের লোক। তারা শাজাহান খান ও তাঁর ভাইয়ের প্রভাব খাটিয়ে সেবাপ্রত্যাশীদের ফাইল জমা দিত। প্রতি ফাইল থেকে এক-দেড় হাজার টাকা কমিশন নিত।'

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এলএ শাখার ভূমি অধিগ্রহণ শাখা থেকে কমিশন নিতেন হাফিজুরের কর্মী আক্তার হোসেন। সরকার পতনের দিন জেলা প্রশাসনের তালিকাভুক্ত এই দালালের বাড়িতেও হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। বর্তমানে তিনি আত্মগোপনে আছেন।

শাজাহান খানের চাচাতো ভাই পাভেলুর রহমান খান বলেন, 'আমি তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিন রাজনীতি করলেও তাঁর সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। শাজাহান খান যখন মন্ত্রী, তখন তাঁর সুপারিশ ছাড়া জেলায় কিছুই হতো না। স্থানীয় সরকারি চাকরিতেও তাঁর হস্তক্ষেপ ছিল।' তিনি বলেন, শাজাহান খানের দ্বারা আওয়ামী লীগের লোকজন উপকৃত হয়নি। গত ১৫ বছরে তিনি ভাই, ছেলে ও আত্মীয়স্বজন দিয়ে সিন্ডিকেট করে সব নিয়ন্ত্রণ করতেন।

সর্বশেষ উপজেলা নির্বাচনে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে নিজের ছেলেকে চেয়ারম্যান পদে ভোট করান এবং জয়ী করেন শাজাহান খান। পরে ছেলেকে মাদারীপুর জেলা বাস মালিক সমিতির সভাপতিও করেন প্রভাব খাটিয়ে।

ফাউন্ডেশন খুলে চাঁদাবাজি

মন্ত্রী থাকতে বাবা আচমত আলী খানের নামে একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন শাজাহান খান। সংগঠনটির কোনো স্থায়ী ও অস্থায়ী কার্যালয় নেই। প্রতিবছর বড় পরিসরে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। সেখানে সরকারের মন্ত্রী ও শিল্পপতিদের রাখা হতো।

সংগঠন সূত্র জানায়, নৌমন্ত্রী থাকতে শাজাহান খান ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ২ হাজার কোটি টাকার বেশি সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু বছরে একবার ঠোঁটকাটা-তালুকাটা রোগীদের চিকিৎসার জন্য বিনা মূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প ছাড়া কোনো সেবামূলক কাজই হয়নি। শাজাহান খান বিভিন্ন ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে ফাউন্ডেশনের জন্য টাকা দিতে বাধ্য করতেন বলেও অভিযোগ আছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক ব্যবসায়ী *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমার প্রতিষ্ঠানের একটি বড় কাজ দেওয়ার বিনিময়ে কমিশন বাবদ ওই ফাউন্ডেশনে ১০ লাখ টাকা অনুদান দিতে হয়েছে। তখন কমিশন না দিলে আমি কাজ করতে পারতাম না। ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও ভয় পেয়ে তখন টাকাটা দিতে হয়েছে।'

অভিযোগের বিষয়ে ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা রনি খান বলেন, ফাউন্ডেশনের সব কার্যক্রম এখন বন্ধ। এখানে সবকিছুই দেখভাল করতেন তিনি (শাজাহান) নিজেই। তাই সংগঠনের কী আছে কী নেই, তিনি ছাড়া কেউ বলতে পারবেন না।

মন্ত্রী থাকতে নিয়োগ-বাণিজ্য

শাজাহান খান ১০ বছর নৌমন্ত্রী থাকাকালে মাদারীপুরে তাঁর অন্তত ৩ হাজার কর্মীকে বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসিসহ বিভিন্ন বিভাগে চাকরি দিয়েছেন বলে বিভিন্ন সভায় বক্তব্য দিয়েছেন। প্রতিটি চাকরির জন্য শাজাহান খান ও তাঁর ভাইয়েরা ৮ থেকে ১২ লাখ টাকা নিয়েছেন বলে অভিযোগ আছে। নিয়োগ-বাণিজ্যে মূল তদারকি করতেন শাজাহান খানের তৎকালীন বিশেষ সহকারী রণজিৎ বণিক।

অভিযোগের বিষয়ে রণজিৎ বণিক *প্রথম আলো*কে বলেন, শাজাহান খান মন্ত্রী থাকতে জেলার অনেক যুবক চাকরি পেয়েছেন। কিন্তু কারও কাছ থেকে কোনো টাকা নেওয়া হয়নি।

অবশ্য বিআইডব্লিউটিসিতে চাকরি করা মাদারীপুরের এক যুবক *প্রথম আলো*কে বলেন, '২০১৬ সালে আমার চাকরি হয়। এ জন্য সেই সময় নগদ একসঙ্গে ১০ লাখ টাকা রণজিৎ নিজে আমার পরিবারের কাছ থেকে গ্রহণ করেন। চাকরিটাও হইছে। তাই কোনো অভিযোগ নাই।'

মন্ত্রী থাকা অবস্থায় শাজাহান খানের ছেলে আসিবুর ও স্ত্রী সৈয়দা রোকেয়া বেগমের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম বন্দরে বিপুল কমিশন বাণিজ্যের অভিযোগ ওঠে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন জাহাজ মেরামত ও নদী খননের ব্যবসা করেন আবদুর রশিদ। আছে বিভিন্ন পথে চলাচলকারী জাহাজও। কর্ণফুলী নদী দখল করে চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় রশিদের মালিকানাধীন 'ড্রাই ডক' নির্মাণে সুযোগ দেন শাজাহান খান। কুমিল্লায় রশিদের গ্রামের বাড়িতে দাওয়াতও খান শাজাহান খান।

পরিবহন খাতে চাঁদাবাজি

রাজনীতির বাইরে শাজাহান খানের বড় পরিচয় তিনি পরিবহন শ্রমিকনেতা। সারা দেশের শ্রমিকদের জাতীয় সংগঠন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি। শ্রমিকনেতা হলেও তাঁর পরিবারের মালিকানায় সার্বিক পরিবহন নামে বাসের ব্যবসা রয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শাজাহান খান জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। এ দুই কমিটির মূল কাজ ছিল সড়কে শৃঙ্খলা আনা এবং এ খাতে চাঁদাবাজি বন্ধ করা। কিন্তু তিনিই আবার চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করতেন। সড়ক নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার সব দাবি আদায়ে সদা সক্রিয় থেকেছেন।

২০০৯ সাল থেকে পরিবহন খাতে প্রকাশ্যে যানবাহনপ্রতি ৭০ টাকা চাঁদা আদায় শুরু হয়। এর মধ্যে ৪০ টাকা যায় মালিক সমিতির হাতে। আর শ্রমিক ইউনিয়নের ১০ টাকা এবং ফেডারেশনের ১০ টাকা। বাকি ১০ টাকা সড়ক শৃঙ্খলায় নেওয়া হতো। এর বাইরে অপ্রকাশ্য চাঁদা উঠত। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, সব মিলিয়ে এই খাতে বছরে চাঁদার পরিমাণ অন্তত ১ হাজার ৮৮৫ কোটি টাকা।

পরিবহন খাতের সূত্র বলছে, ফেডারেশন হিসেবে সরাসরি চাঁদা তোলার নিয়ম নেই। কিন্তু শাজাহান খান প্রতি যানবাহন থেকে দিনে ১০ টাকা চাঁদা তুলেছেন। এর বাইরে তাঁর ফেডারেশনের অধীন সারা দেশে ২৪৯টি শ্রমিক ইউনিয়ন আছে। তারাও প্রতি যানবাহন থেকে প্রতিদিন ১০ টাকা চাঁদা উঠিয়েছে।

বিআরটিএ সূত্র জানায়, সারা দেশে বাস, ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশাসহ নিবন্ধিত বাণিজ্যিক যানবাহনের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় লাখ। প্রতিদিন শ্রমিকদের জন্য ২০ টাকা করে আদায় হলে চাঁদা ওঠে সোয়া কোটি টাকা। শ্রমিক কল্যাণে টাকা তুললেও করোনা মহামারির সময় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের কোনো সহায়তা দেওয়া হয়নি।

একাধিক শ্রমিকনেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলো*কে বলেন, চাঁদার টাকা প্রতিদিন রাতে বস্তায় ভরে মতিঝিলে ফেডারেশনের কার্যালয়ে আসত। মতিঝিলে জাতীয় স্টেডিয়ামের পূর্ব গেটের পাশে থাকা ভবনটির মালিকও শাজাহান খানের পরিবার। সেখানে তাঁর শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়।

সরকারি কাজে কমিশন

মাদারীপুরের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা ও ঠিকাদারদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), পানি উন্নয়ন বোর্ড, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, গণপূর্ত, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পৌরসভাসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের কে কোন কাজ পাবেন, সেটা ঠিক করে দিতেন শাজাহান খানের ভাই হাফিজুর রহমান খান। তাঁকে প্রকল্পের মোট বরাদ্দের ১০ থেকে ক্ষেত্রবিশেষে ২০ শতাংশ পর্যন্ত কমিশন দিতে হতো।

এলজিইডির ঠিকাদার মুরাদ হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, সড়ক বিভাগ থেকে দরপত্র হলেই তিনি (হাফিজুর) কাউকে কাজ দিতেন না। নিজে কাজ নিয়ে আরও পাঁচজনকে অংশীদার রাখতেন। ওই দরপত্র থেকেই গত পাঁচ বছরে তাঁর আয় হয়েছে অন্তত ৫০ কোটি টাকা। তবে এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী বাদল কীর্তনীয়া বলেন, 'তাঁদের সব দরপত্র অনলাইনে জমা দিতে হয়। এখানে যোগসাজশের কোনো সুযোগ নেই। কমিশন নেওয়ার বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই।'

বিপুল সম্পদের পাহাড়

২০০৮ সালে নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, শাজাহান খানের বার্ষিক আয় ছিল ৬ লাখ ৮৫ হাজার টাকা। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের সময় হলফনামায় তিনি আয় দেখিয়েছেন ২ কোটি ২১ লাখ টাকা। অর্থাৎ ১৫ বছরে তাঁর আয় বেড়েছে প্রায় ৩২ গুণ। একই সময়ে তাঁর অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে পাঁচ গুণ। হলফনামা অনুযায়ী, শাজাহান খানের দুটি গাড়ি এবং স্ত্রীর নামে ৮০ ভরি সোনা ছাড়া আর কোনো অস্থাবর সম্পদ দেখানো হয়নি। ২০০৮ সালে দুটি বাস, একটি গাড়ি ও একটি মাইক্রোবাস, ১৫ ভরি সোনাসহ প্রায় ৪১ লাখ টাকার সম্পদ দেখানো হয়েছিল।

শাজাহান খান ও তাঁর স্ত্রীর বেশ কিছু কৃষি ও অকৃষিজমি আছে। প্রায় ৬ কোটি টাকার ভবন ও সমজাতীয় স্থাপনা আছে। দান সূত্রেও ফ্ল্যাট ও জমির মালিক হয়েছেন তিনি। তাঁর স্ত্রীর নামে আছে রাজউকের ১০ কাঠার প্লট ও অন্যান্য স্থাবর সম্পদ। তবে তাঁর দুই ছেলে ও মেয়ের নামে মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ঢাকা, টাঙ্গাইলসহ বিভিন্ন এলাকায় বিপুল সম্পদ আছে বলে জানা গেছে। খান পরিবারের ব্যবসা ব্র্যান্ডিং 'সার্বিক' নামে। এই নামে শাজাহান খান ও তাঁর স্বজনদের নামে হোটেল, পরিবহন, অবকাঠামো নির্মাণসহ বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান আছে।

অবশ্য হলফনামায় উল্লিখিত সম্পদের বিবরণ খতিয়ে দেখা হয় না। এটা প্রকৃত হিসাব নয় বলে মনে করেন অনেকে।

জমি-বাড়ি

নৌমন্ত্রী হওয়ার পর ক্ষমতার দাপট দেখানো শুরু করেন শাজাহান খান। এরপর তিনি ও তাঁর স্বজনদের সম্পদ বাড়তে থাকে। মাদারীপুর পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে একাধিক বহুতল ভবন, জমি, মার্কেট, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। যদিও এসব সম্পদের বেশির ভাগই স্ত্রী, সন্তান ও ভাইদের নামে করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পৌর শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে হাফিজুর রহমান খানের জমি, সরকারি অর্পিত সম্পত্তি ইজারা নিয়ে করা ১৬টি দোকান ও পাটকল আছে। ৭ নম্বর ওয়ার্ডে এক একর জমিতে অস্থায়ী দোকান, ৬ নম্বর ওয়ার্ডে দুটি বহুতল ভবন, একটি ডুপ্লেক্স বাড়ি, দুটি বাণিজ্যিক ভবন, একটি বিলাসবহুল পাঁচতলা আবাসিক হোটেল ও রেস্তোরাঁ আছে। একই এলাকায় শাজাহান খানের ১০ তলা ভবন আছে। শাজাহানের আরেক ভাই ওবায়দুর রহমানের দুটি বহুতল বাড়ি আছে। থানার সামনে শাজাহানের ছোট ছেলে শামস খানের পাঁচতলা নতুন ভবন, পাশেই হাফিজুর রহমান ও খান পরিবারের যৌথ মালিকানাধীন হাসপাতাল, ৩ নম্বর ওয়ার্ডে পুরান বাজারে জমি আছে। পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ড চৌরাস্তা ও কুলপদ্বী এলাকায় জমি ও বাড়ি আছে।

কলেজ রোডের বাসিন্দা মাহাবুবুর রহমান বলেন, শহরের যেখানেই হাফিজুরের জমি পছন্দ হতো, তিনি প্রভাব খাটিয়ে কিনে নিতেন। আবার যে জমিতে মামলা-মোকদ্দমা আছে, সেগুলো লক্ষ্য করে কম দামে কিনে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিতেন।

হাফিজুরের কেনা তিনটি জমির আগের মালিকের সঙ্গে কথা বলেছে *প্রথম আলো*। কিন্তু কেউ নাম প্রকাশ করতে চাননি। তিনজনেরই দাবি, জমি নিয়ে বিরোধ ও মামলা চলায় প্রভাব খাটিয়ে হাফিজুর রহমান খান মাত্র ৩ কোটি টাকায় কিনেছেন। কিন্তু জমির বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ১০ কোটি টাকা।

শাজাহান খানের বিপুল সম্পদের ব্যাপারে কথা বলতে তাঁর পরিবারের দায়িত্বশীল কাউকে পাওয়া যায়নি। স্থানীয় সূত্র জানায়, শাজাহান খানের দুই ভাই ও স্বজনদের অনেকে দেশত্যাগ করেছেন। শাজাহান খান ও তাঁর বড় ছেলে আসিবুর বর্তমানে কারাগারে।

ব্যবসা চালুর চেষ্টা

সরকার পতনের দিন বিকেলে মাদারীপুর সদরের কলেজগেট এলাকায় শাজাহান খানের বিলাসবহুল ১০ তলা বাসভবনে আগুন দেওয়া হয়। তখন হাফিজুর ও ওবায়দুর রহমান খানের মালিকানাধীন চারটি ভবন, দুটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, হোটেল ও রেস্তোরাঁয় অগ্নিসংযোগ করা হয়। তবে এর আগেই শাজাহান খান ও তাঁর ভাইয়েরা আত্মগোপনে চলে যান। সম্প্রতি তাঁদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও বিলাসবহুল বাড়িগুলো নতুন করে মেরামতের কাজ করছেন শ্রমিকেরা।

সার্বিক নামের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক গোপাল হালদার বলেন, 'মালিকপক্ষের নির্দেশনায় আমরা কাজ করছি। তাঁদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পরিবহন, পাম্প ও হোটেল চালু করেছি। বাসভবনগুলো থেকে পোড়া ময়লার স্তূপ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। চেষ্টা করছি নতুন করে আবার সবকিছু করার।'

৫ অক্টোবর মাদারীপুর সদরে সরেজমিনে দেখা যায়, ইতিমধ্যে সার্বিক পেট্রলপাম্প, পরিবহন ব্যবসা ও হোটেল চালু হয়েছে।

সচেতন নাগরিক কমিটির মাদারীপুরের সভাপতি খান মোহাম্মদ শহীদ *প্রথম আলো*কে বলেন, সাধারণ দৃষ্টিতেই শাজাহান খান ও তাঁর পরিবারের সম্পদ সবার চোখে দৃশ্যমান। ১৫ বছরে একজন জনপ্রতিনিধির এমন পরিবর্তনে সবাই বিস্মিত। কিন্তু ভয়ে কখনো কেউ কিছু বলেনি। শুধু শাজাহান খান নন, দেশে গত ১৫ বছরে জবাবদিহি ছিল না বলে দুর্নীতি ও অনিয়ম ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন জনপ্রতিনিধিদের আইনের আওতায় এনে বিচার নিশ্চিত ও রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্পদ জব্দের দাবি জানান তিনি।

> আপনি নিশ্চয় ভুয়া নির্বাচন কমিশন থেকে নির্বাচন করা হোক, সেটা চান না।

আসিফ নজরুল, আইন উপদেষ্টা
গতকাল একটি বেসরকারি টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে

সংক্ষেপে

মাছ ধরার ট্রলারসহ ৪৮ ভারতীয় জেলে আটক

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় অনুপ্রবেশ করে মাছ শিকার করা ভারতীয় ৪৮ জেলেকে আটক করেছে নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ড। এ সময় ভারতীয় তিনটি মাছ ধরার ট্রলার জব্দ করা হয়। আটক জেলেদের বিরুদ্ধে গতকাল শুক্রবার বাগেরহাটের মোংলা থানায় মামলা হয়েছে। এর আগে বৃহস্পতিবার বঙ্গোপসাগরে মোংলা বন্দরের ফেয়ারওয়ে বয়া-সংলগ্ন গভীর সাগর থেকে ট্রলার ও জেলেদের আটক করে কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনী। গতকাল সকালে তাঁদের মোংলা থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, ইলিশ সংরক্ষণে সাগরে ২২ দিনের মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা চলছে। তবে বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ জলসীমায় অনুপ্রবেশ করে মাছ শিকার করছিলেন আটক ভারতীয় জেলেরা। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের নিয়মিত টহল চলাকালে জাহাজের রাডারে সন্দেহজনক মাছ ধরার ট্রলারের উপস্থিতি লক্ষ করে। এ সময় তারা ওই ট্রলারের দিকে এগোতে থাকলে মাছ ধরার ট্রলারগুলো পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের সদস্যরা ধাওয়া করে তিনটি ভারতীয় ট্রলারকে বাংলাদেশের জলসীমার মধ্যে আটক করেন। এতে ভারতীয় মোট ৪৮ জন জেলে ছিলেন। মোংলা থানার ওসি মো. আনিসুর রহমান বলেন, আটক ট্রলার তিনটিতে ইলিশসহ বিভিন্ন প্রজাতির ২ হাজার ৭০০ কেজি সামুদ্রিক মাছ ছিল, যা নিলামের মাধ্যমে ৩ লাখ ২৫ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়েছে।
প্রতিনিধি, *বাগেরহাট*

পানি বিক্রি

প্লাস্টিকের পাত্রে পানি ভরে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করেন এই ব্যক্তি। গতকাল ফরিদপুরের কোমরপুরে। ছবি : প্রথম আলো

শিক্ষার্থী হত্যা মামলায় তাঁতী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় এক শিক্ষার্থী হত্যার মামলায় রাজধানীর সূত্রাপুর থানা তাঁতী লীগের সভাপতি মো. আবু সাঈদকে (৫৯) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার রাতে সূত্রাপুরে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঢাকা মহানগর পুলিশের গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ গতকাল এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষার্থী নাদিমুল হাসান এলেম হত্যার ঘটনায় তাঁর মা গত ১ সেপ্টেম্বর সূত্রাপুর থানায় একটি মামলা করেন। মামলার এজাহারে বলা হয়, ১৯ জুলাই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা সূত্রাপুর থানার শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারি কলেজ ও কবি নজরুল কলেজের সামনে মিছিল করছিলেন। এ সময় মিছিলরত ছাত্র-জনতার ওপর আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করেন। এতে শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্টগ্র্যাজুয়েট কলেজের শিক্ষার্থী নাদিমুল হাসান চোখে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। পুলিশ জানিয়েছে, এ মামলায় গোয়েন্দা তথ্য ও প্রযুক্তির সহায়তায় এজাহারভুক্ত আসামি আবু সাঈদকে গ্রেপ্তার করা হয়।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

৬৫ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাস করেননি একজনও

এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা

শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম। এসব প্রতিষ্ঠান কীভাবে চলে, সেটাও বড় প্রশ্ন।

মোশতাক আহমেদ, *ঢাকা*

শূন্য পাস প্রতিষ্ঠান

শিক্ষা বোর্ড	সংখ্যা
দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড	২০
রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড	১২
ঢাকা শিক্ষা বোর্ড	৮
কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড	৪
চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড	৫
ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ড	৪
যশোর শিক্ষা বোর্ড	৭
মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড	২
কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	৩

কলেজটির নাম নর্থ ওয়েস্টার্ন কলেজ। নাম দেখে মনে হতে পারে, বিদেশের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তবে ঢাকার এই নামের কলেজ থেকে এবারের এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলেন দুজন পরীক্ষার্থী। তবে দুজনেই অকৃতকার্য হয়েছেন।

কাগজপত্রে কলেজটির অবস্থান রাজধানীর শেওড়াপাড়ায়। বৃহস্পতিবার শেওড়াপাড়ায় গিয়ে পাওয়া গেল না কলেজের অস্তিত্ব। সেখানকার বেগম রোকেয়া সরণির যে ভবনে একসময় কলেজটি ছিল, সেখানে গেলে একাধিক ব্যক্তি জানালেন, একসময় এখানে কলেজটি ছিল। তবে কয়েক বছর আগেই কলেজ কর্তৃপক্ষ এখান থেকে চলে গেছে। কলেজটি শেওড়াপাড়া বাসস্ট্যান্ডের কাছের একটি ভবনে গেছে। তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী ওই ভবনে গেলে সেখানকার একজন কর্মী জানান, কলেজটি এখন আর কার্যক্রমে নেই। এর বেশি কিছু বলতে পারেননি তিনি।

শুধু এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, মঙ্গলবার প্রকাশিত এ বছরের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় সারা দেশ থেকে কলেজ ও মাদ্রাসা মিলিয়ে ৬৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে একজন শিক্ষার্থীও পাস করতে পারেননি; যা গতবারের চেয়ে ২৩টি বেড়েছে। গতবার এমন প্রতিষ্ঠান ছিল ৪২টি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম। কোনোরকমে এসব প্রতিষ্ঠান চলছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কীভাবে চলে, সেটাও বড় প্রশ্ন।

আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তপন কুমার সরকার বলেন, সব সময়ই শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিহ্নিত করে তাদের মানোন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। যারা মানোন্নয়ন করতে পারে না, তাদের পাঠদান বা একাডেমিক স্বীকৃতি বাতিলের ব্যবস্থা করা হয়।

পড়াশোনায় যা-তা অবস্থা

এবার মোট শূন্য পাস করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীন কলেজ আছে আটটি। এর মধ্যে নরসিংদী সদর উপজেলার রাজাদী চিনিশপুর হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এ বছর মাত্র দুজন শিক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। দুজনই অকৃতকার্য হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার সকালে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গেলে দেখা যায়, ফটকে ও ভবনের সাইনবোর্ডে লেখা 'রাজাদী চিনিশপুর হাইস্কুল'। 'কলেজ' শব্দটি নেই। প্রতিষ্ঠানটির মাঠে ফুটবল খেলতে দেখা যায় জনাবিশেক কিশোরকে। তারা কেউই বলতে পারল না, এখানে কলেজ শাখা আছে কি না।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গেছে, গত বছর কলেজ পর্যায়ে পাঠদানের অনুমতি পায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি। অনুমতি পাওয়ার পরও কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি না হওয়ায় স্থানীয় দুজন অনিয়মিত শিক্ষার্থীকে ধরে এনে রেজিস্ট্রেশন করানো হয়। তাঁরা দুজন আগে অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হয়েছিলেন। রেজিস্ট্রেশন করার পর পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার আগপর্যন্ত তাঁদের কোনো ক্লাস করানো হয়নি। এমনকি কলেজ পর্যায়ে কোনো শিক্ষকও নিয়োগ দেওয়া হয়নি।

প্রতিষ্ঠানটির প্রধান শিক্ষক আবু বকর সিদ্দিক জানালেন, নতুন কলেজে কেউ ভর্তি হতে চায় না, তাই ধরে এনে অনিয়মিত দুই শিক্ষার্থীকে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'দুজনই অকৃতকার্য হওয়ায় আমরা লজ্জিত ও মর্মাহত। শিক্ষার্থী না পাওয়ায় আমরা কলেজ পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টিও নিশ্চিত করতে পারিনি।'

মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডের চিত্র

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন দুটি মাদ্রাসা থেকে এবার কেউ পাস করতে পারেননি। এর মধ্যে একটি হলো পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলার তাফালবাড়িয়া হোসাইনিয়া আলিম মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসা থেকে এবারের আলিম পরীক্ষায় চারজন পরীক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু কেউ পাস করতে পারেননি। আরেকটি হলো রাজশাহীর পুঠিয়া ধোকড়াকুল আলিম মাদ্রাসা। এখান থেকে মাত্র একজন পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তবে পাস করতে পারেননি। দুটি মাদ্রাসাই এমপিওভুক্ত। মানে, এই মাদ্রাসার শিক্ষকেরা সরকার থেকে মূল বেতনসহ আরও কিছু ভাতা পান।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কেউ পাস করেননি। এর মধ্যে দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে একজন করে এবং আরেকটিতে ছয়জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন।

দিনাজপুর বোর্ডে শূন্য পাস শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেশি

সবচেয়ে বেশি শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠান দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের অধীন। এই বোর্ডের আওতাধীন ২০টি কলেজ থেকে কেউ পাস করেননি। এসব কলেজের প্রতিটিতে একজন থেকে সর্বোচ্চ আটজন করে পরীক্ষার্থী ছিলেন। যেমন ঠাকুরগাঁও কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলেন একজন পরীক্ষার্থী; কিন্তু পাস করতে পারেননি।

এ ছাড়া রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীন ১২টি, কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের ৪টি, চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের ৫টি, ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডের ৪টি ও যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীন ৭টি কলেজ থেকে কেউ পাস করতে পারেননি।

এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে করণীয় জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক এস এম হাফিজুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, প্রতিবছরই এমনটি হয়ে থাকে। তাই এ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে উদাহরণ তৈরি করার মতো পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। প্রতিষ্ঠান বন্ধ না করে এগুলোকে উন্নয়নের চেষ্টা করতে হবে। তবে যথাযথ পরিদর্শন ও তদন্ত করে যদি দেখা যায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রয়োজনের চেয়ে প্রতিষ্ঠান বেশি, তাহলে সেগুলোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

[তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন *প্রথম আলোর নরসিংদী* **প্রতিনিধি প্রণব কুমার দেবনাথ**]

ফানুস ফানুস ওড়ানো হচ্ছে বান্দরবানের বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের 'ওয়াগ্যোয়াই পোয়ে' মঙ্গল রথযাত্রায়। গতকাল সন্ধ্যা ছয়টায় মারমা বাজার এলাকায়। ছবি : মংহাইসিং মারমা

দুই শিশুসহ তিন ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু, হাসপাতালে ৪১১

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে দেশে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে দুটি কন্যাশিশু। মারা যাওয়া অপরজন পুরুষ।

গতকাল শুক্রবার সকাল আটটা থেকে আগের ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যুর এ ঘটনা ঘটে। এ সময় ডেঙ্গু নিয়ে নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৪১১ জন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ অ্যান্ড ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

বিজ্ঞপ্তির তথ্য অনুসারে, রোগীদের মধ্যে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ২৫৯ জন ও ঢাকার বাইরের হাসপাতালগুলোতে ভর্তি হয়েছেন ১৫২ জন। আর ওই তিনজনের মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকার হাসপাতালে দুজনের ও চট্টগ্রাম বিভাগের একটি হাসপাতালে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চলতি বছর এখন পর্যন্ত ২৩৭ ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে, যাঁদের মধ্যে ৪৭ দশমিক ৩ শতাংশ পুরুষ এবং ৫২ দশমিক ৭ শতাংশ নারী। আর চলতি বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর সংখ্যা ৪৭ হাজার ৪৬১। এর মধ্যে ৬৩ দশমিক ২ শতাংশ পুরুষ এবং ৩৬ দশমিক ৮ শতাংশ নারী। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৮০ জনসহ এ পর্যন্ত হাসপাতাল থেকে ছাড় পেয়েছেন ৪৩ হাজার ৪১৫ ডেঙ্গু রোগী।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ সংক্রমণ ও মৃত্যু হয় গত বছর। তখন ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। আর মৃত্যু হয় ১ হাজার ৭০৫ জনের। গত বছরের সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি ৩৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই সময় ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৭৯ হাজার ৫৯৮ জন।

সাগরে লঘুচাপ, পরিণত হতে পারে নিম্নচাপে

আবহাওয়া পরিস্থিতি

পশ্চিমা লঘুচাপের প্রভাবে যে বৃষ্টি হয়েছে, তা আজও দেশের কোথাও কোথাও অব্যাহত থাকতে পারে।

- অক্টোবর-নভেম্বর—এই দুই মাসে বঙ্গোপসাগরে এক বা একাধিক ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়।
- এ সময়ের ঘূর্ণিঝড়গুলো বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

বর্ষা বিদায় নিয়েছে। অর্থাৎ মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে চলে গেছে। প্রকৃতিতে ছড়িয়ে পড়ছে হেমন্তের রেশ। কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ রাজধানীতে ঝুম বৃষ্টি নামল। যশোরে বৃষ্টি চলেছে সারা দিন। সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত সেখানে ১১৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। দেশের অন্যান্য স্থানেও ঠান্ডা বাতাসের পরশ লেগেছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, আগামী দু-এক দিন হঠাৎ হঠাৎ ঝুম বৃষ্টি নামতে পারে।

এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, বঙ্গোপসাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে, তা আজ শনিবার বা আগামীকাল রোববারের মধ্যে নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে।

গতকাল শুক্রবার ভরদুপুরে রাজধানীতে হঠাৎ বৃষ্টি নামে। বন্ধের দিন হওয়ায় নগরবাসী বাইরে খুব একটা বের হননি। যাঁরা বের হয়েছিলেন, অপ্রস্তুত অবস্থায় তাঁদের ভিজতে হয়েছে। বৃষ্টিতে কোথাও কোথাও রাস্তার পাশে পানি জমে থাকতে দেখা যায়।

আবহাওয়াবিদেরা বলছেন, মূলত পশ্চিমা লঘুচাপের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে। আগামী দু-এক দিন বৃষ্টি চলতে পারে। মৌসুমি বায়ু বিদায় নিলেও বাতাস শুষ্ক হয়নি। বৃষ্টিতে ছিল ওই বাতাস ও মেঘের প্রভাবও।

আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, বছরের অন্য সময়গুলোর তুলনায় এ সময়টাতে সাগর কিছুটা ঠান্ডা থাকে। এতে লঘুচাপ সৃষ্টি হওয়ার পর তা নিম্নচাপ ও পরবর্তী সময়ে ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। অবশ্য সর্বশেষ এই লঘুচাপ আদৌ ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত করেননি আবহাওয়াবিদেরা।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মনোয়ার হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, পশ্চিমা লঘুচাপের প্রভাবে যে বৃষ্টি হয়েছে, তা আজ শনিবার দেশের কোথাও কোথাও অব্যাহত থাকতে পারে। তবে লঘুচাপটি নিম্নচাপ বা ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। এ জন্য পরবর্তী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, অক্টোবর-নভেম্বর—এই দুই মাসে বঙ্গোপসাগরে এক বা একাধিক ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়। এ সময়ের ঘূর্ণিঝড়গুলো বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে। বিশেষ করে বাংলাদেশ উপকূল থেকে দূরে যদি কোনো লঘুচাপ ও নিম্নচাপ তৈরি হয়, তা ধীরে ধীরে শক্তি অর্জন করে। এতে উপকূলের দিকে আসতে আসতে তা শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

এটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিলে এর নাম হতে পারে 'ডানা'। তবে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত আবহাওয়া অধিদপ্তর এ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করে না।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আবহাওয়া পূর্বাভাস মডেল থেকে প্রাপ্ত সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুসারে, সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়টি ২৪ অক্টোবর দুপুরের পর থেকে ২৫ অক্টোবর সন্ধ্যার মধ্যে উপকূলে আঘাত হানতে পারে। সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়টি পশ্চিমবঙ্গ ও খুলনা বিভাগের ওপর দিয়ে স্থলভাগে আঘাত হানতে পারে।

মৎস্য শিকার টিকিট কেটে পুকুরে মাছ শিকারে নেমেছেন শৌখিন মৎস্যশিকারিরা। বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা এসব ব্যক্তি সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত মাছ শিকার করেন। গতকাল ফরিদপুরের বদরপুরে। ছবি : আলীমুজ্জামান

আরিশের চোখে গুলি, শেষ হয়ে গেল পাইলট হওয়ার স্বপ্ন

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান

সরকারি কোনো সহযোগিতা না পাওয়ার কথা জানায় আরিশ। উন্নত চিকিৎসার জন্য আবেদন তার।

মোস্তাফিজুর রহমান, *ময়মনসিংহ*

আরিশ আহমেদ। ছবি : সংগৃহীত

ছোটবেলায় উড়োজাহাজ ওড়া দেখে আরিশ আহমেদের মনে স্বপ্ন জাগে, বড় হয়ে সে পাইলট হবে। সেই আশায় বুক বেঁধে পড়াশোনা করছিল সে; কিন্তু এখন তার সেই স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে। কারণ, ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশ নিতে গিয়ে তার ডান চোখ গুলিবিদ্ধ হয়েছে। এখন সে আর এই চোখে দেখতে পায় না।

আরিশ আহমেদের (১৫) বাড়ি ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার কুশমাইল ইউনিয়নের কুশমাইল গ্রামে। সে সেখানকার কৃষক আশরাফুল ইসলামের ছেলে। এক ভাই ও এক বোনের মধ্যে ছোট আরিশ ফুলবাড়িয়া উপজেলার শহীদ স্মৃতি স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

স্বজনেরা জানান, ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে ৪ আগস্ট ফুলবাড়িয়া উপজেলার আছিম-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ইব্রাহীম মার্কেট এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয় আরিশ। চোখ, মাথা, মুখসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ১৩টি ছররা গুলি লাগে তার। তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে ঢাকার সিএমএইচে চোখে অস্ত্রোপচার করা হলেও ডান চোখের দৃষ্টিশক্তি আর ফেরেনি আরিশের।

গতকাল শুক্রবার সকালে আরিশ আহমেদের সঙ্গে কথা হয় ময়মনসিংহ নগরের জয়নুল আবেদিন উদ্যান এলাকায়। সে *প্রথম আলো*কে বলে, '২৩ জুলাই থেকে আমি আন্দোলনে অংশ নিতে থাকি। ৪ আগস্ট গণিত প্রাইভেট পড়া শেষে বাড়িতে বই রেখে ভাত খেয়ে আন্দোলনে যোগ দিই। বেলা তিনটা থেকে সাড়ে তিনটার দিকে একদিকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা; অন্যদিকে পুলিশ, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। আমরা এগোতে চাইলে তাঁরা কাঁদানে গ্যাসের শেল ও ছররা গুলি ছুড়তে শুরু করে। দৌড়াতে শুরু করলে দেখি, চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। ধীরে ধীরে শরীর নিস্তেজ হতে শুরু করে।'

আরিশ বলল, 'বাবা মানুষের কাছ থেকে ধার করে চিকিৎসা করাচ্ছেন, ঘরে ধান ছিল তা বিক্রি করেছেন।' চোখে আটকে থাকা গুলিতে সব সময় ব্যথা হয় বলে উল্লেখ করে আরিশ।

পাইলট হওয়ার স্বপ্ন ছিল জানিয়ে আরিশ বলে, 'এখন আর পাইলট হওয়া যাবে না। সরকারের কাছে চাওয়া, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁদের যেন উন্নত চিকিৎসা দেওয়া হয়। যদি দেশের বাইরে নিতে হয়, তাহলে যেন তা-ই করা হয়।'

বাবা আশরাফুল ইসলাম বলেন, 'ছোটবেলায় আকাশে বিমান উড়তে দেখে ছেলে বলত, ওটা কী? আমি বলতাম, উড়োজাহাজ। ছেলে জানতে চাইত—এটা কে চালায়, আমি বলতাম মানুষে চালায়। ছেলে বলত, বড় হয়ে, পাইলট হয়ে বিমান চালাব; কিন্তু আমাদের সব শেষ হয়ে গেছে।'

আশরাফুল ইসলাম আরও বলেন, দুটি গুলি আরিশের ডান চোখের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে। গুলি বের করতে হলে চোখে অস্ত্রোপচার করতে হবে। তবে তাতে দৃষ্টি ফেরার সম্ভাবনা নেই বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হামলা ও গুলির ঘটনায় আরিশের বাবা গত বৃহস্পতিবার ময়মনসিংহ আদালতে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলার আবেদন করেছেন। মামলায় আসামি হিসেবে ফুলবাড়িয়া আসনের আওয়ামী লীগের সদ্য সাবেক সংসদ সদস্য আবদুল মালেক সরকার, থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাশেদুজ্জামান, পুলিশের ৪ উপপরিদর্শকসহ ৩৫ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। অজ্ঞাতপরিচয়ের আসামি করা হয়েছে ১৫০ জনকে।

পুলিশ সূত্র জানায়, মামলার আবেদন আমলে নিয়ে ফুলবাড়িয়া থানাকে তদন্ত করে প্রতিবেদন দিতে বলেছেন আদালত।

গাড়িতে গ্যাস ভরার সময় বিস্ফোরণে মৃত্যু

ঢাকার ধামরাই

বিস্ফোরণে মাইক্রোবাসটি দুমড়েমুচড়ে যায়। মাইক্রোবাসের পাশেই ছিল একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা। এটির চালকও আহত হন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার*

ঢাকার ধামরাইয়ে মাইক্রোবাসে গ্যাস নেওয়ার সময় বিস্ফোরণের ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ধামরাইয়ের ঢুলিভিটা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানিয়েছে, বিস্ফোরণে মারা যাওয়া ব্যক্তির নাম ফারুক হোসেন (৫০)। তাঁর বাড়ি ধামরাইয়ের নান্নার ইউনিয়নের ধাইরা এলাকায়। ফারুক হোসেন রেন্ট-এ-কার (ভাড়ায় গাড়ি) ব্যবসায়ী ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ঢুলিভিটা বাসস্ট্যান্ডের পাশে এন এন নামের সিএনজি অ্যান্ড রিফুয়েলিং স্টেশনে বিস্ফোরণের এ ঘটনা ঘটে। মাইক্রোবাস নিয়ে গতকাল সকালে স্টেশনটিতে গ্যাস নিতে যান ফারুক হোসেন। গ্যাস নেওয়ার সময় মাইক্রোবাসের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন ফারুক। একপর্যায়ে বিকট শব্দে গাড়ির পেছনের দিকে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ফারুকের।

মাইক্রোবাসে থাকা সিলিন্ডার বিস্ফোরণেই ফারুকের মৃত্যু হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বিস্ফোরণে মাথায় গুরুতর আঘাত পান ফারুক। গাড়িটি বিস্ফোরণে দুমড়েমুচড়ে যায়। মাইক্রোবাসের পাশেই ছিল একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা। বিস্ফোরণে অটোরিকশাটির চালক আহত হন। তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনটির ব্যবস্থাপক মো. সাইদ *প্রথম আলো*কে বলেন, গাড়িটির সিলিন্ডারে গ্যাস দেওয়া হচ্ছিল। লাইনে গ্যাসের চাপও খুব বেশি ছিল না। গ্যাস দেওয়ার সময় বিস্ফোরণ ঘটে।

ফারুকের পরিচিত স্থানীয় রেন্ট-এ-কার ব্যবসায়ীরা বলছেন, মাইক্রোবাসটির জ্বালানি ছিল মূলত তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলপিজি)। নিয়মবহির্ভূতভাবে গাড়িতে সিএনজি সিলিন্ডার বসানো হয়।

ফারুকের সঙ্গে ভাড়ায় গাড়ির ব্যবসা করতেন ধামরাইয়ের ইসলামপুর এলাকার মো. আশরাফ। তিনি গতকাল রাতে *প্রথম আলো*কে বলেন, মাইক্রোবাসটি ছিল ফারুকের এক বন্ধুর। মাইক্রোবাসটির জ্বালানি হিসেবে এলপিজি ব্যবহারের ব্যবস্থা করা ছিল। কিন্তু বিশেষজ্ঞ কারও পরামর্শ ছাড়া ফারুক হোসেন সেই এলপিজি সিলিন্ডারকে গ্যাস সিলিন্ডারে রূপান্তর করে গতকাল গাড়িতে গ্যাস নিতে যান।

২০ বছরের বেশি সময় ধরে ফারুক রেন্ট-এ-কারের ব্যবসা করছেন বলে জানান সাইফুল ইসলাম নামের আরেক ব্যবসায়ী।

নিহত ফারুক হোসেনের মরদেহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে জানিয়ে ধামরাই থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোখলেছুর রহমান বলেন,এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

ফারুক হোসেনের ছোট ভাই মোহাম্মদ হাবু হোসেন গতকাল রাতে *প্রথম আলো*কে বলেন, ভাইয়ের মৃত্যুর খবর শুনে তাঁর বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

মারমা কিশোরী ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ২ | বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে বৃহস্পতিবার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী মারমা কিশোরী ধর্ষণের ঘটনায় দুজন গ্রেপ্তার। প্রতিনিধি, বান্দরবান

শুধু বাজারেই নয়, সব জায়গায় সিন্ডিকেট আছে

বললেন জামায়াতের আমির

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

বিগত স্বৈরশাসকের জুলুমের বোঝার ভার জাতিকে এখনো বহন করতে হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, এখনো বাজারে গেলে মানুষের চোখ অন্ধকার হয়ে আসে সিন্ডিকেটের কারণে। আওয়ামী লীগের আমলে গড়া সিন্ডিকেট এখনো সরকার ভাঙতে পারেনি। শুধু বাজারেই সিন্ডিকেট নয়, অফিস-আদালত-বাহিনী, সব জায়গায় সিন্ডিকেট আছে।

গতকাল শুক্রবার সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামায়াতের সদস্য সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শফিকুর রহমান এ কথাগুলো বলেন।

এই জাতি যে পরিবর্তন আশা করেছিল, সেই পরিবর্তন-সংস্কার এখনো হয়ে ওঠেনি মন্তব্য করে শফিকুর রহমান বলেন, 'যাঁরা দেশের দায়িত্বে আছেন, দেশের জনগণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে তাঁদের এ দায়িত্ব দিয়েছে। আমরা তাঁদের বলব, ১৮ কোটি মানুষকে সম্মান করতে হবে। সব জঞ্জাল পরিষ্কার করার জন্য সাহসিকতার সঙ্গে আপনাদের এগিয়ে যেতে হবে।'

নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ইলিশ ধরা চলছে, ৮৪ জেলের কারাদণ্ড

ইলিশ

১৩ অক্টোবর থেকে ২২ দিনের জন্য দেশের বিভিন্ন নদ-নদীতে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

প্রথম আলো ডেস্ক

সরকারি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বিভিন্ন নদ-নদীতে ধরা হচ্ছে ইলিশ। এ মাছ শিকার বন্ধে অভিযানও পরিচালনা করছে স্থানীয় প্রশাসন। এর মধ্যে ইলিশ ধরার অপরাধে গত কয়েক দিনে বরিশালে ৬১, ঢাকার দোহারে ১৮ ও সিরাজগঞ্জে ৫ জেলেকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

ইলিশের প্রজনন নির্বিঘ্ন করতে গত ১৩ অক্টোবর থেকে ২২ দিনের জন্য দেশের বিভিন্ন নদ-নদীতে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

গত পাঁচ দিনে বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন নদ-নদীতে অভিযান চালিয়ে ৬১ জেলেকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। জরিমানা করা হয়েছে ১০৪ জেলেকে। জরিমানা আদায় হয়েছে ৭ লাখ ৮৪ হাজার ৫০০ টাকা।

সিরাজগঞ্জ জেলার সদর, কাজীপুর, বেলকুচি, চৌহালী ও শাহজাদপুরে যমুনা নদীতে অভিযান পরিচালনা করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসন। গত পাঁচ দিনে সেখানে পাঁচ জেলেকে সাত দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গত কয়েক দিনে ৫৭টি অভিযান ও ১২টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এতে ১৬টি মামলা, ১৬ হাজার ৭০০ টাকা জরিমানা ও প্রায় ১ দশমিক ৫৭ লাখ মিটার অবৈধ জাল জব্দ করে ধ্বংস করা হয়েছে।

দোহার উপজেলায় পদ্মা নদীতে মাছ ধরার অপরাধে গতকাল শুক্রবার ১৮ জনকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

ভ্রাম্যমাণ আদালত ও দোহারের কুতুবপুর নৌ পুলিশ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার মুকসুদপুর, নারিশা, মেঘুলা বাজার ও মৈনট ঘাটসংলগ্ন পদ্মা নদীতে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান পরিচালনা করা হয়। কারেন্ট জাল দিয়ে ইলিশ মাছ শিকারের সময় বিভিন্ন স্থান থেকে ওই জেলেদের আটক করা হয়। তাঁদের প্রত্যেককে ১৯ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

'আমার দেশ' প্রকাশে সরকারের সহযোগিতা চান মাহমুদুর রহমান

বাসস, *ঢাকা*

আমার দেশ পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক মাহমুদুর রহমান জাতীয় দৈনিকটি আবারও প্রকাশে সরকারের সহায়তা চেয়েছেন। গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে পত্রিকাটি ছাপার প্রস্তুতি চলছে।

২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল সকালে পুলিশ *আমার দেশ*-এর কার্যালয়ে ঢুকে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে আটক করে নিয়ে যায়। এরপর ১৪ এপ্রিল থেকে পত্রিকাটির প্রকাশনাও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সংবাদ সম্মেলনে মাহমুদুর রহমান বলেন, ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনা সরকার *আমার দেশ*-এর ছাপাখানা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছে। ছাপাখানার প্রিন্টিং মেশিনের ২৫ কোটি এবং পত্রিকাটির অন্যান্য উপকরণ হারানোর ১০ কোটি টাকাসহ মোট ৩৫ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

মাহমুদুর রহমান বলেন, নতুন ছাপাখানা বসাতে এবং দৈনিকটি নতুন করে প্রকাশের প্রস্তুতি নিতে সময় লাগবে। তবে দেশের বিরুদ্ধে চলমান ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় *আমার দেশ* পত্রিকার প্রয়োজন রয়েছে।

বায়তুল মোকাররমের নতুন খতিব মুফতি আবদুল মালেক

বাসস, *ঢাকা*

আবদুল মালেক

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে নতুন খতিব হিসেবে মুফতি আবদুল মালেককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে তাঁকে জাতীয় মসজিদের খতিব হিসেবে নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়।

মুফতি আবদুল মালেক দেশ-বিদেশের প্রসিদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইসলামিক স্টাডিজ, হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রের ওপর উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি বাংলা, আরবি, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় মোট ১৬টি বই লিখেছেন। ইসলামি চিন্তাবিদ মুফতি বিচারপতি তাকি ওসমানী নতুন খতিব মুফতি আবদুল মালেকের শিক্ষক। আরব বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদ ও সৌদি আরবের রিয়াদে অবস্থিত ইমাম মোহাম্মদ ইবনে সাউদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের উসুলুদ্দিন অনুষদের অধ্যাপক শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহের অধীনে তিনি দুই বছর হাদিস ও ইসলামি আইন বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা পরিচালনা করেছেন।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কল্পনাপ্রসূত : আ. লীগ

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

গণহত্যার অভিযোগে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারিকে কল্পনাপ্রসূত বলে দাবি করেছে দলটি।

গতকাল শুক্রবার রাতে আওয়ামী লীগের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্টে এ দাবি করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের জন্য বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন করেছিলেন জানিয়ে পোস্টে বলা হয়, শেখ হাসিনার সরকার মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। জাতির অঙ্গীকার পূরণে এই আইনের আওতায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছিল। এই বিচার সারা পৃথিবীতে প্রশংসিত হয়েছিল।

আওয়ামী লীগ বলেছে, সেই বিচারপ্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য এবং শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এক ঘৃণ্য প্রতিশোধ নেওয়ার লক্ষ্যে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি এবং অসাংবিধানিক ও অবৈধ তথাকথিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কাল্পনিক তথ্যের ভিত্তিতে গণহত্যার মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করে। আইনের শাসনের সব নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তারা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে।

সাহায্যের আবেদন

হৃদ্‌রোগ ও কিডনির রোগী জুবেদার জন্য দরকার অর্থসহায়তা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জুবেদা খাতুন

গাজীপুরের বাসিন্দা জুবেদা খাতুন (৫৫) দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ রক্তচাপ, পিত্তথলিতে পাথর, হৃদ্‌রোগ (হার্টে তিনটি ব্লক) ও কিডনির রোগে আক্রান্ত।

পিত্তথলিতে পাথরের কারণে জুবেদা খাতুনের পেটে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। চিকিৎসকেরা বলছেন, আগে তাঁর হার্টে রিং বসাতে হবে। এরপর পিত্তথলির অস্ত্রোপচার করা যাবে। কিন্তু টাকার অভাবে কোনোটিই সম্ভব হয়নি।

এর মধ্যে হঠাৎ জুবেদা খাতুনের হাত-পা ফুলে যায়। হাসপাতালে ভর্তির পর তাঁর কিডনির রোগ ধরা পড়ে। চিকিৎসকেরা বলেছেন, হয় তাঁর ডায়ালাইসিস করতে হবে, না হয় কিডনি প্রতিস্থাপন করতে হবে।

দীর্ঘদিন ধরে জুবেদা খাতুনের চিকিৎসার খরচ বহন করছেন একমাত্র ছেলে। তিনি পেশায় একটি বেসরকারি কলেজের শিক্ষক। মায়ের চিকিৎসার খরচ জোগাড় করতে গিয়ে তিনি প্রায় নিঃস্ব। এমন পরিস্থিতিতে মায়ের উন্নত চিকিৎসার জন্য হৃদয়বান ও বিত্তবান মানুষের সহযোগিতা কামনা করছেন তিনি।

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা : জুবেদা খাতুন, হিসাব নম্বর : ২৫৮১৫৮০০৩০১৩২, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। বিকাশ ও নগদ নম্বর : ০১৭০৮৭১৬৬২২।

বিদ্যুৎকেন্দ্র দেশি, চুক্তি ডলারে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। দরপত্র না হওয়ায় বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে হয়নি। এ আইনের অধীন করা চুক্তি নিয়ে আদালতত যাওয়া যায় না। ফলে এটি দায়মুক্তি আইন নামে পরিচিত। সীমিত সময়ের জন্য আইনটি করেও তার মেয়াদ দফায় দফায় বাড়িয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার দায়মুক্তি আইনের অধীন কোনো ক্রয় চুক্তি করছে না। কিন্তু এর আগেই বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা চাহিদার তুলনায় অনেক বাড়িয়ে ফেলা হয়েছে। এখন বিদ্যুৎকেন্দ্র কাজে না লাগলেও কেন্দ্রভাড়া দিতে হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভাড়া পরিশোধে পিডিবির খরচ হয়েছে ২৫ হাজার কোটি টাকার বেশি।

বেসরকারিতে চুক্তি ডলারে

সরকারি-বেসরকারি সব বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ কিনতে ক্রয় চুক্তি করে পিডিবি। দেশে বর্তমানে ১৪৪টি বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু আছে। এর মধ্যে সরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্র ৬২টি। যৌথ উদ্যোগে চালু বিদ্যুৎকেন্দ্র দুটি। আর বাকি ৮০টি বেসরকারি খাতে নির্মিত।

পিডিবি সূত্র জানিয়েছে, বেসরকারি খাতের ৯০ শতাংশের বেশি বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিল পুরোটাই ডলারে হিসাব করে পরিশোধ করা হয়। ডলারের দাম যত বাড়ে, ততই লাভবান হন বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালিকেরা। আর সরকারের খরচ বাড়ে।

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতেই ডলারে বিদ্যুৎ কেনার চুক্তি করা হয়েছে। এটি আন্তর্জাতিক রীতি। বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের প্রায় ৭০ শতাংশ খরচ হয় আমদানিতে। পিডিবির কর্মকর্তারা বলছেন, অধিকাংশ বিদ্যুৎকেন্দ্রের সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে দরপত্র ছাড়া। সেখানে আগ্রহ বাড়ানো বা প্রতিযোগিতার কোনো বিষয়ই ছিল না। অধিকাংশ বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালিকানা দেশি ব্যবসায়ীদের হাতে। বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে সব যন্ত্রপাতি শুরুতেই আমদানি করা হয়। তাই পরবর্তী সময়ে সেসবের ব্যয় বৃদ্ধির কোনো সুযোগ নেই।

বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিলে মূলত দুটি অংশ থাকে। এর একটি স্থায়ী খরচ, যা কেন্দ্রভাড়া (ক্যাপাসিটি চার্জ) নামে পরিচিত। আরেকটি অংশ জ্বালানি ও পরিচালন খরচ, যা জ্বালানির দামের ওপর ভিত্তি করে বাড়ে বা কমে। কেন্দ্রভাড়ার অংশটি চুক্তিতে নির্ধারিত থাকে। বিদ্যুৎ উৎপাদন করলেও এটি দিতে হয়, না করলেও এটি দিতে হয়।

কেন্দ্রভাড়ার বিলে দুটি অংশ—স্থির ব্যয় ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়। স্থির ব্যয়ের মধ্যে মূলত জমির মূল্য, ব্যাংকঋণের সুদ ও আসল ধরা হয়। এ ক্ষেত্রে নিয়মিত ব্যয় হেরফেরের সুযোগ নেই। রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে মেরামত, বেতন-ভাতাসহ পরিচালন খরচ, বিশেষজ্ঞ খরচ, বিমা ইত্যাদি থাকে। এ ক্ষেত্রে ব্যয় কিছুটা পরিবর্তিত হতে পারে।

পিডিবির কর্মকর্তারা হিসাব করে দেখিয়েছেন, দেশি মালিকানার ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ইউনিটপ্রতি দামে কেন্দ্রভাড়ার স্থির ব্যয়ের অংশটি ডলারের বদলে টাকায় ধরা হলে সরকারের ৮-১০ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। পিডিবির সব বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্ষেত্রে এভাবেই বিদ্যুৎ বিল হিসাব করা হয়।

দেশি উদ্যোক্তারা দেশি অর্থে জমি কিনে এবং দেশি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করেছেন। মানে হলো বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণে সব খরচই হয়েছে টাকায়। কিন্তু বিল পরিশোধ করা হচ্ছে ডলারে হিসাব করে।

সৌরচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্ষেত্রে সব চুক্তিই ডলারে করা হয়েছে। নতুন মহাপরিকল্পনা অনুসারে সৌরচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। সৌরবিদ্যুতের ক্ষেত্রে জমির খরচ অনেক। জমি কেনা হয় টাকায়। বিশ্লেষকেরা মনে করেন, জমির দাম ডলারে ধরে বিদ্যুতের ইউনিটপ্রতি দর নির্ধারণের যুক্তি নেই।

পিডিবির চেয়ারম্যান মো. রেজাউল করিম ৭ অক্টোবর *প্রথম আলো*কে বলেন, পিডিবির খরচ সাশ্রয়ে সবকিছুই যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। খরচ কমানোই এখন অগ্রাধিকার। তবে চুক্তি সংশোধনের ক্ষেত্রে নানা শর্তের বিষয় আছে। এগুলো দেখা হচ্ছে। এ ছাড়া চুক্তি পর্যালোচনায় সরকার গঠিত পর্যালোচনা কমিটি কাজ করছে।

অন্তর্বর্তী সরকার গত সরকারের সময় বিশেষ আইনে করা সব চুক্তি পর্যালোচনা করতে একটি কমিটি করেছে। সূত্র জানিয়েছে, কমিটি প্রাথমিকভাবে ১১টি বিদ্যুৎকেন্দ্রের তথ্য নিয়েছে। সেই তথ্য যাচাই করার পর সব বিদ্যুৎকেন্দ্রের তথ্য চেয়েছে তারা।

'যৌক্তিকতা নেই'

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার যখন ক্ষমতায় আসে, তখন দেশে বিদ্যুৎ-সংকট ছিল চরমে। সে সংকট দূর করার জন্য দায়মুক্তি আইনে বিদ্যুৎকেন্দ্র করার অনুমতি দেওয়া হয়। সরকারঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী, আওয়ামী লীগের নেতা ও বিভিন্ন দেশ বিদ্যুৎকেন্দ্র করার অনুমতি পায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সংকট পুঁজি করে আওয়ামী লীগ সরকার বিদ্যুৎ খাতে দেশ ও মানুষের স্বার্থবিরোধী এবং ব্যবসায়ীদের স্বার্থের অনুকূলে অনেক চুক্তি করেছে। তারা বিদ্যুৎ খাতকে এমন অবস্থায় নিয়ে গেছে, যা পুরো অর্থনীতিকে ঝুঁকিতে ফেলেছে। বছরে ৪০ হাজার কোটি টাকার মতো ভর্তুকি দিতে হচ্ছে খাতটিকে। তারপরও জ্বালানির অভাবে লোডশেডিংয়ে ভুগতে হয় মানুষকে।

প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পিডিবির এখন খরচ হয় প্রায় ১১ টাকা। এখন তারা এটি পাইকারি পর্যায়ে বিক্রি করছে ৭ টাকা ২ পয়সায়। ফলে বিপুল লোকসান হচ্ছে সংস্থাটির। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংস্থাটির লোকসান হয়েছে ৪৩ হাজার ৫৩৯ কোটি টাকা।

বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম *প্রথম আলো*কে বলেন, ডলারের দাম ওঠানামার সঙ্গে যেসব খরচের সম্পর্ক নেই, সেটা ডলারে হিসাব করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। তিনি বলেন, আসলে দরপত্র ছাড়া দুর্বল চুক্তি করে ব্যবসায়ীদের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এতে পিডিবি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ডলারের দাম বাড়ায় পিডিবির ক্ষতি আরও বেড়েছে। বৈষম্যমূলক এসব চুক্তি পর্যালোচনা করে পিডিবির ক্ষতি দূর করার ব্যবস্থা করতে পারে সরকার।

ডিমের দাম কমছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকার-নির্ধারিত দরে সরাসরি আড়তে দিচ্ছে ১০-১৫ শতাংশ। সেটিকে বাড়িয়ে ৩০-৩৫ শতাংশ করতে হবে। বাকি ডিমও সরকার-নির্ধারিত দরে বিক্রির জন্য কোম্পানিগুলোকে বাধ্য করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, কাপ্তানবাজারে অন্য কোনো অঞ্চলের ডিম এখনো আসছে না। টাঙ্গাইল, পাবনা ও কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের ডিম এখনো ১১ টাকা ২০ পয়সা থেকে ১১ টাকা ৩০ পয়সায় বিক্রি হচ্ছে। পরিস্থিতির উন্নতি হতে আরও কয়েক দিন লাগবে।

উৎপাদক কোম্পানিগুলো প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিম সরবরাহ করছে না কেন—জানতে চাইলে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ঢাকা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আবদুল জব্বার মণ্ডল *প্রথম আলো*কে বলেন, 'ডিম কম দেওয়ার বিষয় নিয়ে আমরা করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে কথা বলেছি। প্রতিষ্ঠানগুলো জানিয়েছে, কিছু অসামঞ্জস্যের কারণে আড়তে কম পরিমাণে ডিম সরবরাহ করা হয়। তবে শুক্রবার (গত রাত) থেকে সরবরাহ স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

উন্নয়নের গালভরা গল্পে সব ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, 'আমি করে দিয়েছি'। যেন টাকাগুলো জনগণের নয়, সরকারপ্রধানের ব্যক্তিগত সম্পত্তি!

সৌমিত জয়দ্বীপ
সহকারী অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্বকীয়, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন না রাখলে যে বিপদ

রাষ্ট্র সংস্কার

শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে অন্যতম সমালোচনা, রাষ্ট্রীয় সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেওয়া। নির্বাচনব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, গণমাধ্যম ও প্রশাসনযন্ত্র—সব কিছুর চরমভাবে দলীয়করণের ফলে যে ক্ষতি, তা রাষ্ট্র ও নাগরিককে টানতে হবে অনেক বছর। কীভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো মুখ থুবড়ে পড়ল এবং জুলাই অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষায় সেগুলোর কীভাবে সংস্কার করা যায়, তা নিয়ে লিখেছেন সৌমিত জয়দ্বীপ

মর্মান্তিক 'জুলাই হত্যাকাণ্ডের' পর অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থান ঘটলেও বিজয়োল্লাস খুব বেশি দীর্ঘ করা যায়নি। এটি যেকোনো 'পাওয়ার শিফটিং' বা রাজনৈতিক রূপান্তরের বৈশিষ্ট্য হলেও প্রত্যাশা ছিল, বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথম 'অরাজনৈতিক' আকাঙ্ক্ষার গণ-অভ্যুত্থানের পর ক্ষতির পরিমাণ কম হবে। কিন্তু চাইলেই এ ধরনের আকাঙ্ক্ষা অরাজনৈতিক রাখা যায় না এবং রাজনৈতিক হওয়াই যে তার অনিবার্য ভবিতব্য, সেটি আবারও প্রমাণিত হয়েছে। ফলে শেষমেশ বিজয়োল্লাস 'বিশৃঙ্খলা'য় রূপান্তরিত হয়েছে।

একটি বৈপ্লবিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে 'অ্যানার্কি' বা নৈরাজ্য ঘটা খুবই স্বাভাবিক প্রবণতা। ফরাসি বিপ্লবেও এমনটা ঘটেছিল। ১৯৭১ সালের মহাবিজয়ের পরও তেমনটি দেখা গিয়েছিল। আর বিপুল প্রত্যাঘাতের পর জয় এলে 'কার্নিভ্যাল মোমেন্ট' বা 'উৎসব মুহূর্ত'ও পাগলপ্রায় হয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু রাজনৈতিক বাইনারিকরণ সে মুহূর্তটাকেও খুব কম সময়ের মধ্যেই গ্রাস করে ফেলেছে। গত ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে সরকার পতনের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে না পড়তেই সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যেভাবে ভূপাতিত হয়েছে, তাকে শুধু নৈরাজ্য দিয়েও ব্যাখ্যা করা কঠিন।

কেন ভেঙে গেল এই ব্যবস্থাপনা

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো 'ইনকামবেন্ট রেজিম' বা 'কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতাসীন' পাওয়া যাবে না, যারা মসনদে থাকলে প্রাত্যহিক নানা কারণেই জনগণের অন্তত একটা অংশ অসন্তুষ্ট হবেন না। আর এই কর্তৃত্ববাদীর রাজদণ্ড যদি দীর্ঘদিন জোরপূর্বক জনগণের ওপর অগণতান্ত্রিক কায়দায় অসম আগ্রাসনে লিপ্ত হয়, স্বৈরাচারী হয়, নির্বিচার-বিনা বিচারে হত্যা-গুমে লিপ্ত হয়, তাহলে প্রত্যাঘাত শুধু অসন্তুষ্টি থেকে আসে না। সেই অসন্তুষ্টি যে কখন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো 'বুকের ভেতর দারুণ ঝড়/ বুক পেতেছি গুলি কর' মানসিকতায় রূপ নিয়ে ফেলে, তা মসনদশাহিরা টের পান না; বরং তাঁরা মসনদের মোহে লাগাতার ভুল করতে থাকেন এবং টানা জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে যেতে এতটাই ক্ষুব্ধ করে ফেলেন যে যাবতীয় দৃশ্যমান উন্নয়নের (অদৃশ্যে দুর্নীতিও আছে) ডঙ্কা একদিকে বাজতে থাকলেও, বিদায়ঘণ্টার বাজনা অপর দিকে দ্রুত বাজতে থাকে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায়, আমলাতন্ত্রনির্ভর রাষ্ট্রে সরকারের হৃৎপিণ্ড দুটি—স্থায়ী সরকার ও অস্থায়ী সরকার। স্থায়ী সরকারের অংশ আমলারা। অস্থায়ী সরকারের অংশ রাজনীতিকেরা। রাজনৈতিক নেতৃত্বই মূলত সরকারের সব নীতিমালার সিদ্ধান্ত নেন, আমলারা আদিষ্ট হয়ে নীতিমালা নির্বাহ ও প্রতিপালন করেন। অস্থায়ী সরকার যাবে-আসবে, স্থায়ী সরকার চলমান থাকবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, অস্থায়ী সরকারের পতনের পর স্থায়ী সরকারের ব্যবস্থাপনা এমনভাবে ভেঙে গেল যে পুরো রাষ্ট্র বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে গেল; জনগণের বিজয়োল্লাস বাঁধনহারা হতে হতে জন-অন্তর্ঘাতে পরিণত হলো।

কেন ভেঙে গেল এ ব্যবস্থাপনা? ভেঙে গেল কারণ, পুরো রাষ্ট্রটি এমন একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চালানো হয়েছে গত দেড় দশকে, যেখানে রাষ্ট্রের চেয়ে সরকার বড়, সরকারের চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে নেতা বড়, নেতার চেয়ে সর্বোচ্চ পদাধিকারী বড় মনোভাব আধিপত্য দেখিয়েছেন। বাংলাদেশের বেদনা হচ্ছে এই যে স্বাধীনতার পর থেকে যাঁরাই ক্ষমতায় এসেছেন, তাঁরা এই নীতির বাইরে গিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করেননি। সর্বশেষ রেজিমের কথা তো বলাই বাহুল্য! ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ফিরে ফিরে আসে!

একটি একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েমের মাধ্যমে বাংলাদেশের সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে হীন ব্যক্তিস্বার্থ, পারিবারিক স্বার্থ ও দলীয় স্বার্থে ব্যবহারই শুধু করা হয়নি, এগুলোর মেরুদণ্ড অনির্দিষ্টকালের জন্য রীতিমতো ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে জটিলতম সংকটের কালে এই প্রতিষ্ঠানগুলো মুখ তুলে দাঁড়াতে তো পারেইনি, উল্টো যে অনুগতদের দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠান এতদিন চালানো হয়েছে, তাঁরাও মহামহিমের মতো হয় পাততাড়ি গুটিয়ে পালিয়েছেন, নতুবা স্বেচ্ছায় তারাদের মতো খসে পড়েছেন কিংবা অভ্যুত্থান-পরবর্তী লঘু প্রতিরোধেই ভড়কে গেছেন।

নির্বাচনী স্বৈরাচার ও মুখ থুবড়ে পড়া সব প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশে এত দিনের সংকট তৈরি হয়েছে

ডেমোক্রেসি (গণতন্ত্র) বনাম ডিক্টেটরের (স্বৈরাচার) যুযুধান লড়াইয়ে ডেমোক্রেসিকে 'সিস্টেমেটিক ডিক্টেটরশিপ' (প্রাতিষ্ঠানিক স্বৈরাচার) দ্বারা পরাজিত করিয়ে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান মোটাদাগে যে চার ধরনের স্বৈরাচারের কথা বলে, তার একটি 'সামরিক স্বৈরাচার', যেটি ছিলেন আইয়ুব-এরশাদ। 'রাজকীয় স্বৈরাচার' ছাড়া বাকি দুটি—'একদলীয় স্বৈরাচার' ও 'একব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বৈরাচার' গত রেজিমের সঙ্গে খুব মানানসই। কিন্তু গত রেজিম 'প্রাতিষ্ঠানিক স্বৈরাচার' নামের একটি নতুন প্রকৃতির জন্ম দিয়েছে, যেখানে রাষ্ট্রের তামাম প্রতিষ্ঠানকে 'যথাযথ উপায়ে' ব্যবহার করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করা হয়েছে।

তথাকথিত 'নির্বাচনী গণতন্ত্র'কে কবর দেওয়া হয়েছে আইনসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে ব্যবহার করে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে। সেটিও আবার 'স্বাধীন' বিচার বিভাগের দ্বারা আইনসিদ্ধ (লেজিটেমাইজ) করে এবং রায়কে মনগড়াভাবে সংসদে ব্যাখ্যা করে, যেন ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করা যায়।

বিচার বিভাগ যে নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বাধীন না, তা কোটা সংস্কারের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায়েই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আরও পরিষ্কার চরিত্র বোঝা যায়, ত্বকীর কথা ভাবলে, সাগর-রুনির কথা ভাবলে, তনু কিংবা মুনিয়ার কথা ভাবলে। এ কেমন বিচারব্যবস্থা, যেখানে 'উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোলের' সামনে বিচারের বাণী নিভৃতেই শুধুই থাকেনি, রীতিমতো প্রহসন করেছে। সুবিচার চাইলেই জনগণ হয়ে গেছে 'রাজাকার'।

'নির্বাচনী স্বৈরাচার' ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ভিন্নমতকে দমন করা হয়েছে নিবর্তনমূলক ডিএসএ-২০১৮ ও পরের সিএসএ-২০২৩ আইন প্রণয়ন করে। গলাটিপে ধরা হয়েছে কতিপয় সংবাদমাধ্যমের আর পক্ষান্তরে তৈরি করা হয়েছে দলীয় সাংবাদিক গোষ্ঠী যাঁরা সংবাদ সম্মেলনে গিয়ে বলতেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনাকে প্রশ্ন করার ধৃষ্টতা নেই!' মানে এমন একটি চাটার গণমাধ্যম সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল, যার কাজ ছিল সরকারি 'প্রেস নোট' অনুযায়ী তোতাপাখির মতো মুখস্থ বুলি আওড়ানো।

রাষ্ট্র থেকে সরকারকে এবং সরকার থেকে সরকারি দলকে আলাদা করার সুযোগ থাকে, যদি স্থায়ী সরকার তথা আমলাতন্ত্র নির্বাহী বিভাগকে স্বতন্ত্র রাখতে পারে। কিন্তু বিগত দেড় দশকে আমলাতন্ত্র এমন এক মহীরুহে পরিণত হয়েছিল, যার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দশা ছিল দুর্নীতিগ্রস্তের অধিক দুর্দশাগ্রস্ত। বেসামরিক প্রশাসন পার্টিজেনদের মতো দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়ি ঘুরিয়েছে, জনগণকে মনে করেছে উনমানুষ। জনগণের সেবক না হয়ে ও রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা না করে বিচারবহির্ভূত গুম-খুনে ব্যস্ত থেকেছে বাহিনীগুলো। যখন যেভাবে খুশি মেহনতি মানুষ থেকে মধ্যবিত্ত সবাইকে বল প্রয়োগ করে আর্থিকভাবে ও আইনের মারপ্যাঁচে হয়রানি করেছে। ঢাকার রিকশাওয়ালা ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পাঁচ মিনিট গল্প করলেই পুলিশ নির্যাতনের হাহাকার শুনতে পাবেন তাঁদের মুখশ্রীতে। এমনকি ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের আগপর্যন্ত থানায় থানায় আন্দোলনকারীদের ধরে নিয়ে 'গ্রেপ্তার-বাণিজ্য' করেছে পুলিশ!

ক্ষমতাচর্চা ও 'জি হুজুর' সংস্কৃতি

নব্বই-পরবর্তী তথাকথিত গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ ছিল চার 'দ'— দল, দালাল, দখল ও দুর্নীতির দেশ। কিন্তু এ সংকট আরও ভয়ানক রূপ নিয়েছে গত দেড় দশকে। রাষ্ট্রের ঠিক কোন প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে কথা বললে এই চার 'দ' পাওয়া যাবে না, তা গভীর গবেষণার বিষয়। মহাডাকাত বড় বড় ব্যবসায়ী গ্রুপের হাতে ব্যাংক খাত সর্বস্বান্ত হয়েছে। ঋণের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার করাই শুধু হয়নি, নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান খোলাই হয়েছে শুধু টাকা পাচারের জন্য! প্রাণ-প্রকৃতি-ভূমি-নদী দখল করেছে দস্যুরা। শেয়ারবাজার 'দরবেশীয় কায়দায়' লুট হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নররা 'বিশেষ ক্ষমতাবলে' টাকা ছাপিয়ে দেশে মুদ্রাস্ফীতি তৈরি করেছেন। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে সিন্ডিকেটবাজদের খপ্পরে পড়ে, যা এখনো নিয়ন্ত্রণহীন। অর্থনীতিতে ধস নেমেছে। আর ঢাল হিসেবে আমাদের শোনানো হয়েছে কোভিড ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের গল্প!

যখনই উন্নয়নের গালভরা গল্প শোনানো হয়েছে, সব ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, 'আমি করে দিয়েছি'। যেন টাকাগুলো জনগণের নয়, সরকারপ্রধানের ব্যক্তিগত সম্পত্তি! এমন 'নিওলিবারেল' উন্নয়নবাদের গল্প ফেঁদে প্রতিটি মহাপ্রকল্প থেকে মহাডাকাতি করা হয়েছে। একদম ব্ল্যাঙ্ক চেকের মাধ্যমে জন্ম দেওয়া হয়েছে বেনজীর ও মতিউরদের। পিএসসির মতো প্রতিষ্ঠান বিগত ১০টি বিসিএসে প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে। মেডিকেলের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বারবার। বিজি প্রেস কলঙ্কিত হয়েছে। তালিকা কি শেষ করা যাবে?

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে তাকান। ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ও হলগুলোতে 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্প' খোলার শাস্তি তো ছাত্রলীগ পেয়েছে ১৭ জুলাই ক্যাম্পাসগুলো থেকে সাধারণ শিক্ষার্থীদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে। কিন্তু সরকার পতনের পরপরই দলে দলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের অব্যাহতি গ্রহণের হিড়িক কিংবা সাধারণ শিক্ষার্থীদের চাপের মুখে পদত্যাগ কি প্রমাণ করে না যে এই প্রশাসকদের এত দিনের হম্বিতম্বি ছিল আসলে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখারই আস্ফালন? বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাকে গত ১৫ বছরে যথেচ্ছ দলীয় শিক্ষক তথা ভোটার নিয়োগ দিয়ে কোমায় পাঠিয়ে ফেলা হয়েছে। এমন মেরুদণ্ডহীন বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষক সমাজই তো স্বৈরাচারের কাম্য, যারা প্রাতিষ্ঠানিক সম্ভ্রান্ততাকে ধ্বংস করে হলেও 'জি হুজুর, জি হুজুর' বলে যাবেন। নইলে মন্ত্রীর ফোন পেয়ে উপাচার্য চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে 'জি স্যার' বলেন কোন ইহজাগতিক ধর্মবলে!

গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা

ইংরেজিতে একটি কথা আছে, 'এলিফেন্ট ইন দ্য রুম'। মানে এমন একটি বিতর্কিত বস্তুর অস্তিত্ব আছে, যাকে নিয়ে আলাপ উঠানো যায় না। স্বৈরাচারী রেজিমে এ তকমা সবচেয়ে ভালোভাবে সেঁটে যায় সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের গায়ে। কিন্তু বিগত রেজিমের জন্য এটি অর্ধসত্য। আমলাতন্ত্র বড়জোর সবচেয়ে নির্ভরশীল 'লক্ষ্মণরেখা' হতে পেরেছিল।

নইলে ৫ আগস্ট সকালে দলীয় নেতা-কর্মী নয়, মন্ত্রীবর্গ নয়, বাহিনীগুলোর উচ্চ কর্তাদের কেন গণভবনে তলব করার প্রয়োজন হয়েছিল শেষ ভরসা হিসেবে? এটাই প্রাতিষ্ঠানিক স্বৈরাচারের চরিত্র, যা সর্বাত্মকভাবে জনগণের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগে বিশ্বাসী। ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা এ পুরোনো একটা দল ভেতর থেকে কতটা ভ্রষ্ট-ভঙ্গুর হয়ে গেলে সেটিও পার্টি-প্রতিষ্ঠান হিসেবে আর ফাংশন করে না, আমলাতন্ত্রনির্ভরতা সেটিও দেখিয়ে দিয়েছে।

ফলে পূর্ণ সত্য এই যে এলিফেন্ট ইন দ্য রুম হিসেবে কাউকে স্বীকৃতি দিতে হলে তা অবশ্যই প্রাপ্য খোদ এই 'সিস্টেমেটিক ডিক্টেটরশিপের' প্রবর্তকের। যার আঙুল হেলন ছাড়া এই বাংলাদেশে একটি গাছের পাতাও নড়ত না বলে পাগলেও বিশ্বাস করে ফেলেছিল, কিন্তু ওই যে 'আলাপ উঠানো যায় না'!

এত এত দৃষ্টান্ত কি বলে না যে এই রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান স্বৈরাচারের ছত্রছায়ায় লালিত-পালিত হয়ে খোদ রাষ্ট্রটিকেই 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বানিয়ে দিয়েছে? ৫ আগস্ট থেকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়ার আগপর্যন্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। কারণ, তাদের নিয়ন্ত্রক তাদের এত দিন বামন করে রেখেছিলেন, জনকল্যাণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ-বঙ্গবন্ধু-উন্নয়নবাদের নামে।

অন্তর্বর্তী সরকার থেকে শুরু করে ভবিষ্যতের যত সরকারই আসুক, তাদের মাথায় রাখতে হবে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বকীয়, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাখতে হবে। যে রোগে বাংলাদেশ আক্রান্ত হয়েছে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কার করলেই তা সাড়বে না। প্রয়োজন বৈপ্লবিক দাওয়াই, শাসনতন্ত্র থেকে সমাজব্যবস্থা—সর্বত্র। এটা গণ-অভ্যুত্থানেরই আকাঙ্ক্ষা। নব্বইয়ের পটপরির্তন সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি, চব্বিশও যেন ব্যর্থ না হয়। শুধু 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা'র ভ্রান্ত জিকির তুললেই হবে না, বাংলাদেশকে সত্যিকার অর্থেই মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের' জনগণতান্ত্রিক-জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে রূপান্তর এবার অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

● ড. সৌমিত জয়দ্বীপ, সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

আলু খাওয়া কেন ভালো, কেন খারাপ

ভালো থাকুন

লিনা আকতার, *পুষ্টিবিদ, রাইয়ান হেলথ কেয়ার হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, বিরামপুর, দিনাজপুর*

আলু বেশির ভাগ মানুষের কাছে জনপ্রিয় সবজি। আলু বিভিন্ন ধরনের, যেমন রাসেট, ফিঙারলিং, লাল, সাদা, হলুদ, বেগুনি। এর মধ্যে লাল ও বেগুনি আলুতে সাদা আলুর চেয়ে তিন থেকে চার গুণ অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে। আলু গ্লুটেনমুক্ত, কোলেস্টেরল নেই, সোডিয়ামমুক্ত, ভিটামিন, খনিজ ফাইবার ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ। কিন্তু এতে শর্করা অনেক।

প্রতি ১০০ গ্রাম খোসাসহ আলুর পুষ্টি

শক্তি	৮০ কিলোক্যালরি
শর্করা	১৯ গ্রাম
স্টার্চ	১৫ গ্রাম
প্রোটিন	২ গ্রাম
পানি	৭৫ গ্রাম
থায়ামিন	০.০৮ গ্রাম
রিবোফ্লাবিন	০.০৩ গ্রাম
নায়াসিন	১.১ মিলিগ্রাম
ভিটামিন বি৬	০.২৫ মিলিগ্রাম
ভিটামিন সি	২০ মিলিগ্রাম
ক্যালসিয়াম	১২ মিলিগ্রাম
আয়রন	১.৮ মিলিগ্রাম
ম্যাগনেশিয়াম	২৩ মিলিগ্রাম
পটাশিয়াম	৪২১ মিলিগ্রাম
সোডিয়াম	৬ মিলিগ্রাম

আলু নিয়ে কিছু তথ্য

- আলুর ফাইবার হলো প্রতিরোধী স্টার্চ। এটি প্রিবায়োটিক হিসেবে কাজ করে। অদ্রবণীয় ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্য কমায়। তবে আলুতে প্রতিরোধী স্টার্চের পরিমাণ অনেকটা প্রস্তুতির ওপর নির্ভর করে, যেমন রান্না করা আলুর স্টার্চে প্রায় ৭ শতাংশ প্রতিরোধী স্টার্চ থাকে, যা ঠান্ডা হওয়ার পর ১৩ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ে।
- আলুতে ভাতের চেয়ে কার্বোহাইড্রেট বেশি। আবার আলুর চেয়ে ভাতে প্রোটিন বেশি।
- খোসাসহ আলুর ফাইবার গোটা শস্যের রুটি, পাস্তা এবং সিরিয়ালের সমান।
- একটি সেদ্ধ আলুতে চর্বি থাকে ০.২ গ্রাম। একটি বেকড করা আলুতে তা থাকে ০.৩ গ্রাম। একটি ভাজা আলুতে এটি থাকে ৫ গ্রাম। ওভেনে বেকড করা চিপসে থাকে ৬ গ্রাম আর ভাজা আলুর চিপসে ১০ থেকে ১৪ গ্রাম।

আলু খেলে সমস্যা কী

- আলু উচ্চ তাপমাত্রায় রাঁধলে অ্যাক্রিলামাইড নামক বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান নির্গত করে। এ পদার্থের উচ্চ উপাদান মানুষের স্নায়ুতন্ত্র প্রভাবিত করে ও ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়।
- আলু ভাজলে যে তেল লাগে, তাতে ক্যালরি বাড়ে।
- আলু প্রক্রিয়াজাত করার কারণে তা উচ্চ চর্বি, সোডিয়াম ও ক্যালরি ধারণ করে, যা স্বাস্থ্যের জন্য নেতিবাচক; বিশেষ করে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস ও চিপসের মতো খাবারগুলো।
- আলু মাখন, মার্জারিন বা অন্য চর্বিযুক্ত উপাদান দিয়ে রান্না করলে উচ্চ রক্তচাপ, টাইপ টু ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল, ওজন বাড়াবে।
- আলু খোসা ছাড়া সেদ্ধ করলে কিছু ভিটামিন ও খনিজের পুষ্টি হারাতে পারে। এ জন্য খোসাসহ রাঁধলে ভালো। এ ছাড়া আলুর ত্বকের ঠিক নিচে একটি পাতলা স্তরে সব পুষ্টি রয়েছে। এ জন্য সেদ্ধ আলুর সাবধানে খোসা ছাড়াতে হবে।
- একটি সেদ্ধ আলুর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ৭৮। তাই আলু খেলে সুগার বাড়তে পারে।
- শুধু আলু না খেয়ে আলুর সঙ্গে সবজি যোগ করে খান। এতে রক্তে সুগারের মাত্রা স্থিতিশীল থাকবে।
- আলুতে দুই ধরনের গ্লাইকোলকায়েড নামক প্রাকৃতিক টক্সিন, যেমন সোলাইন ও চকোনাইন থাকে। যদি আলুর কয়েক জায়গায় সবুজ চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহলে না খাওয়াই ভালো। কারণ, এতে থাকা টক্সিন রান্না করলেও দূর হয় না।

» আগামীকাল পড়ুন : হাড় ভাঙা প্রতিরোধ করতে কী করণীয়

গ্রেট পিরামিডের চূড়ায় কুকুর

বিচিত্র

এনডিটিভি

মিসরের গিজার গ্রেট পিরামিডের ওপর দিয়ে প্যারাগ্লাইডারে চড়ে দৃশ্য উপভোগ করছিলেন এক পর্যটক। মিসরের ১১৮টি পিরামিডের মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড় ও উঁচু। এসব পিরামিডে ওঠা নিষিদ্ধ বা ওঠার ব্যবস্থা নেই বলে এখানে ওপরের দৃশ্য দেখার একমাত্র উপায় হলো প্যারাগ্লাইডিং।

অ্যালেক্স ল্যাং নামের ওই পর্যটক যখন প্যারাগ্লাইডারে চড়ে প্রাচীন যুগের গ্রেট পিরামিডের ওপরের দৃশ্য উপভোগ করছিলেন, ঠিক তখনই হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, পিরামিডের এক কোনায় কিছু একটা নড়াচড়া করছে। ভালো করে লক্ষ করে দেখেন, পিরামিডের একেবারে ওপরে একটি কুকুর পাখিদের তাড়া করছে।

এই কুকুর পিরামিডের এত উঁচুতে কীভাবে উঠল বা সেটি পরে নেমে এল কি না, সে ব্যাপারে তাৎক্ষণিক কিছু জানা যায়নি।

পিরামিডের ওপরের অপ্রত্যাশিত এই দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের অবাক করে দিয়েছে। কারণ, গ্রেট পিরামিডের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার বিষয় মাথায় রেখে পর্যটকদের পিরামিডের ওপর ওঠা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

মনে হচ্ছে, কারও সহযোগিতা ছাড়াই কুকুরটি পিরামিডের চূড়ায় উঠে গেছে। ফলে বিষয়টি নিয়ে অনলাইন ব্যবহারকারীদের মধ্যে কৌতূহলের শেষ নেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ বিষয়টি

মিসরের গ্রেট পিরামিড। ফাইল ছবি : রয়টার্স

নিয়ে নানা মন্তব্য করেছেন ব্যবহারকারীরা।

এক এক্স ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'এটি এখন তার পিরামিড। সে এটি জয় করেছে।'

আরেকজন কৌতুক করে লিখেছেন, 'মাঝেমধ্যে তুমি সর্বোচ্চ এই শৃঙ্গে উঠো এবং পাখিদের লক্ষ্য করে ঘেউ ঘেউ কোরো।'

তৃতীয় আরেক ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'এটি কুকুর নয়। এটি হচ্ছে মিসরীয় ঈশ্বর আনুবিস। এই আনুবিসকে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের গাইড ও মন্দিরের রক্ষক বলে বিবেচনা করা হয়। এ কারণে সে পিরামিডের ওপরে।'

মিসরের গিজার প্রাচীন গ্রেট পিরামিড নিয়ে পৃথিবীর মানুষের আগ্রহের কমতি নেই। ফারাও রাজা খুপুর রাজত্বকালে খ্রিষ্টপূর্ব ২৫৮০ থেকে ২৫৬৫ সালের মধ্যে এই পিরামিড নির্মাণ করা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। গিজার তিনটি অসাধারণ পিরামিডের মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড়। গ্রেট পিরামিড ইউনেসকোর ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য।

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৪৯৮

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

স্লিপ অ্যাপনিয়া মানে কি কেবল ঘুমের সমস্যা?

ঘুম নেই, ভীষণ পেরেশানিতে আছি!

স্লিপ অ্যাপনিয়া মানেই যে কেবল ঘুমের সমস্যা, তা নয়; এতে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত তো ঘটেই, বেড়ে যায় হৃদ্‌রোগ ও অন্যান্য জটিলতার ঝুঁকি। আদতে এটি শরীরের সব অংশের ওপরই বিরূপ প্রভাব ফেলে।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১	২		৩		৪	৫	
	৬					৭	৮
৯					১০		
		১১		১২			
১৩							
				১৪		১৫	
১৬	১৭		১৮		১৯		
	২০				২১		

বাঁ থেকে ডানে
১. পক্ষী। ৪. ঢাকনাযুক্ত ক্ষুদ্রাকৃতির বাক্স বা পাত্র। ৬. নীরব। ৭. অত্যন্ত চেপে ঢোকানো। ৯. ফাঁপা হালকা ভাজা চাল। ১২. রংতামাশা। ১৩. ঝুলিয়ে রাখা। ১৫. অবস্থা। ১৬. ক্রোধ। ১৮. কাজে অবহেলা। ২০. কুটিল। ২১. মৃত্যু।

ওপর থেকে নিচে
২. চাল ও ডাল মিশিয়ে তৈরি অন্ন। ৩. ব্যবহার। ৫. ক্ষীর, চালগুঁড়া, নারকেল প্রভৃতিসহযোগে তৈরি মিঠাই। ৮. সন্ধ্যার সময়। ৯. অজস্র ধারা। ১০. কুল। ১১. উদয়, বিকাশ। ১৪. নগদের বিপরীত। ১৫. আগত। ১৭. বেগ। ১৮. ছিদ্র। ১৯. বাঁ।

গত সমস্যার সমাধান

জ	রু	রি		হা	সি	খু	শি
	চি		শ	না	ক্ত		ক
আ	মা	ন	ত		তা	তা	ল
	ন		মু	গ্ধ		লু	
বি		চো	খ		আ	ক	র
বে	হা	য়া		বা	ধা		জ
চ		ল	লি	ত		ধ	নী
না	চ		ক্সা		খ	ড়	

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

রেস্তোরাঁয় ঢুকে হাবু গলা উঁচিয়ে বলল, 'দুইটা ডিম ভাজি দিয়েন।' আশপাশের সবাই ফিসফিসিয়ে উঠল। এক লোক পাশের জনকে বলল, 'মানুষ একটাই পাচ্ছে না, এই ছোকরা দেখছি দুইটা খায়!' আরেকজন বলল, 'এ কারণেই তো ডিমের সিন্ডিকেটওয়ালাদের কোনো চিন্তা নেই, ক্রেতা তো আছেই!' তৃতীয় জন বলল, 'আসলে পয়সা কোথা থেকে আসছে, সেটাও দেখার বিষয়!' ঠিক তখন হাবু আবার গলা উঁচিয়ে বলল, 'সঙ্গে আটটা কাঁটা চামচ দিয়েন।'

কথা অমৃত

আমি মানুষকে সব সময় কাউকে উপদেশ না দেওয়ার উপদেশ দিই।

পি জি উডহাউজ
ইংরেজ লেখক (১৮৮১-১৯৭৫)

সুডোকু

	1	5						9
9			5		6	8		
	7		3					
						9		5
5		6	2		9	3		4
2		9						
					3		9	
		4	8		2			3
3						4	5	

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

1	7	3	8	6	4	2	5	9
2	9	4	3	5	7	6	1	8
6	8	5	9	2	1	3	4	7
7	1	9	5	3	8	4	2	6
4	5	2	7	1	6	8	9	3
8	3	6	4	9	2	1	7	5
3	4	7	2	8	9	5	6	1
5	2	1	6	7	3	9	8	4
9	6	8	1	4	5	7	3	2

পিনাটস • চার্লস শুলজ

শমসের মবিন কারাগারে | যুবদল নেতা হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার তৃণমূল বিএনপির চেয়ারপারসন শমসের মবিন চৌধুরী কারাগারে। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সংক্ষেপে

জাসদ

তিন জাতীয় দিবস বাতিলের প্রতিবাদ

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস এবং ৪ নভেম্বর সংবিধান দিবসকে জাতীয় দিবস থেকে বাতিলের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)। একই সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের একজন উপদেষ্টার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জাতির পিতা' হিসেবে না মানার বক্তব্যের নিন্দাও জানিয়েছে দলটি। গতকাল শুক্রবার জাসদের দপ্তর সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেনের পাঠানো এক বিবৃতিতে এ কথাগুলো বলা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, অন্তর্বর্তী সরকারের এসব সিদ্ধান্ত এবং একজন উপদেষ্টার এমন বক্তব্য প্রধান উপদেষ্টার 'রিসেট বাটন পুশ করায় অতীত মুছে গেছে' সংবলিত বিতর্কিত বক্তব্যকেই সত্য বলে প্রমাণ করল।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশ জাসদ

শেখ হাসিনার স্বৈরশাসনে বঙ্গবন্ধুর গুরুত্ব নষ্ট হয় না

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বৈরশাসনের কারণে মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ এবং ৪ নভেম্বর সংবিধান দিবসের গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যায় না বলে মনে করে বাংলাদেশ জাসদ। গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশ জাসদের সভাপতি শরীফ নুরুল আম্বিয়া ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন। অন্তর্বর্তী সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টা ও অন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কিছু মন্তব্য বাংলাদেশ জাসদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, 'সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এসব বিষয়ে মন্তব্য করার সময় আরও যত্নশীল এবং মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সংগ্রামের বিষয়ে জাতির গৌরববোধকে সম্মান দেবেন বলে আশা করি।' সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে কিছু দাবিতে একদল আইনজীবী ও ছাত্রদের বিক্ষোভ-আলটিমেটাম দেওয়ার ঘটনায়ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জাসদ।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দ্রব্যমূল্য নাগালে না এলে মানুষ রাস্তায় নামতে পারে

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সভা

জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়া এবং সড়কে যানজটকে ফ্যাসিবাদের 'চূড়ান্ত চক্রান্ত' বলে আখ্যা দেন হাসনাত আবদুল্লাহ।

> যতক্ষণ পর্যন্ত জিনিসপত্রের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আনা না যাবে এবং যানজট সমস্যার সমাধান না করা যাবে, সাধারণ মানুষ অধৈর্য হয়ে যাবে।
> **হাসনাত আবদুল্লাহ**, সমন্বয়ক, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আনতে না পারলে মানুষ এই সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আসতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ। হঠাৎ জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়াকে ফ্যাসিবাদের চক্রান্ত বলে উল্লেখ করেন তিনি।

রাজধানীর মিরপুর-১০ নম্বরের ফায়ার সার্ভিস মাঠে গতকাল শুক্রবার বিকেলে এক মতবিনিময় সভায় অংশ নিয়ে হাসনাত আবদুল্লাহ এ কথাগুলো বলেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, বৃহত্তর মিরপুর এই সভার আয়োজন করে।

অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত জিনিসপত্রের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আনা না যাবে এবং যানজট সমস্যার সমাধান না করা যাবে, সাধারণ মানুষ অধৈর্য হয়ে যাবে। আপনারা দ্রুততম সময়ে দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আনুন। না হলে এই সরকারের বিরুদ্ধে যেকোনো সময় মানুষ রাস্তায় নেমে আসতে পারে।'

হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, স্বচ্ছতা, নৈতিকতা, সত্য ও বাংলাদেশের প্রশ্নে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু থেকেই আপসহীন। ফ্যাসিবাদমুক্তির পথে যাত্রা ততক্ষণ পর্যন্ত সফল হবে না, যতক্ষণ না এই দেশ থেকে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিলোপ হয়। তিনি বলেন, 'ফ্যাসিবাদ, বিচারব্যবস্থা, নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত— এগুলো শুনে আমাদের পেট ভরবে না। বাজারে গিয়ে যখন দেখা যায় জিনিসপত্রের দাম নাগালের বাইরে, রাস্তায় যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা জ্যামে (যানজটে) বসে থাকতে হয়, তখন অবচেতনভাবেই আমাদের মনে এই ধারণা হয় যে "আগেই ভালো ছিলাম"।' হঠাৎ জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়া এবং সড়কে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটকে ফ্যাসিবাদের 'চূড়ান্ত চক্রান্ত' বলে আখ্যা দেন হাসনাত আবদুল্লাহ।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আরেক সমন্বয়ক সারজিস আলম সমবেত ছাত্র-জনতার উদ্দেশে বলেন, 'ছোট ছোট মনোমালিন্য, বিভাজন ও ভুল-বোঝাবুঝির কারণে অভ্যুত্থানের স্পিরিট (চেতনা) থেকে কোনো না কোনোভাবে হয়তো কিছুটা দূরে যাচ্ছি। মনে রাখবেন, এখনো আমাদের চ্যালেঞ্জ শেষ হয়নি। অভ্যুত্থানের স্পিরিট ধরে রাখার সময় শেষ হয়ে যায়নি।'

সারজিস বলেন, 'এই স্পিরিটকে সামনে রেখে সামনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত একটি সরকার যত দিন না আসছে, তত দিন ফ্যাসিস্টের দোসররা বিভিন্ন রূপে পরিবর্তিত হয়ে, বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে আপনাদের মাঝে আসবে, বিভাজন তৈরি করে আপনাদের মুখোমুখি দাঁড় করাবে, বিভিন্ন স্বার্থের লোভ তৈরি করবে এবং সংঘর্ষ বাধিয়ে আপনাদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে।' তিনি আরও বলেন, 'টাকার লোভ দেখানো হলে লুটেরা ও অত্যাচারকারী সালমান এফ রহমান, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও সাবেক তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলকদের হাতকড়া পরে আদালতে যাওয়ার চিত্রটা মাথায় রাখবেন। ওই ভিডিওটা আপনার টাইমলাইনে শেয়ার করে রাখবেন।'

আন্দোলনে আহত ব্যক্তিদের মামলা করতে গিয়ে এখনো হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন সারজিস। তিনি বলেন, 'যে পুলিশ এখনো মামলা নিতে গড়িমসি করে, আসামি ধরতে টাকার জন্য বসে থাকে, যে পুলিশ এখনো অভ্যুত্থানের স্পিরিটকে ধারণ করেনি, সেই পুলিশকে আমরা ছাত্র-জনতার পুলিশ মনে করি না।'

সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক তারিকুল ইসলাম ও আবদুল কাদের বক্তব্য দেন। আবদুল কাদের ৫ আগস্টের পর আন্দোলনকারীদের বিভাজনের জন্য হতাশা ব্যক্ত করেন। তারিকুল ইসলাম বলেন, 'ফ্যাসিবাদ বিলোপের লড়াই শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা রাজপথে থাকব।'

বায়ুদূষণ বায়ুদূষণে প্রথম সারিতে থাকা শহরগুলোর একটি ঢাকা। এ দূষণের অন্যতম কারণ গাড়ির কালো ধোঁয়া ও ধুলাবালু। প্রতিনিয়ত বায়ুদূষণের স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে চলতে হয় নগরবাসীকে। গতকাল দুপুরে রাজধানীর শ্যামপুর-সংলগ্ন সড়কে। ছবি : জাহিদুল করিম

তিন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার ঘটনায় করা মামলায় পুলিশের তিন কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানায়, তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার কর্মকর্তারা হলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারারি পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) শাহেন শাহ্, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারারি পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) জুয়েল রানা ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. রফিকুল ইসলাম।

এ বিষয়ে ডিবির যুগ্ম কমিশনার রবিউল হোসেন ভূঁইয়া *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁরা চাকরিতে কর্মরত ছিলেন। চাকরিতে কর্মরত কাউকে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হয়। অনুমতি নিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

নিহত ব্যক্তির পরিবারের অনুদানের টাকা আত্মসাৎ, একজন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত সিফাত উল্লাহর পরিবারের অনুদানের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মো. আকাশ ব্যাপারী (২১) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। গতকাল শুক্রবার মাদারীপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সিআইডির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সিআইডি জানায়, সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টার গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে, কিশোরগঞ্জে নিহত সিফাতের পরিবার প্রতারণার শিকার হয়েছে। তাঁর পরিবারকে আরও আর্থিক অনুদান দেওয়ার কথা বলে ব্যাংক হিসাব নম্বর চেয়ে কৌশলে এটিএম কার্ডের তথ্য নিয়ে নেন এক ব্যক্তি। তারপর টাকা দেওয়ার সিরিয়াল নম্বরের কথা বলে ওটিপি নিয়ে ব্যাংকের কার্ড থেকে টাকা সরিয়ে নেন।

শোষণ-বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রত্যয়ে 'দ্রোহ-দাহ-স্বপ্নযাত্রা' শীর্ষক সাংস্কৃতিক সমাবেশে উপস্থিত বক্তারা। গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। ছবি : শুভ্র কান্তি দাশ

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে কখনো ভূলুণ্ঠিত হতে দেওয়া হবে না

সাংস্কৃতিক সমাবেশে বক্তারা

প্রতিনিধি, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যে সর্বনাশ করেছেন, বাংলাদেশের আর কোনো শাসক তা করেননি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে শেখ হাসিনার যে কারবার, এই কারবারের জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করতে হবে। দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও মুক্তিযুদ্ধের ধারায় দেশ চলবে। এর ব্যতিক্রম মানুষ মেনে নেবে না। মুক্তিযুদ্ধের যে অর্জন, সেগুলোকে কখনো ভূলুণ্ঠিত হতে দেওয়া হবে না।

গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্যের আয়োজনে শোষণ-বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রত্যয় নিয়ে 'দ্রোহ-দাহ-স্বপ্নযাত্রা' শীর্ষক সাংস্কৃতিক সমাবেশে বক্তারা এ কথাগুলো বলেন। গতকাল শুক্রবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এই সমাবেশ হয়। সমাবেশের শুরুতে জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানের শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সমাবেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি ১৩টি দাবি তুলে ধরে সেগুলো বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান বিবর্তন সংস্কৃতি কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান লাল্টু। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে জুলাই হত্যাকাণ্ডে জড়িত সব অপরাধীর বিচার নিশ্চিত করা; সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টে উসকানিদাতা অপশক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া; বিদেশে অর্থ পাচারকারীদের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া।

সমাবেশে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ফারহান ফাইয়াজের বাবা শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, 'যে বৈষম্যের জন্য আন্দোলন হয়েছিল, সেই বৈষম্যহীন একটা সমাজ আমরা চাই।'

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সহসভাপতি জামসেদ আনোয়ার (তপন) সভাপতিত্বে সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, প্রগতি লেখক সংঘের কোষাধ্যক্ষ দীনবন্ধু দাশ প্রমুখ বক্তব্য দেন। আলোচনা সভা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে দলীয় সংগীত পরিবেশন করেন উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসহ বেশ কয়েকটি সংগঠন। সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী সায়ানও। এ ছাড়া ছিল আবৃত্তি, ব্যান্ড, রক ও র‍্যাপ সংগীতের আয়োজন।

সেমিনারে শিক্ষকেরা

শিক্ষাক্রম এমন হবে, যেন অভিন্ন জাতীয় সত্তা গড়ে ওঠে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের শিক্ষাক্রম এমন করতে হবে, যেন অভিন্ন জাতীয় সত্তা গড়ে ওঠে। হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা হিন্দুধর্মের বই পড়লে এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা ইসলাম ধর্মের বই পড়লে দুটি ভিন্নধারা হয়ে যায়। এভাবে ভিন্নধারা, ভিন্নচিন্তা নিয়ে বড় হলে শিক্ষার্থীরা বড় হয়ে একসঙ্গে হতে পারবে না।

'প্রাথমিক শিক্ষা ও আমাদের প্রত্যাশা' শীর্ষক এক সেমিনারে শিক্ষকদের বক্তব্যে এসব বিষয় উঠে এসেছে। বৈষম্য নিরসনে প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন সমন্বয় পরিষদ গতকাল শুক্রবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এ সেমিনারের আয়োজন করে।

ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে না, উল্লেখ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন, হিন্দু শিক্ষার্থীরা হিন্দুধর্মের বই পড়বে, মুসলিম শিক্ষার্থীরা মুসলিম ধর্মের বই পড়বে—এ রকম করলে একটা অসুবিধা থেকেই যায়। দুটি ভিন্নধারা হয়ে যায়।

শিক্ষা খাতের সঙ্গে দেশের নিরাপত্তা জড়িত। তাই শিক্ষাকে বিশেষ খাত হিসেবে চিহ্নিত করে বাজেটে বাড়তি বরাদ্দ দেওয়ার পক্ষে মত দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক মো. তানজীমউদ্দিন খান। তিনি বলেন, একটি জাতি কেমন হবে, তা শিক্ষাব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক আজিজুর রহমান বলেন, শিক্ষার প্রথম কাজ হলো এমনভাবে মনন গড়া যে শিক্ষার্থীদের মনে এমন নীতিনৈতিকতার জন্ম নেয়, যেন তার মাধ্যমে কারও অকল্যাণ হবে না।

অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে শিক্ষা কমিশন হওয়া উচিত ছিল, যা হয়নি বলে উল্লেখ করেন অধ্যাপক খোরশেদ আলম।

ভারতেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা বঞ্চিত ছিলেন এবং আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁরা বৈষম্য কিছুটা দূর করতে পেরেছেন বলে উল্লেখ করেন পশ্চিমবঙ্গের ফকিরচাঁদ কলেজের সংগীত বিভাগের প্রধান উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মাহমুদা আক্তার মনে করেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকার প্রয়োজন নেই, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাই যথেষ্ট। সেসব কমিটিতে এমন কিছু লোক থাকেন, যাঁরা নানা বাজে মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমাজের সভাপতি শাহিনুর আল-আমীন। এ সময় তিনি লিখিত বক্তব্যে বেশ কিছু প্রস্তাব তুলে ধরেন। সূচনা বক্তব্য দেন বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. আবুল কাসেম। এ সময় আরও বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমিতির সভাপতি অজিত পাল, প্রাথমিক শিক্ষক সমাজের সভাপতি তপন কুমার মণ্ডল প্রমুখ।

অধিকাংশ চেয়ারম্যান 'পলাতক', সেবাপ্রার্থীদের ভোগান্তি

গাজীপুর

কাপাসিয়ার ১১টি ইউপির চেয়ারম্যানরা অনুপস্থিত থাকায় তাঁদের স্থানে সরকারি অফিসের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সেবা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

মাসুদ রানা, *গাজীপুর*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর 'পলাতক' রয়েছেন গাজীপুরের পাঁচ উপজেলার ৩৯টি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যানসহ সব জনপ্রতিনিধি। এতে ব্যাহত হচ্ছে নাগরিক সেবা। ওই ৩৯টি ইউপির মধ্যে ৭ জন চেয়ারম্যান নিয়মিত অফিস করলেও ৩৩ জন পলাতক।

তবে কাপাসিয়ার ১১টি ইউপির চেয়ারম্যানরা অনুপস্থিত থাকায় তাঁদের স্থানে সরকারি অফিসের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সেবা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে প্রশাসন থেকে।

গত বৃহস্পতিবার কালিয়াকৈরের মৌচাক ইউপিতে একটি নাগরিক সনদ সংগ্রহ করতে যান উপজেলার রতনপুর গ্রামের আছিয়া আক্তার। তিনি বলেন, 'দুই দিন ধরে নাগরিক সনদ সংগ্রহের জন্য আসছি। চেয়ারম্যান না থাকায় সনদ নিতে পারছি না।'

এলাকাবাসী ও সেবাপ্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সদর উপজেলায় চারটি ইউপির চারটিতেই চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতারা। শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর থেকেই তাঁরা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে অনেকে কয়েক দিন অফিস করেন। তবে জেলার থানাগুলোতে হত্যা ও হত্যাচেষ্টার ঘটনায় প্রায় এক ডজন মামলা করা হয়। এসব মামলার আসামিদের মধ্যে ইউপির চেয়ারম্যানদের নাম থাকায় তাঁদের আর দেখা যাচ্ছে না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ইউপির সচিব বলেন, তাঁর পরিষদের চেয়ারম্যান ঢাকার উত্তরার বাসায় অবস্থান করেন। প্রতিদিন গুরুত্বপূর্ণ নথি তাঁর উত্তরার বাসায় নিয়ে গেলে তিনি স্বাক্ষর করে দেন। পরদিন সেগুলো তাঁর বাসা থেকে আবার নিয়ে আসা হয়।

এলাকাবাসী বলেন, চেয়ারম্যানরা পলাতক থাকায় পরিষদের দাপ্তরিক কাজ স্থবির হয়ে পড়েছে। কাজে গতি ফিরিয়ে আনতে জরুরি ভিত্তিতে অনুপস্থিত চেয়ারম্যানদের পরিবর্তে বিকল্প ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

গত বৃহস্পতিবার সদর উপজেলার পিরুজালী ইউপিতে গিয়ে দেখা যায়, অনেক মানুষের ভিড়। তাঁদের কেউ জন্মনিবন্ধন, কেউ ট্রেড লাইসেন্স নিতে এসেছেন। কিন্তু চেয়ারম্যান মো. জালাল উদ্দিন না থাকায় তাঁরা সেবা পাচ্ছেন না। একই অবস্থা দেখা গেছে সদর উপজেলার বাড়িয়া, মির্জাপুর ও ভাওয়াল গড় ইউপিতে। এ ছাড়া কালিয়াকৈরের মৌচাক ইউপি, মধ্যপাড়া, চাপাইর, ফুলবাড়িয়া, শ্রীফলতলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যানদেরও পাওয়া যায়নি।

কাপাসিয়া ১১টি ইউপির চেয়ারম্যানরা কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় পরিষদের দায়িত্ব দেওয়া হয় উপজেলার সরকারি কর্মকর্তাদের। জনস্বার্থে গত ১১ সেপ্টেম্বর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) জারি করা আদেশে তাঁদের নিয়োজিত করা হয়।

গাজীপুর স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক (উপসচিব) মো. ওয়াহিদ হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, এরই মধ্যে কাপাসিয়ার ১১টি ইউপির চেয়ারম্যানদের সরিয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য ইউনিয়নের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যাঁরা অনুপস্থিত, তাঁদের বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ব্যবসায়ীদের মানববন্ধন

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক সাইজউদ্দিন আহম্মেদকে নির্দোষ দাবি করে তাঁর পক্ষে মানববন্ধন করেছেন বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা। উপজেলার সফিপুর বাজারে গতকাল শুক্রবার ওই মানববন্ধন করা হয়।

এর আগে গত সোমবার সাইজউদ্দিনের পক্ষে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল।

উপজেলার সফিপুর বাজার ব্যবসায়ী সমিতির কয়েকজন নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কয়েক দিন ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ছোটখাটো অনলাইন নিউজ পোর্টালসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সাইজউদ্দিনের নামে চাঁদাবাজি, দখল-বাণিজ্য ও ঝুট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করার সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে। এসব সংবাদ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তাঁকে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে হয়রানি করতে একটি মহল এসব চক্রান্ত করছে। বিএনপির নেতাদের বদনাম করার জন্য তাঁরা (ফ্যাসিবাদের দোসররা) দীর্ঘদিনের কামানো অবৈধ টাকা বিনিয়োগ করছেন।

মানববন্ধনে সফিপুর বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোতালেব হোসেন, বাজার কমিটির সদস্য ফজলুর রহমান, বাজারের ব্যবসায়ী আবদুল আজিজ, আওয়াল মোল্লা, মো. শাহ আলম, সফিকুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি নেতা সাইজউদ্দিন আহাম্মেদ সাংবাদিকদের বলেন, 'আমার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে অনেকেই নানা ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছেন।'

4-Bedroom Apartments at Bashundhara R/A

Beautifully designed South facing Apartments
Single Unit per Floor
Featuring Double-height Entrance, Reception, Community Space, Rooftop Garden and Barbecue Area etc.

By

SALE ENQUIRIES 16687 01713018405 01713186944

Asset Developments & Holdings Ltd
91 Gulshan Avenue
www.asset.com.bd

CREDENCE
for the inspired lifestyles

OFFERING LAVISH AND CONTEMPORARY APARTMENTS IN THE FOLLOWING LOCATIONS

3 BED & 4 BED APARTMENTS

- Gulshan (Lake View) — Road-13, Block-SW(D)
- Dhanmondi R/A — Road-9/A, Road-12, Road-16
- Banani — Road-17A
- Lalmatia — Block-B, C & D (Ready & Ongoing)
- Kalabagan — Bashiruddin Road, Lake Circus North Dhanmondi (Ongoing)
- Mohammadpur — Iqbal Road, Humayun Road, Babor Road
- Elephant Road
- Khilgaon — Shahid Baki Road
- Uttara — Sector-4 & 7 (Ready & Ongoing)
- Badda — Lake Road (Lake Facing)
- Adabor — Dhaka Housing

Apartment Size : 1078-2878 SFT. (1SFT.= 0.0929 SQM.)

Call for Details **16769**

Web: www.credencehousingltd.com, E-mail: credencehousingltd@gmail.com
Cell/WhatsApp: 01877772244, 01877772211, 01877772200
Planning Center: House-15B, Road-16 (Old-27), Dhanmondi, Dhaka

---

জনতা ব্যাংক পিএলসি
জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা
১১০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

(অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ১২(৩) ধারা অনুযায়ী)

এতদ্বারা সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, জনতা ব্যাংক পিএলসি, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, ১১০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ এর ঋণ খেলাপী গ্রাহক গ্যাট নীট টেক্স লিমিটেড, ঠিকানা : অফিস-হাউজ নং-৩০, রোড নং : ৩/এফ, সেক্টর-০৯, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ এবং কারখানা : ভাদাম, নিশাতনগর, টঙ্গী, গাজীপুর এর অনুকূলে মঞ্জুরকৃত ঋণের বিপরীতে নিম্ন তফসিলভুক্ত সম্পত্তি অত্র শাখায় বন্ধক প্রদান করা হয়। মঞ্জুরীপত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণ পরিশোধিত না হওয়ায় ঋণ খেলাপীতে পরিণত হয়। বারংবার তলব-তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও ঋণগ্রহীতা ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করেন নাই। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ৩০/০৯/২০২৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ঋণগ্রহীতার নিকট পাওনার পরিমাণ মোট ২২০,১৬,৭৯,৫২৭/- (দুইশত বিশ কোটি ষোল লক্ষ উনআশি হাজার পাঁচশত সাতাশ টাকা)। উক্ত ঋণের জামানতস্বরূপ ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধককৃত তফসিলভুক্ত সম্পত্তির বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রদান করায় অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩-এর ১২(৩) ধারা মোতাবেক উক্ত সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রেক্ষিতে ঋণ সমন্বয়কল্পে নিম্ন তফসিলভুক্ত বন্ধকী সম্পত্তি (যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে) আগামী ০৫/১১/২০২৪ ইং তারিখে নিলাম বিক্রয়ের জন্য নিম্নে বর্ণিত শর্তাদিতে সীলমোহরকৃত দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে। উল্লেখ্য, দরপত্র দাখিলের পূর্বেই নিলামে অংশগ্রহণকারী ইচ্ছুক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এতদসংক্রান্ত অতিরিক্ত কোন তথ্য (যদি প্রয়োজন হয়) অবগত হইবার জন্য অফিস চলাকালীন সময়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সহিত যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

তফসিল :

জেলা-গাজীপুর, থানা ও সাব-রেজিঃ অফিস : টঙ্গী, জেএল নং-সিএস-১২২, এসএ-১১৯, আরএস-২৯, মৌজা-ভাদামস্থিত, যাহার খতিয়ান নং-সিএস-৪৮, ৭০, এসএ-৭২, ১০৩, আরএস-১৫৪, ৩৫, দাগ নং- সিএস ও এসএ-৫০৩ (পাঁচশত তিন), ৪৯০ (চারশত নব্বই), আরএস-৫৩৪ (পাঁচশ চৌত্রিশ), ৫২০ (পাঁচশত বিশ), মোট জমির পরিমাণ ৭৫.০০ (পঁচাত্তর) শতাংশ। যাহার উপর ফ্যাক্টরী বিল্ডিং কাঠামো নির্মিত ও প্ল্যান্ট মেশিনারিজ যাহা স্থাপিত হইয়াছে।
এবং ভবিষ্যতে যাহা নির্মিত ও স্থাপিত হইবে তাহাসহ সমস্ত কিছু। চৌহদ্দি-উত্তরে :..., দক্ষিণে :..., পূর্বে :..., পশ্চিমে :...।

শর্তাবলী :

১) আগামী ০৫/১১/২০২৪ ইং তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকার মধ্যে জনতা ব্যাংক পিএলসি, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, ১১০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ এ রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে আগ্রহী ক্রেতাগণকে সাদা কাগজে পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখপূর্বক টেলিফোন নম্বরসহ স্বাক্ষরযুক্ত দরপত্র সীলমোহরকৃত খামে জমা দিতে হইবে এবং ঐদিন বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় টেন্ডার বাক্সে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ সংশ্লিষ্ট দরপত্রদাতাগণের সামনে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র কমিটি কর্তৃক খোলা হইবে।

২) প্রত্যেক দরদাতাকে উদ্ধৃত দর ১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হইলে ২০% উদ্ধৃত দর ১০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে কিন্তু ৫০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হইলে ১৫% উদ্ধৃত দর ৫০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হইলে ১০% এর সমপরিমাণ টাকার জামানতস্বরূপ যে কোন তফসিলি ব্যাংক হইতে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার এর মাধ্যমে জনতা ব্যাংক পিএলসি, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, ১১০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ এর অনুকূলে দরপত্রের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

৩) দরদাতা এক বা একাধিক তফসিলের জন্য দরপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। তবে একটি তফসিলভুক্ত আংশিক সম্পত্তির জন্য দরপত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৪) অনূর্ধ্ব ১০.০০ লক্ষ টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার ৩০ দিবসের মধ্যে ১০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে কিন্তু ৫০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৬০ দিবসের মধ্যে এবং ৫০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ দিবসের মধ্যে সর্বোচ্চ দরদাতাকে দরপত্রের সমুদয় মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে। ব্যর্থতায় আইনানুযায়ী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

৫) উপরোক্ত ০৪নং ক্রমিকে বর্ণিত শর্তের অধীনে জামানত বাজেয়াপ্ত হইলে উহার অর্থ সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবে সমন্বয় করা হইবে। পূর্বে বাজেয়াপ্তকৃত অর্থ এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর একত্রে সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর অপেক্ষা কম না হইলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে তফসিল সম্পত্তি নিলাম খরিদ করিতে আহ্বান করা হইবে। দ্বিতীয় দরদাতা আহূত হইবার পর ক্রমিক নং ০৪ এ বর্ণিত শর্তের সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং ব্যর্থতায় তাহার জামানত বাজেয়াপ্ত হইবে ও জামানতের টাকা দাবীকৃত টাকার সহিত সমন্বয় করা হইবে।

৬) দরপত্রে সম্পত্তির প্রস্তাবকৃত মূল্য অস্বাভাবিকভাবে অপর্যাপ্ত বা অপ্রতুল প্রতীয়মান হইলে শাখার নিলাম কমিটি/প্রধান কার্যালয়ে এস্টেট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃপক্ষ তাহা বাতিল করিতে পারিবেন।

৭) ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কোন কারণ ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

৮) সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ ও ক্রয়কৃত সম্পত্তির ট্যাক্সসহ যাবতীয় খরচ, বকেয়া খাজনা, বিল ইত্যাদি (যদি থাকে) নিলাম ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে।

৯) তফসিলভুক্ত সম্পত্তির উপর কোন সরকারী, আধাসরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, পিডিবি, পল্লী বিদ্যুৎ, গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন কর ইত্যাদিসহ অন্য যে কোনো পাওনাদারের পাওনা বা দাবি থাকলে তা পরিশোধে কোন দায়িত্ব ব্যাংক বহন করিবে না।

১০) সফল দরদাতাকে অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ মোতাবেক নিলামকৃত সম্পত্তির দখল প্রদান বা বুঝাইয়া দেওয়া হইবে।

১১) অকৃতকার্য দরদাতাদের জামানতের টাকা (আর্নেষ্টমানি) যথাসময়ে ফেরত দেওয়া হইবে। কম জামানত/জামানত বিহীন/ত্রুটিপূর্ণ দরপত্র সরাসরি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

মহাব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক পিএলসি
জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা
১১০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

গ্যারান্টেড রেজিস্ট্রেশন | প্রবাসী কনসাস উপহার

জীবনের সম্পূর্ণতা যেখানে

বসুন্ধরা আবাসিক-এ
১০০% রেডি এপার্টমেন্ট
১৪৮০-৩৬০০ বর্গফুট

RATUL PROPERTIES LTD. — Buy - Sell - Exchange
www.ratulproperties.com.bd
০১৩২২৮৪০০১১ - ০১৩২২৮৪০০১২

Comprehensive holdings
Always Aesthetical and Functional

Live in Style, Live in Luxury
@1250 - 2500 sft

Residential Project

Lalmatia | Bashundhara | Siddeshwari | Uttara
Sir Syed Road | Ring Road, Shymoli | Central Road | Green Road
Tejturi Bazar | East Raja Bazar | West Dhanmondi | Mirpur
Aftab Nagar | Katasur, Mohammadpur | R K Mission Road
K M Das Lane, Tikatuli | Gendaria (close to Dhup Khola Maath)
Katalgonj (Chattogram)

Commercial Shop / Office Space

Proposed Commercial Project Shatinagor @ 220 - 20000 sft | Dhanmondi (Satmasjid Road) @ 3805 - 7610 sft

HOTLINE 09610 000 900

---

27 YEARS OF MOVING FORWARD

SHAPTAK GRIHAYAN

LALMATIA
- SHAPTAK TALUKDER CORNER — SIZE: 2433 SFT
- SHAPTAK FALGUNI — SIZE: 2060 & 2100 SFT
- SHAPTAK SHAKHAWAT — READY APARTMENT — SIZE: 2254 SFT
- SHAPTAK NAZIMGARH — READY APARTMENT — SIZE : 2137 SFT

DHANMONDI
- 27 SHAPTAK SQUARE — COMMERCIAL SPACES

ELEPHANT ROAD
- SHAPTAK EMBRACE — SIZE : 1614 - 1820 SFT

INDIRA ROAD
- SHAPTAK HRID SPONDON — SIZE : 1805-1936 SFT

UTTARA
- SHAPTAK ANSHARAH — SIZE : 1900 & 1915 SFT

018 777 555 00
www.shaptak.com

রেডি/নির্মানাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়

এলাকা	আয়তন
★ বসুন্ধরা	১৭৬০-২৩০০ বঃ
★ জলসিড়ি	২৭৫০-২৮২৫ বঃ
★ উত্তরা	২৩৩০-২৯৭০ বঃ
★ বনশ্রী	১২২০-১৫১৫ বঃ
★ আফতাবনগর	১২০০-২৫০০ বঃ
★ বাড্ডা	১১৮০-১৪৩০ বঃ
★ হাতিরঝিল	২৫০০ বঃ
★ বাবর রোড	১৯৬০ বঃ
★ বায়তুলআমান	১২০০-১৪৬০ বঃ
★ মগবাজার	১২০০-১২১০ বঃ
★ বাসাবো	১১০০-১২০০ বঃ
★ মিরপুর	১৩৯০-১৯৫০ বঃ
★ কাঠালবাগান	১৩০০ বঃ
★ রাজাবাজার	১২৬৫-১৫২০ বঃ
★ তেজকুনিপাড়া	১১৭০-১৭৫০ বঃ
★ মিরবাগ	১৫০০ বঃ
★ মালিবাগ(ড. গলি)	৯৬০-১৩৭৫ বঃ
★ পাবনা	১৩৪০ বঃ

Basic Builders Ltd.
০১৭৫৫-৯১১৬১৭,০১৩২২-৮৮৫৯২০

প্রথমা — ঘরে বসে বই পেতে ভিজিট করুন www.prothoma.com

LAND WANTED
Aftabnagar & Banasree
for
Joint Venture Development
Call: 01729-014503, 01729-014509
Citylights
Real Estate Limited

এখন | প্রথম আলো
শ্রেণীভুক্তসহ সকল বিজ্ঞাপন ই-মেইল এর মাধ্যমে ডিজাইন পাঠিয়ে বিকাশ এর মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করে ছাপানো যাবে
email: ad@prothomalo.com
ফোন : ০২-৫৫০১২২১২, বিকাশ : ০১৯৫৫৫৫২০৭৬

Quality comes first, Profit is its logical sequence

Life style @**UTTARA**

Sector	Location
SECTOR 01	Plot-03, Road-08
SECTOR 03	Plot-03, Road-13 Plot-23, Road-14
SECTOR 07	Plot-11, Road-31 Plot-23, Road-26
SECTOR 12	Plot-10, Road-17/B

apartment size (1825-2244) sft

[1 sft=0.0929 sqm.]

A House of Total Quality, Trust & Faith
The Structural Engineers Ltd.
sel.com.bd | HOT LINE: 09666773344

While Delivered 2380+ Apartments, 1365+ Office Spaces, and 1280+ Shops Through 92 Iconic Real Estate Projects.

RESIDENTIAL
- Bashundhara
- Banasree (Ready)
- Aftabnagar ■ Jolshiri
- Cantonment R/A
- Matikata Main Road
- Uttara ■ Tongi
- Savar DOHS (Ready)

COMMERCIAL
- Motijheel (Fakirapool)
- Malibagh
- Banasree (Supershop)
- Karwan Bazar (Ready)
- Uttara ■ Tongi (Shop)
- Matikata Main Road

09666 777 551
tropicalhomesltd.com

TROPICAL HOMES

ভবন নির্মাণ
ডিজাইন
ইন্টেরিয়র
জমি আবশ্যক

দেশের যেকোন জায়গায় প্রতি বর্গফুট মাত্র
১৮৯০-১৯৯০ টাকায়
(ফাউন্ডেশন খরচ আলাদা) আমরা আধুনিক বাড়ি নির্মাণ,যৌথ উদ্যোগে বাড়ি নির্মাণ এবং সুলভমূল্যে বিল্ডিং ডিজাইন ও ইন্টেরিয়রের কাজ করি।

SNZ construction concept & properties Ltd
এস.এন.জেড কনস্ট্রাকশন কনসেপ্ট এন্ড প্রপার্টিজ লিঃ,আফতাবনগর, ঢাকা।
যোগাযোগঃ ০১৮৭৭-৭২৩৯৩৪,০১৮৭৭-৭২৩৯২৯

---

cpdl

STATE-OF-THE-ART SINGLE UNIT APARTMENT

Sector 7, Uttara, Dhaka

husna PALLADIUM

1850, 1975 sft

01755663636

/happycpdl.com

"Thanks to bti's magnificent design, which made sure our home had the bright, airy and spacious feel that we fell in love with!

Mr Nasim Uddin & Mrs. Sumaiya Siddika
Homeowners
Green Meadow, Bashundhara

SCAN HERE
btibd.com

স্কুল অবশ্যই শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ স্থান হতে হবে।

থাইল্যান্ডে শিক্ষকদের অবহেলায় দুই অসুস্থ শিক্ষার্থীর মৃত্যুতে *ব্যাংকক পোস্ট*-এর সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয়

ঝুঁকিতে মা ও শিশুর প্রাণ

কুড়িগ্রামে অপচিকিৎসা বন্ধ হোক

বাংলাদেশ প্রসূতি ও শিশুসন্তানদের চিকিৎসার হাল কতটা করুণ ও ভয়াবহ, তা জানা গেল *প্রথম আলো*র কুড়িগ্রাম প্রতিনিধির সরেজমিন প্রতিবেদনে। চরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সন্তান প্রসবের সময় সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। কাছাকাছি কোনো স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র নেই। বাধ্য হয়ে এসব মা হাতুড়ে ডাক্তার ও অপ্রশিক্ষিত ধাইয়ের শরণাপন্ন হন। এ কারণে কখনো সন্তান, কখনো মাকে জীবন দিতে হয়।

*প্রথম আলো*র খবর থেকে জানা যায়, কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার মশালের চরের গৃহবধূ জরিনা বেগম পল্লিচিকিৎসকের পরামর্শে 'অক্সিটোসিন' ইনজেকশন দেওয়ার ১০ মিনিট পর মৃত সন্তান প্রসব করেন। সাহেবের আলগা ইউনিয়নের গাঙচিলা গ্রামের সাজেদা বেগমকে দূরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেওয়ার সময় পথেই মারা যান তিনি। জরিনার সন্তান হারানো, সাজেদার মৃত্যুর নেপথ্যে অপচিকিৎসাই দায়ী।

প্রসবের জন্য জরায়ুর প্রসারণ ঘটাতে, প্রসবের গতি বাড়াতে এবং প্রসবের পর রক্তপাত বন্ধ করতে 'অক্সিটোসিন' ইনজেকশন ব্যবহৃত হয়। এটি পেশিতে বা শিরায় দেওয়া হয়। কুড়িগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের প্রসূতিবিশেষজ্ঞ নাসিমা খাতুন বলেছেন, পল্লিচিকিৎসকদের অসচেতনতা ও অপচিকিৎসায় প্রসূতি মা ও নবজাতকের জীবন গুরুতর ঝুঁকিতে পড়ছে।

শারীরিক অবস্থা পরীক্ষার পর প্রসূতিকে এই ইনজেকশন দিতে হয়। কিন্তু পল্লিচিকিৎসকেরা পরীক্ষা ছাড়াই ব্যথা উঠলে অক্সিটোসিন ইনজেকশন দিয়ে দেন।

জেলায় পল্লিচিকিৎসকদের অক্সিটোসিন ইনজেকশনের ব্যবহার নিয়ে সরকারি স্বাস্থ্যসেবার দুই বিভাগ—জেলা সিভিল সার্জন ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ে কোনো তথ্য নেই। এটা কী ধরনের কথা?

দৈবচয়নের ভিত্তিতে নাগেশ্বরীর নুনখাওয়া, উলিপুরের বেগমগঞ্জ ও সাহেবের আলগা এবং সদর উপজেলার যাত্রাপুর ও ঘোগাদহ ইউনিয়নের ১২টি দ্বীপচরের ৬০০ নারীর ওপর চালানো জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, ৬০০ জনের মধ্যে ৯৯ প্রসূতিকে ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই অক্সিটোসিন ইনজেকশন দিয়েছেন পল্লিচিকিৎসকেরা। এ কারণে প্রসবের সময় ৫৯টি নবজাতক ও ৬ জন প্রসূতির মৃত্যু হয়েছে। উল্লেখ্য, সনদপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের নির্দেশনা ছাড়া এই ইনজেকশন দেওয়া নিষিদ্ধ।

কেবল কুড়িগ্রামে যদি ৬০০ জনের মধ্যে ৫৯টি ও ৬ জন প্রসূতি মারা গিয়ে থাকেন, সারা দেশের চিত্রটা অনুমান করা কঠিন নয়। এই যে অপচিকিৎসার কারণে মা ও সন্তানেরা মারা যাচ্ছে, তার প্রতিকার কী। জেলা সিভিল সার্জন বা পরিবার পরিকল্পনা অফিস কী করছে?

স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তাব্যক্তিরা চিকিৎসাসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার দাবি করেন। কিন্তু তাঁরা সমস্যাগুলো সমাধানে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেন না। এ ক্ষেত্রে প্রথমে যেই কাজটি করা প্রয়োজন, তা হলো সন্তান ধারণ করার পর মায়েদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া, যাতে কোনো সমস্যা দেখা না দেয়। আর জটিলতা হলে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগ ও সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে। স্থানীয়ভাবে এ ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে জেলা সিভিল সার্জন ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের কাজে লাগাতে পারে।

প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ গরিব ও অসচেতন। এ কারণে কে সনদপ্রাপ্ত চিকিৎসক ও আর কার সনদ নেই, সেটা তাঁরা না জেনেই পল্লিচিকিৎসকদের কাছে গিয়ে প্রতারিত হন। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইনের ধারা ২৮(৩) অনুযায়ী, কেউ স্বঘোষিত চিকিৎসক বা ডেন্টাল চিকিৎসক বলে দাবি করলে বা পাস না করে নামের আগে চিকিৎসক পদবি লাগালে শাস্তির বিধান আছে। কিন্তু সেই শাস্তি কার্যকর করার কোনো উদ্যোগ নেই।

মানুষ নিরুপায় হয়েই হাতুড়ে চিকিৎসকদের কাছে যান। হাতের কাছে প্রশিক্ষিত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র থাকলে তাঁদের এভাবে প্রতারিত হতে হতো না। অপচিকিৎসা থেকে প্রসূতি ও সন্তানদের রক্ষার জন্য স্বাস্থ্য উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

হারানো ধানবীজ সংগ্রহ

আবু হানিফার উদ্যোগ ও কার্যক্রম প্রশংসনীয়

সমৃদ্ধ কৃষি অঞ্চল হিসেবে একসময় এ ভূখণ্ডের সুপরিচিতি ছিল। এখানকার অর্থনীতিও ছিল কৃষিভিত্তিক। সময়ের পরিক্রমায় পুঁজির বিকাশ ও শিল্পায়নের কারণে সেই কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি এখন ম্রিয়মাণ। কৃষি ও কৃষকের গুরুত্ব হয়ে গেছে সংকুচিত। হারিয়ে গেছে অনেক কৃষি ফসলের বীজ। বিশেষ করে শত শত ধানবীজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে অঞ্চল থেকে। সেসব ধানবীজ রক্ষার চেষ্টা দুরূহই বলা যায়। এরপরও কেউ কেউ সেই কঠিন কাজটি করে যান। তাঁদের মধ্যে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার একজন তরুণ আবু হানিফা।

মুক্তাগাছা উপজেলার ঘোগা ইউনিয়নের পারুলীতলা গ্রামের এই তরুণ ইতিমধ্যে মাঠে ২৫ জাতের ধানবীজ উৎপাদন করছেন। উচ্চফলনশীল জাতের ধানের আবাদে যখন স্থানীয় জাতের বিভিন্ন ধান বিলুপ্তির পথে, তখন হারানো ধানবীজ সংরক্ষণ ও উৎপাদন করে রাসায়নিকমুক্ত চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করছেন আবু হানিফা। তাঁর উদ্যোগ ও কার্যক্রম নিঃসন্দেহে খুবই প্রশংসনীয়।

সমাজের অন্য অনেক তরুণের মতো আবু হানিফার জীবনটা নির্ঝঞ্ঝাট ছিল না। শিশুকালে বাবাকে হারান তিনি। অভাবের সংসারের ভার এসে পড়ে তাঁর কাঁধে। পড়ালেখার পাশাপাশি বাজারে কেরোসিন বিক্রি করেছেন। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় সামান্য টাকার মজুরিতে একটি ধানবীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ নেন। ধান লাগানো, নিড়ানি দেওয়া, পরিচর্যা ও ফসল তোলা—সবই করতেন। এর মধ্যেও তিনি পড়ালেখা ছাড়েননি। ২০১৭ সালে এসএসসি পাসের পর ভর্তি হন কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে। সেই কোর্স শেষে ২০২০ সালে চাকরি ছেড়ে নিজেই বীজ উৎপাদন শুরু করেন। এককথায় বলতে গেলে অল্প বয়সেই একটি সংগ্রামী জীবন পাড়ি দিয়েছেন আবু হানিফা।

২৫ বছর বয়সী এই তরুণ শুধু বীজ উৎপাদনই করছেন না, হারানো ধানের একটি সংগ্রহশালাও গড়ে তুলেছেন। তিনি মনে করেন, কৃষকেরা বিলুপ্ত জাতের ধান চাষ করলে সার ও কীটনাশক কম লাগবে। এতে কৃষক ও দেশ-দুই-ই উপকৃত হবে। যদিও পুরোনো ধানের বীজ উৎপাদন করে এখনো লাভের মুখ দেখেননি তিনি। কারণ, স্থানীয় বাজারে এসব বীজের চাহিদা এখন খুবই কম। এরপরও সেসব ধানের উৎপাদন আবারও ফিরিয়ে আনতে বিনা মূল্যে কৃষকদের বীজ দিয়েছেন তিনি। আবু হানিফা বলছেন, এর মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মানুষ এ বীজগুলো সম্পর্কে জানবে। অনেকের আগ্রহ তৈরি হবে।

ধান-গবেষকেরা বলছেন, হানিফার মতো এমন কার্যক্রম অন্যান্য এলাকায়ও করা উচিত। কৃষি বিভাগ বলছে, হানিফার উদ্ভাবন সম্প্রসারিত হলে ধান উৎপাদনে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি আরও অনেককে কৃষিতে আগ্রহী করে তুলবে। আবু হানিফার মতো তরুণেরাই বাংলাদেশকে এগিয়ে নেবেন। কৃষি ও কৃষকের কল্যাণে তাঁর মতো আরও তরুণ এগিয়ে আসবেন, সেটিই প্রত্যাশা।

চিঠিপত্র

সরকারি সুপারশপ

বাংলাদেশের মানুষ বাজার সিন্ডিকেটের কাছে বরাবরই জিম্মি। বর্তমান সরকারও ধরাশায়ী হচ্ছে বড় বড় কোম্পানি, পাইকারি বিক্রেতা ও বাজার সিন্ডিকেটের কাছে। এই পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার জন্য বাজার পরিদর্শনের পাশাপাশি সমাধানের সবচেয়ে কার্যকর পথ হতে পারে সরকারি সুপারশপ প্রতিষ্ঠা করা। এই সুপারশপে শাকসবজি, ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, চাল, ডাল সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে কিনতে হবে এবং ভোক্তার কাছে বিক্রি করতে হবে। ভোক্তা ও কৃষকের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠান থাকলে জিনিসের মূল্য থাকবে জনগণের হাতের নাগালে।

ফলে একসময় বাজার সিন্ডিকেট ভাঙতে বাধ্য হবে। উদাহরণস্বরূপ, সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত সিএসডি বা ক্যান্টনমেন্ট স্টোরড ডিপার্টমেন্টে প্যাকেটজাত প্রতিটি জিনিসই মোড়কের গায়ে লেখা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য থেকে ৪০ টাকা পর্যন্তও কম রাখা হয়ে থাকে। সেখানে ৩২০ টাকার ফ্রোজেন পরোটা ২৮০ টাকায় বিক্রি করা হয়। সেনাপ্রধানের নির্দেশে গত মে মাস থেকেই সিএসডি সামান্য লাভ করে জিনিসপত্র বিক্রি করে আসছে।

সরকার নিয়ন্ত্রিত সুপারশপ তৈরি করে এভাবে সামান্য লাভে জিনিসপত্র বিক্রি করার উদ্যোগ নেওয়া এখন সময়ের দাবি। তাতে দেশের মানুষও উপকৃত হবে, বাজার সিন্ডিকেটও ভেঙে যাবে।

তাহসিনা জামান
শিক্ষার্থী, বিইউপি

রাষ্ট্র ও রাজনীতি

অন্তর্বর্তী সরকারের নতুন ইতিহাস বিচার

সোহরাব হাসান

অস্বীকার করার উপায় নেই যে গেল আওয়ামী লীগ সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে সীমাহীন লুটপাট ও দুর্নীতি করেছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে চরম স্বৈরতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা কায়েম করেছে। সমালোচনা ও বিরোধী কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে নিষ্ঠুর দমন-পীড়ন চালিয়েছে। মানুষের ভোটের অধিকার হরণ করেছে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করার পাশাপাশি তারা ইতিহাসকেও অনেকাংশে আত্মসাৎ করেছে, যার দায় দেশবাসীকে বহন করতে হবে বহু বছর।

তবে আওয়ামী লীগের ইতিহাস বয়ানকে অগ্রাহ্য করতে গিয়ে এমন কিছু করা ঠিক হবে না, যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাসকে ম্লান করে, প্রশ্নবিদ্ধ করে অতীতের সব অর্জন ও বিজয়গাথা।

দুর্ভাগ্য, আমাদের দেশে ক্ষমতার বদলের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু বদলে যায়। কেবল চেয়ার নয়, রাষ্ট্রের নীতিকৌশলও। কিন্তু এসব কতটা জনগণের কল্যাণে আর কতটা ভিন্ন কারণে, সেটা ভেবে দেখার বিষয়। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত সংবিধানে ১৭টি সংশোধনী আনা হয়েছে, যার বেশির ভাগই দলীয় ও ব্যক্তিস্বার্থে।

বিতর্কটা উঠেছে সম্প্রতি আটটি জাতীয় দিবস বাদ দেওয়া নিয়ে। দিবসগুলো হলো ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, ১৭ মার্চ জাতির পিতার জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস, ৫ আগস্ট শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী, ৮ আগস্ট বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস, ৪ নভেম্বর জাতীয় সংবিধান দিবস এবং ১২ ডিসেম্বর স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস।

আমরা জাতীয় দিবস পালন করি কেন? এর মাধ্যমে জাতীয় চেতনা তথা জনগণের আবেগ-অনুভূতি ধারণ করার চেষ্টা করা হয়। যেমন আমাদের স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, জাতীয় শহীদ দিবস, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও বাংলা নববর্ষ নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। আবার কোনো কোনো মহল যে বিতর্ক করেনি, তা-ও নয়।

বিগত সরকার অনেক কিছুর মতো জাতীয় দিবসকেও দলীয়করণ করেছিল। সরকারি অফিসে জোর করে এসব দিবস পালন করা হতো। এটা ছিল অন্যায়। সেই সঙ্গে এ কথাও মানতে হবে, উল্লিখিত আটটি দিবসের সবগুলোকে এক পাল্লায় মাপা ঠিক হয়নি। যেমন ৭ মার্চ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। যেমন ৪ নভেম্বর সংবিধান দিবসের তাৎপর্যও কম নয়। এসব নিয়ে বিতর্ক হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। অন্যদিকে দলীয় ও পারিবারিক বিবেচনায় অন্তত চারটি দিবস বাতিল নিয়ে কেউ প্রশ্ন করেননি। করবেন না। কিন্তু ৭ মার্চ ও ৪ নভেম্বরকে সেই কাতারে নিয়ে আসা কোনোভাবে সমীচীন হয়েছে বলে মনে হয় না। ১৫ আগস্টের বিষয়ে উচ্চ আদালতের দোহাই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সরকারকে মনে রাখতে হবে, এই উচ্চ আদালতের দোহাই দিয়েই বিগত আওয়ামী লীগ সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করেছিল।

তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম জাতীয় দিবস বাতিলের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন, আওয়ামী লীগের দলীয় দিবসগুলো জাতীয় দিবস হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব স্বীকার করেও বলেছেন, এটি জাতীয় দিবস হওয়ার মতো নয়। তিনি বলেছেন, 'আমরা তো ৭ মার্চকে ইতিহাস থেকে নাই করে দিচ্ছি না। শেখ মুজিবুর রহমানের গুরুত্বকে ইতিহাস থেকে নাই করে দিচ্ছি না। যেটা ইতিহাসের অংশ, নির্মোহভাবে ইতিহাস নতুন করে লেখা হবে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি...থাকবে। কিন্তু সেটি দিবস হিসেবে যে চর্চা, এটির একটি রাজনীতি আছে। গণ-অভ্যুত্থানের সরকার সেই রাজনীতি চলতে দিতে পারে না।'

> সবার ইতিহাস মূল্যায়ন এক হবে না, ব্যক্তি ও দলের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে। তবে এই ভিন্নতা নিয়েই আমাদের একটি জায়গায় আসতে হবে, যার ভিত্তি হবে গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধ। একাত্তরকে বাদ দিয়ে আমরা এগোতে পারব না

তবে নাহিদ ইসলাম নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না, এবার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে দেয়ালে ৭ মার্চের ভাষণ থেকেও অনেক উক্তি লিখিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক মনে করে কি না এই সরকার—এমন প্রশ্নের জবাবে নাহিদ ইসলাম বলেন, 'অবশ্যই না।' তিনি বলেন, 'এই ভূখণ্ডের লড়াইয়ের ইতিহাসে কেবল একজন না, বহু মানুষের অবদান রয়েছে। আমাদের ইতিহাস কিন্তু শুধু বায়ান্ন থেকে শুরু হয়ে যায়নি, আমাদের ইতিহাসের দীর্ঘ লড়াই আছে। ব্রিটিশবিরোধী লড়াই আছে, সাতচল্লিশের লড়াই আছে এই ভূখণ্ডের মানুষের, একাত্তরের লড়াই আছে, নব্বই আছে, চব্বিশ আছে।'

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, যোগেন মণ্ডল, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীসহ অনেক মানুষের লড়াই আছে উল্লেখ করে নাহিদ বলেন, 'আমরা তো মনে করি, এখানে একজন জাতির পিতা না; বরং অনেক ফাউন্ডিং ফাদারস রয়েছেন, যাঁদের অবদানের ফলে এই ভূখণ্ড, এই রাষ্ট্র, আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। ফলে আমরা এটিকে একটি দলে, একজন ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ করতে চাই না।'

আমরাও চাই, আমাদের এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যাঁর যেটুকু অবদান, সেটুকুর যথাযথ মূল্যায়ন হোক। কারও অবমূল্যায়ন কিংবা অতি মূল্যায়ন দেশ ও জনগণের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না।

তিনি ফাউন্ডিং ফাদারস হিসেবে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, যোগেন মণ্ডল, মাওলানা ভাসানীর নাম উল্লেখ করেছেন।

তথ্য উপদেষ্টা ইতিহাসকে বিভাগপূর্ব পর্যায় থেকে বিচার করতে চেয়েছেন; কিন্তু চট্টগ্রাম বিদ্রোহের নায়ক সূর্য সেনের নাম বলেননি। কেবল যোগেন মণ্ডলের নাম বলেছেন, যিনি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন। সেই যোগেন মণ্ডলকেও ১৯৫০ সালে রাতের আঁধারে দেশ ত্যাগ করতে হয়েছে।

নাহিদ ইসলাম নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, বাঙালির স্বাধিকার তথা স্বাধীনতার আন্দোলন বেগবান হওয়ার অনেক আগেই ১৯৬২ সালে এ কে ফজলুল হক এবং ১৯৬৩ সালে সোহরাওয়ার্দী মারা যান। আবুল হাশিম বেঁচে থাকলেও রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন না। মাওলানা ভাসানী তাঁর অবস্থান থেকে স্বাধীনতাসংগ্রামে অংশ নিয়েছেন।

কিন্তু স্বাধীনতার জন্য যেই মানুষটি পাকিস্তান আমলের অর্ধেক সময় ১২ বছর কারান্তরালে ছিলেন, তিনি শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৬৬ সালে তাঁর প্রণীত ছয় দফা কর্মসূচি দল-মতনির্বিশেষে পুরো জনগোষ্ঠীকে আন্দোলিত করে। উনসত্তরে আইয়ুব শাহির বিরুদ্ধে ছাত্ররা যে গণ-অভ্যুত্থান গড়ে তুলেছিল, তাদের ১১ দফায়ও ৬ দফা যুক্ত করা হয়েছিল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর এ দেশের মানুষ শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু অভিধায় অভিষিক্ত করেছিল। আর সত্তরের নির্বাচন হয়েছিল মূলত জাতিগত মুক্তির প্রশ্নে। সে সময়ে বামপন্থীদের 'ভোটের আগে ভাত চাই' স্লোগান মানুষ গ্রহণ করেনি। শেখ মুজিব একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় পাকিস্তানের কারাগারে ছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমান যে পঞ্চাশের দশক থেকে পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে দেওয়া তাঁর বক্তৃতাই এর প্রমাণ দেবে। এ ছাড়া তিনি স্বাধীনতার পক্ষে সংগ্রাম করতে ষাটের দশকের শুরুতে বাম নেতাদের সঙ্গেও বৈঠক করেন।

তাই আমরা মনে করি, শেখ হাসিনার সরকারের আমলের দুর্নীতি, দুঃশাসন ও দমন-পীড়নের কারণে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভূমিকা অগ্রাহ্য করা ঠিক হবে না। একাত্তরের ২৬ মার্চের আগের নেতা শেখ মুজিব ও পরের শাসক মুজিবও এক নন। শাসক হিসেবে তিনি অনেকাংশে ব্যর্থ ছিলেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ বিরোধী দলকে কোনো জায়গা দেননি। পঁচাত্তরে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা তাঁর কঠোর সমালোচনা করব; কিন্তু স্বাধীনতাসংগ্রামে তাঁর নেতৃত্বকে অস্বীকার করা যাবে কী করে।

এই প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ও ১৫ আগস্টকে দেখতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকার ৭ মার্চকে জাতীয় দিবস থেকে ছেঁটে ফেলল, অথচ ইউনেসকো একে বিশ্ব হ্যারিটেজের অংশ হিসেবে ঘোষণা করেছে। কোনো দিবসে সরকারি ছুটি থাকল কি থাকল না, সেটা বড় বিষয় নয়; বড় বিষয় হলো ইতিহাসকে আমরা কীভাবে দেখব।

শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার ইতিহাসকে দলীয়করণ করতে গিয়ে জাতিকে বিভক্ত করেছে, তার আগে যারা (বিএনপি ও জাতীয় পার্টি) ক্ষমতায় ছিল, তারাও বিভক্ত করেছে। কোনো বিভক্ত জাতি এগোতে পারে না। ভারতের সব মানুষ করমচাঁদ গান্ধীকে জাতির পিতা হিসেবে মানে না, কট্টরপন্থীরা তাঁকে হত্যা করেছে। বিজেপির অনেকে গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসেকেই বীর মানে। তারপরও ভারত গান্ধীকে জাতির পিতা মানে। তিনি সেই দেশের প্রধান নেতা। তাঁকে নিয়ে ভারতে এত বিতর্ক হয়নি, যা হয়েছে এখানে শেখ মুজিবকে নিয়ে। শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমানই এ স্বাধীনতার প্রধান নেতা। আমরা তাঁকে জাতির পিতা স্বীকার করি বা না করি।

অন্তর্বর্তী সরকারের যে সিদ্ধান্তটি অনেককে সবচেয়ে বেশি পীড়িত করেছে, সেটি হলো সংবিধান দিবসকে বাতিল করা। এটি সরকারি ছুটি ছিল না। পৃথিবীর সব দেশেই সংবিধান দিবসকে বিশেষ মর্যাদা দেয়। ভারত, পাকিস্তানসহ অনেক দেশে সংবিধান দিবসে সরকারি ছুটি থাকে। স্বাধীনতার আড়াই বছর পর ভারত সংবিধান রচনা করে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি। পাকিস্তান সংবিধান রচনা করে স্বাধীনতার ৯ বছর পর—১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ। ভারত সেই দিনকে প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে পালন করে; পাকিস্তান করে পাকিস্তান দিবস হিসেবে। আর মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ মাত্র ১০ মাসে সংবিধান রচনা করার গৌরব অর্জন করেছে। পরবর্তীকালে কাটাছেঁড়া করে সংবিধানকে যত বিতর্কিত করা হোক না কেন, মূল সংবিধানে নিবর্তনমূলক কোনো আইন ছিল না।

সংবিধান দিবসটি জাতীয় মর্যাদা পাওয়ার পেছনেও আইনজীবী ও পেশাজীবীদের অনেক সংগ্রাম ছিল। ২০২২ সালের নভেম্বরে এক সাক্ষাৎকারে আইনজীবী ড. শাহদীন মালিক বলেছিলেন, 'সংবিধান দিবসের স্বীকৃতি এবং সেটা অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পালন করা উচিত।' ১৯৯৯ সালে সংবিধান প্রণয়ন কমিটির ৩৪ জনের মধ্যে জীবিত থাকা ১৯ জনকে সম্মাননা জানিয়ে তাঁরা বড় অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁর মন্তব্য ছিল, 'সব সরকারই মুখে আইনের শাসনের কথা বলে, কিন্তু আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সংবিধানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি তারা বোঝে না।'

বাংলাদেশের মানুষ আন্দোলন-সংগ্রাম করে যে সংবিধান দিবসের স্বীকৃতি আদায় করেছে, অন্তর্বর্তী সরকার সেটি বাতিল করে দিল কোন যুক্তিতে? এতে যে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের কথা আছে, সেটা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবে?

আওয়ামী লীগ সরকার করেছে বলে সবকিছু বাদ দেওয়া যায় না। আওয়ামী লীগ সরকার তো আমাদের জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতও ঠিক করেছে। তাই বলে আমরা কি জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকাও বাদ দেব?

সবার ইতিহাস মূল্যায়ন এক হবে না, ব্যক্তি ও দলের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে। তবে এই ভিন্নতা নিয়েই আমাদের একটি জায়গায় আসতে হবে, যার ভিত্তি হবে গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধ। একাত্তরকে বাদ দিয়ে আমরা এগোতে পারব না।

● **সোহরাব হাসান** *প্রথম আলো*র যুগ্ম সম্পাদক ও কবি
sohrabhassan55@gmail.com

নদী সুরক্ষা আন্দোলন

প্রবীণ নদীকর্মীর ছেঁড়া পাঞ্জাবি ও দখলদারপন্থী প্রশাসন

তুহিন ওয়াদুদ

কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাটে ব্যাপক জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। অবৈধ দখলদারদের স্থাপনার কারণে চাকিরপশার নদের পানি নেমে যেতে না পারায় এই জলাবদ্ধতা। কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসকের নির্দেশে সম্প্রতি জলাবদ্ধতার অবস্থা দেখতে এসেছিলেন কুড়িগ্রাম কৃষি বিভাগের কয়েকজন কর্মকর্তা।

কীভাবে, কতটুকু দখল হয়েছে, তার দাগ নম্বরসহ বলতে পারেন নজির হোসেন। তিনি প্রামাণ্য কাগজপত্র নিয়ে এসেছিলেন। ৮৭ বছর বয়স তাঁর। তিনি অত্যন্ত গরিব। চাকিরপশার নদ আন্দোলনে তিনি সারা জীবনে লাখখানেক টাকা ব্যয় করেছেন। তাঁর নামে অনেক মামলাও হয়েছে। এখনো মামলা চলমান। চাকিরপশার কীভাবে প্রভাবশালীরা লুট করেছে, তিনি তা জানেন। এই বয়সে ঠিকমতো কানেও শোনেন না। সেই নদী-অন্তঃপ্রাণ নজির হোসেনকে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তার সামনে টানাহেঁচড়া করে, মেরে, পাঞ্জাবি ছিঁড়ে দিয়ে হাত থেকে টাকা ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ছিনিয়ে নিয়েছে অবৈধ দখলদার। নদীতে ডোবানোর হুমকিও দিয়েছে তারা।

জনসম্পত্তি অবৈধভাবে দখল করার পর আন্দোলনকারীদের ওপর চড়াও হওয়া, প্রশাসনের আনুকূল্য লাভ করা কেবল বাংলাদেশেই সম্ভব। পৃথিবীর আর কোথাও এমনটা আছে কি না, তা জানা নেই। প্রবীণ নজির হোসেন দীর্ঘদিন ধরে অন্তর্বর্তী সরকারের পানিসম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছেন। দুই বছর ধরে তাঁর বড় ইচ্ছা, তিনি রিজওয়ানা হাসানকে একবার বাড়িতে দাওয়াত করে খাওয়াবেন। এমন সহজ-সরল লোকটি যখন স্বপ্ন দেখছিলেন নদ উদ্ধারের, ঠিক তখনই তাঁকে যেভাবে লাঞ্ছিত করা হলো, তা আমাদের সামষ্টিক লজ্জার। এই লজ্জা কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসককে স্পর্শ করে কি না, জানি না। ছেঁড়া পাঞ্জাবিতে তাঁর দাঁড়িয়ে থাকার ছবি আর তাঁকে টানাহেঁচড়া করার বর্ণনা শুনে আমি চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। নজির হোসেন ভাইয়ের কাছে আমাদের মাফ চাওয়া ছাড়া আর কী করার আছে!

কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসন যদি দায়িত্বশীল হতো, তাহলে চাকিরপশার নদের এক ইঞ্চি জায়গাও বেদখল হতো না। এমনকি তারা যদি উদ্ধারে সচেষ্ট হতো, তাহলেও এমন ঘটনা ঘটত না।

মার খাওয়া, মামলার শিকার হওয়া আর নানান ধরনের হুমকি পাওয়া চাকিরপশার নদ সুরক্ষা কমিটির সদস্যদের নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এ কমিটির সমন্বয়ক হিসেবে আমার নামেও দুটি মামলা আছে। আহ্বায়ক, সদস্যদের নামেও অনেক মামলা। চাকিরপশারের অবৈধ দখলদারেরা আমাকে রাজারহাট উপজেলায় অবাঞ্ছিতও ঘোষণা করেছে। এ যদি হয় পরিস্থিতি, তাহলে কীভাবে নদী টিকবে? নদীকে ঘিরে কৃষিভিত্তিক সমাজ কীভাবে টিকবে? পরিবেশ-প্রাণ-প্রকৃতি টিকবে কীভাবে?

নদী-অন্তঃপ্রাণ নজির হোসেনকে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তার সামনে লাঞ্ছিত করে অবৈধ দখলদারেরা। তাঁকে নদীতে ডোবানোর হুমকিও দিয়েছে তারা। কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাটে। ছবি : সংগৃহীত

আওয়ামী লীগের দুঃশাসনের কালে দখলদারেরা নিজেদের পরিচয় দিতেন আওয়ামী লীগের নেতা। তখন তাঁরা আন্দোলনকারীদের জামায়াত-বিএনপি বলে সংবাদ সম্মেলন-মানববন্ধন করতেন। বর্তমানে একই দখলদারেরা আন্দোলনকারীদের আওয়ামী লীগ বলে মানববন্ধন করছেন। আন্দোলনকারীদের সরকারবিরোধী প্রমাণ করাই তাঁদের চেষ্টা।

একজন নব্য দখলদার জুটেছে। তিনি স্থানীয় একটি পত্রিকার মালিক। পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয় না। আন্দোলনকারীদের নামে হেন অপবাদ নেই, যা ওই পত্রিকা লিখছে না। এত কিছুর মধ্যেও থেমে নেই আন্দোলন।

উচ্চ আদালতের কিংবা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের অবৈধ দখল উচ্ছেদের নির্দেশনা আমলেই নিচ্ছে না কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসন। গত ছয় বছরে আন্দোলন চলাকালে তিনজন জেলা প্রশাসক, রাজারহাট উপজেলার জনা ছয় ইউএনও, এর চেয়ে বেশি এসি ল্যান্ড বদলি হয়েছেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের কয়েকজন চেয়ারম্যানও বদল হয়েছেন। কেবল এডিসি উত্তম কুমার তিন ডিসির আমলে বহাল আছেন। আন্দোলনকারীদের দীর্ঘদিনের আশঙ্কা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) অবৈধ দখলদারদের রক্ষাকর্তা। তিনি সম্প্রতি আন্দোলনকারীদের ডেকেছিলেন নদের পারে। সেখানে অনেক অবৈধ দখলদারও ছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে আন্দোলনকারীদের হেনস্তা করা হয়েছে। তিনি কোনো প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেননি। শর্ষের মধ্যে ভূত রেখে কুড়িগ্রাম প্রশাসন চলছে কি না, এই প্রশ্ন বারবার তোলা হলেও তিনি বহাল আছেন।

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) প্রধান নির্বাহী হিসেবে সৈয়দা রিজওয়ানা চাকিরপশার পরিদর্শন করেছেন দুই বছর আগে। এক বছরের বেশি হয়েছে উচ্চ আদালতে তিনি চাকিরপশার থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের আদেশ চেয়ে মামলা করেছিলেন। উচ্চ আদালত সেই নির্দেশনাও দিয়েছেন। সেই নির্দেশনা আমলে নেওয়া হয়নি। সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে নির্দেশনা দিলেও সেই নির্দেশনাও পালন করেননি জেলা প্রশাসক। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে বারবার বলা হলেও তিনি সেসবের ভ্রুক্ষেপ করেননি।

জেলা প্রশাসকের অবহেলার কারণে হাজার হাজার কৃষকের ফসল পানিতে ডুবে গেছে। সিএস, এসএ, আরএস রেকর্ড এবং গেজেটে সরকারি স্থানে তিনটি পুকুর আছে। সেই পুকুর তিনটির পাড় ভেঙে দিলে এই কৃষকদের ফসল পানির নিচে ডুবত না। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক তাঁর কার্যালয়ে গিয়ে লিখিত দিলেও কোনো কাজ হয়নি।

কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলার সদর ইউনিয়নের ইটাকুড়ি নামের নিম্নাঞ্চল থেকে একটি প্রাকৃতিক প্রবাহ বর্তমানে উলিপুর উপজেলার থেতরাই নামক স্থানে তিস্তা নদীতে মিলিত হয়েছে। প্রবাহটির কোথাও নাম চাকিরপশার, কোথাও মরা তিস্তা, কোথাও বুড়ি তিস্তা। এই প্রবাহের পাঁচটি মৌজা সিএস রেকর্ডে বিল শ্রেণিভুক্ত। এখানে অবৈধ দখল আছে প্রায় আড়াই শ একর জমি। স্থানীয় প্রশাসন এই দখলদারের পরম বন্ধু হয়ে আছে। আগে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দখলদারেরা বুক উঁচিয়ে বেড়িয়েছে, এখন বিএনপির নামে। তবে এখনো মূল বিএনপির লোকজন দখলদারদের নেতা হয়ে ওঠেননি।

কেউ কেউ কিছু অংশে নিজেদের দখলদারি বজায় রাখার জন্য নিম্ন আদালতের রায় নিয়েছেন। দখল হওয়া জমির মালিক সরকার। এ জমি সরকার বিক্রি করেনি, বন্দোবস্ত দেয়নি, বিক্রি কিংবা বন্দোবস্ত দেওয়ার অধিকারও নেই। সেই জমি ব্যক্তির হওয়ার সুযোগ আইনগতভাবে নেই। আপিল করলেই সেই রায় বদলে যাবে বলে মনে করি। কিন্তু জেলা প্রশাসক এই আপিল করেন না। বিল অংশে অনেকখানি জমি কবুলিয়ত দিয়েছেন জেলা প্রশাসক। জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব সেই কবুলিয়ত বাতিল করা। তিনি সেটিও করেননি। অনেক জমি আছে, যেগুলোর নিরঙ্কুশ মালিক সরকার। সেগুলো থেকেও অবৈধ দখল উচ্ছেদ করছেন না।

বিলের ১৪১ একর জমি লিজ দেওয়া হতো। গত নব্বইয়ের দশকে উন্মুক্ত প্রবাহটিকে বদ্ধ জলাশয় নাম দিয়ে লিজ দেওয়া শুরু হয়েছিল। বছর দুয়েক আগে আন্দোলনের মুখে রংপুর বিভাগীয় কমিশনারের উদ্যোগে আবারও উন্মুক্ত ঘোষণা করা হয় এবং বন্দোবস্ত বন্ধ করা হয়। এ কাজে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতিরও (বেলা) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই প্রবাহের ওপর একটি আড়াআড়ি পাকা সড়ক তৈরি করা হয়েছে। সেখানে কোনো সেতু নেই। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জাতীয় নদীরক্ষা কমিশন, উচ্চ আদালতের প্রতিটি নির্দেশনায় সেখানে একটি সেতু স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। এখনো সেই সেতু হয়নি।

নদী উদ্ধারে জেলা প্রশাসকদের অবশ্যই শক্ত জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। জেলা প্রশাসক নদী উদ্ধারে অবহেলা করলে তাঁর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা গেলেই কেবল নদী বাঁচানো সম্ভব। নয়তো কেবল চাকিরপশার নয়, দেশের কোনো নদী বাঁচানো সম্ভব নয়।

● **তুহিন ওয়াদুদ** বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং নদীরক্ষাবিষয়ক সংগঠন রিভারাইন পিপলের পরিচালক
wadudtuhin@gmail.com

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

ডিএনএ ও প্রোটোপ্লাজম

ডিএনএ-এর পূর্ণ নাম হলো ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড। ডিএনএ প্রোটোপ্লাজমের প্রধান উপাদান। এটি বংশগতির রাসায়নিক ভিত্তি।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

গণিত | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

রণজিৎ কুমার শীল, *সিনিয়র শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা : ৩

 # এক কথায় উত্তর

১. Logarithm শব্দটির অর্থ কী?
২. লগারিদম শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন কে?
৩. কোন ভাষার শব্দ থেকে Logarithm শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে?
৪. স্বাভাবিক লগারিদমের ভিত্তি কত?
৫. সাধারণ লগারিদমের ভিত্তি কত?
৬. স্বাভাবিক লগারিদম প্রথম কে প্রকাশ করেন?
৭. 10 ভিত্তিক লগারিদম প্রথম কে প্রকাশ করেন?
৮. সূচক সমীকরণের সাধারণ রূপটি লেখো।
৯. $Log_b a = n$ সমীকরণে b কে কী বলে?
১০. Logos শব্দের অর্থ কী?
১১. Arithmos শব্দের অর্থ কী?
১২. $Log_e 1$ = কত?
১৩. $Log_a a$ = কত?
১৪. $Log_b n$ এর ক্ষেত্র n কে কী বলে?
১৫. $Log_5 \sqrt{5}$ এর মান কত?
১৬. $Log_a PQ$ = কত?
১৭. $5Log_5 25$ = কত?
১৮. $3log5 - 2Log3$ = কত?
১৯. $2log_4 2 + Log_6 216$ = কত?
২০. চক্রবৃদ্ধি মুনাফার মূলধনের সূত্রটি লেখো।
২১. বস্তুর অবচয়ের সূত্রটি লেখো।
২২. ভূমিকম্পের মাত্রা নির্ণয়ের সূত্র বের করেন কে?

২৩. আদর্শ ভূমিকম্পের তীব্রতা কত?
২৪. আদর্শ ভূমিকম্পের মাত্রা কত?
২৫. ভূমিকম্প পরিমাপ করার যন্ত্রের নাম কী?
২৬. রিখটার স্কেলে ব্যবহৃত লগের ভিত্তি কত?
২৭. 5 মাত্রার ভূমিকম্পের চেয়ে 8 মাত্রার ভূমিকম্প কত গুণ বেশি শক্তিশালী?
২৮. ডেসিবেল একককে শব্দের মাত্রা পরিমাপ করার সূত্রটি লেখো।
২৯. কত তীব্রতার কম শব্দ মানুষ শুনতে পায় না?
৩০. $5 Log_5 25$ = কত?
৩১. নির্দিষ্ট সময় পর বস্তুর মূল্যহ্রাসকে কী বলে?
৩২. $C Log b = C^2 Log a$ হলে $Log_a c$ = কত?
৩৩. $Log_3 x = Log_3 15 + Log_3 8 - Log_3 3$ হলে x = কত?
৩৪. 12.5% চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হারে মূলধন প্রায় কত বছরে দ্বিগুণ হবে?
৩৫. 324 সূচকীয় রাশির ঘাত 4 হলে ভিত্তি কত?
৩৬. লগারিদমের ভিত্তি ও সূচকের ভিত্তির মধ্যে সম্পর্ক কী?
৩৭. $a^x = a^{2y}$ হলে y কে x এর মাধ্যমে প্রকাশ করলে কী সম্পর্ক পাওয়া যাবে?
৩৮. $a^{2x} = 1$ হলে x এর মান কত?
৩৯. anti $Log_2 x$ কী ধরনের ফাংশন?
৪০. $Log_{4\sqrt{2}} 1$ এর মান কত?
৪১. $lnx = a Log_{10} x$ হলে a এর মান কত?
৪২. $5^{4x+8} = 7^{4x+8}$ হলে x = কত?
৪৩. $Log_x (\sqrt{x} . \sqrt[4]{x})$-এর মান কত?
৪৪. $\sqrt[n]{128} = 2$ হলে n এর মান কত?
৪৫. ক্যাসেট থেকে প্রাপ্ত শব্দের তীব্রতা $5 \times 10^{-2} w/m^2$ হলে শব্দের মাত্রা কত?

উত্তর

১. সংখ্যার অনুপাত, ২. জন নেপিয়ার, ৩. গ্রিক, ৪. e, ৫. 10, ৬. জন নেপিয়ার ৭. হেনরি ব্রিগস ৮. $b^n = a$ ৯. লগের ভিত্তি, ১০. অনুপাত, ১১. সংখ্যা, ১২. 0, ১৩. 1, ১৪. লগের আর্গুমেন্ট, ১৫. $\frac{1}{2}$, ১৬. $Log_a p - Log_a Q$, ১৭. 10, ১৮. $Log \frac{125}{9}$ ১৯. 4, ২০. $A = P(1+r)^n$, ২১. $P_T = P(1-R)^T$, ২২. চার্লস ফ্রান্সিস রিখটার, ২৩. 1 micron বা $\frac{1}{1000}$ সেমি, ২৪. 0, ২৫. সিসমোগ্রাফ, ২৬. 10, ২৭. 1000 গুণ, ২৮. $d = 10 Log_{10} (\frac{1}{S})$, ২৯. $10^{-12} w/m^2$, ৩০. 10, ৩১. অবচয়, ৩২. Logb, ৩৩. 40, ৩৪. 6 বছর ৩৫. $3\sqrt{2}$, ৩৬. সমান, ৩৭. $y = \frac{x}{2}$, ৩৮. 0, ৩৯. সূচকীয় ফাংশন, ৪০. 0, ৪১. 2.303, ৪২. -2, ৪৩. $\frac{3}{4}$ ৪৪. 7, ৪৫. 107dB (প্রায়)

ইংরেজি

Experience 8

ইকবাল খান, প্রভাষক
বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা
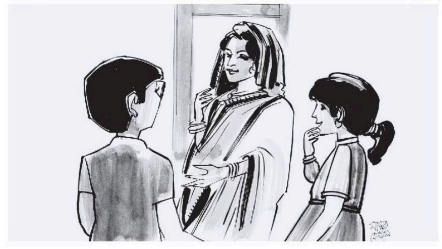
 # Questions

A. Answer the following questions.

i. What does the poet express in the poem?
ii. What does the speaker imagine?
iii. What does the phrase 'If I had but two little wings' mean
iv. 'But thoughts (চিন্তা) like these are idle things.' What does the poet express using this line?
v. What did the poet want to be?

Answer to the question no A

i. The poet expresses a longing for escape and freedom through the metaphor of flight.
ii. The speaker imagines having wings like a bird, enabling them to leave behind the troubles and confinements of earthly life.
iii. The phrase "If I had but two little wings" is a metaphorical expression that suggests a desire for freedom or the ability to escape from a difficult situation. It implies a longing for the capability to soar above one's current circumstances, much like a bird with wings. This sentiment is often used in literature and poetry to convey a yearning for independence or a sense of limitation in one's current state.
iv. He expresses that in reality he is not capable to do what he likes to do.
v. He wanted to be a little bird with feathers with capability of flying.

B. Read the poem and express your feeling.

Answer to the question no B

'If I Had But Two Little Wings' is a poem by Samuel Taylor Coleridge, in which the poet expresses a longing for escape and freedom through the metaphor of flight. The speaker imagines having wings like a bird, enabling them to leave behind the troubles and confinements of earthly life. The poem captures a sense of yearning for a peaceful and carefree existence, far from the worries and constraints of the world. The imagery of wings and flight symbolizes the desire for liberation and the ability to transcend difficulties, seeking solace in a more serene and idyllic realm.

ষষ্ঠ শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বিজ্ঞান | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

আমিনুল ইসলাম, *প্রভাষক*
উত্তরা মডেল স্কুল, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ১, অধ্যায় ২

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মহাকর্ষ বলের সূত্র প্রকাশ করেন কে?
ক. অ্যারিস্টটল খ. গ্যালিলিও
গ. টলেমি ঘ. নিউটন

২. কত সালে মহাকর্ষ বলের সূত্র প্রকাশিত হয়?
ক. ১৫৬৪ সালে খ. ১৬৬৪ সালে
গ. ১৭৬৪ সালে ঘ. ১৮৬৪ সালে

৩. পৃথিবীকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের মডেলের প্রবক্তা কে?
ক. কোপার্নিকাস খ. টলেমি
গ. অ্যারিস্টটল ঘ. ইরাটোসথেনিস

৪. কত দিন মানুষ টলেমির যুক্তি সমর্থন করেছিল?
ক. প্রায় ১০০০ বছর খ. প্রায় ২০০০ বছর
গ. প্রায় ৩০০০ বছর ঘ. প্রায় ১০০০০ বছর

৫. গ্যালিলিও কী ব্যবহার করে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করলেন?
ক. টেলিস্কোপ খ. দর্পণ
গ. অণুবীক্ষণ যন্ত্র ঘ. লেন্স

টলেমি

৬. আপতিত কোণের পার্থক্য ও তার মাঝখানের দূরত্ব থেকে ইরাটোসথেনিস অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পৃথিবীর কী মেপেছিলেন?
ক. আয়তন খ. ব্যাসার্ধ
গ. ভর ঘ. ওজন

৭. সূর্য আমাদের পৃথিবী থেকে কত কোটি কিলোমিটার দুরে অবস্থিত?
ক. ১৩ কোটি খ. ১৪ কোটি
গ. ১৫ কোটি ঘ. ১৬ কোটি

৮. সূর্যকে নক্ষত্র বলা হয় কেন?
ক. এটি স্থির থাকে বলে
খ. এর নিজস্ব আলো আছে বলে
গ. এর নিজস্ব রং আছে
ঘ. এটি গ্যাসীয় পিণ্ড বলে

৯. সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ কোনটি?
ক. শুক্র খ. পৃথিবী
গ. মঙ্গল ঘ. বুধ

১০. সৌরজগৎ সৃষ্টির জন্য কোন ঘটনার প্রভাব ছিল?
ক. গ্যালাক্সি সৃষ্টির ঘটনা
খ. চাঁদের উদ্ভব গ. সুপারনোভা বিস্ফোরণ
ঘ. ব্ল্যাকহোলের সৃষ্টি

১১. গ্যাসপিণ্ডের ৯৯% পদার্থ কেন্দ্রে জমা হয়ে কী সৃষ্টি করেছিল?
ক. ব্ল্যাকহোল খ. নতুন গ্রহ
গ. সূর্য ঘ. নতুন নক্ষত্র

১২. গ্যাসপিণ্ডের ১% পদার্থ কী দিয়ে তৈরি হয়েছিল?
ক. ব্ল্যাকহোল খ. সৌরজগতের গ্রহ
গ. ধূমকেতু ঘ. শিলাপিণ্ড

১৩. সূর্য আমাদের সৌরজগতের মোট ভরের কত শতাংশ ধারণ করে?
ক. ৯৮% খ. ৯৯.৮৬%
গ. ৯৫% ঘ. ৯৯%

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ২ : ১. ঘ ২. খ ৩. খ ৪. খ ৫. ক ৬. খ ৭. গ ৮. খ ৯. ঘ ১০. গ ১১.গ ১২. খ ১৩. খ

অষ্টম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

গণিত | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

রমজান মাহমুদ, *সিনিয়র শিক্ষক*
গবর্নমেন্ট সায়েন্স হাইস্কুল, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৩

 # এক কথায় উত্তর দাও

১৬. ঘনকের আয়তন কত?
১৭. আয়তাকার ঘনবস্তুর আয়তন কত?
১৮. $(a+b)(a^2-ab+b^2)$ = কত?
১৯. $(a+b+c)3$ = কত?
২০. x ও y এর গসাগু m হলে x^3 ও y^3 এর গসাগু কত হবে?
২১. ঘনকের মাত্রা কয়টি?
২২. ঘনকের এক দিকের দৈর্ঘ্য a একক হলে এর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক হবে?
২৩. x ও y এর গসাগু কত?
২৪. x^3+1 এর উৎপাদকে বিশ্লেষণ কত হবে?
২৫. 10 এর উৎপাদকগুলো কী কী?

সঠিক উত্তর

১৬. $(দৈর্ঘ্য)^3$, ১৭. দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা, ১৮. a^3+b^3, ১৯. $a^3+b^3+c^3+3a^2b+3ab^2+3b^2c+3bc^2+3a^2c+3ac^2+6abc$, ২০. m^3, ২১. ৩টি, ২২. $6a^2$, ২৩. 1, ২৪. $(x+1)(x^2-x+1)$, ২৫. 1, 2, 5, 10।

 # সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক. দেখাও যে, $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

সমাধান : $(a+b)^3 =(a+b)(a+b)(a+b)$
$= (a+b)(a^2+ab+ab+b^2)$
$= (a+b)(a^2+2ab+b^2)$
$= a^3+2a^2b+ab^2+a^2b+2ab^2+b^3$
$= a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

খ. $(2x^2-y)$ এর ঘন নির্ণয় করো।

সমাধান :
$(2x^2-y)^3=(2x^2)^3-3.(2x^2)^2y+3.2x^2.y^2-y^3$
$= 8x^6-3.4x^4.y+6x^2y^2-y^3$
$= 8x^6-12x^4y+6x^2y^2-y^3$

গ. $27x^3+1$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো।

সমাধান : $27x^3+1=(3x)^3+1^3$
$=(3x+1)\{(3x)^2-3x.1+1^2\}$
$=(3x+1)(9x^2-3x+1)$

ঘ. $(8a+ap^3)$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো।

সমাধান : $8a+ap^3 = a(8+p^3)$
$= a(2^3+p^3)$
$= a(2+p)(2^2-2p+p^2)$
$= a(2+P)(4-2p+p^2)$

ঙ. x^6-y^6 কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো।

সমাধান : $x^6-y^6 = (x^3)^2-(y^3)^2$
$= (x^3+y^3)(x^3-y^3)$
$= (x+y)(x^2-xy-y^2)(x-y)(x^2+xy+y^2)$
$= (x+y)(x-y)(x^2-xy+y^2)(x^2+xy+y^2)$

চ. $36a^2b^2c^2d^3$, $54a^3c^2d^2$ ও $90a^2b^3c^2$ এর গসাগু কত?

সমাধান :
প্রথম রাশি$=36a^2b^2c^2b^3$
$=2\times2\times3\times3\times a\times a\times b\times b\times c\times c\times d\times d\times d$
দ্বিতীয় রাশি$= 54a^3c^2d^2$
$=2\times3\times3\times3\times a\times a\times a\times c\times c\times d\times d$
তৃতীয় রাশি$=90a^2b^3c^2$
$=2\times3\times3\times5\times a\times a\times b\times b\times b\times c\times c$
রাশি তিনটির গসাগু $=2\times3\times3\times a\times a\times c\times c$
$=18a^2c^2$

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস অনুসারে

বাংলা ১ম পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

গদ্য : নিমগাছ

১৯. 'নিমগাছ' শব্দটিতে রয়েছে—
i. নিমগাছের বর্ণনা
ii. নিমগাছের বাহ্যিক উপকারিতা
iii. গৃহবধূর দুঃখের কথা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২০. বনফুলের প্রকৃত নাম কী?
ক. প্যারীচাঁদ মিত্র
খ. প্রমথ চৌধুরী
গ. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
ঘ. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

২১. নিমপাতা কোন রোগের মহৌষধ?
ক. চর্মরোগের খ. দাঁতের রোগের
গ. পেটের পীড়ার ঘ. যকৃতের রোগের

২২. 'নিমগাছ' গল্পের লেখক মূলত কী প্রকাশ করতে চেয়েছেন?
ক. পরিবেশবান্ধবতা
খ. গাছের প্রশংসা
গ. সমাজে গৃহিণীর বাস্তবতা
ঘ. গুণের কথা

২৩. নিমগাছের কোন অংশটি দাঁতের জন্য উপকারী?
ক. ডাল খ. বাকল
গ. পাতা ঘ. ফুল

২৪. 'নিমের হাওয়া ভালো, থাক, কেটো না'— কে বলেছেন কথাটি?
ক. নতুন লোক খ. কবি
গ. কবিরাজ ঘ. বিজ্ঞরা

২৫. 'বাহ, কী সুন্দর পাতাগুলি'—বাক্যটিতে কিসের প্রকাশ ঘটেছে?
ক. মায়ার খ. ব্যঙ্গের
গ. স্তুতির ঘ. মুগ্ধতার

২৬. 'নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল, লোকটার সঙ্গে চলে যায়'— 'লোকটা' কে?
ক. কবিরাজ খ. কবি
গ. লেখক ঘ. চিকিৎসক

২৭. 'নিমগাছ' গল্পে নিমগাছটি কার প্রতীক?
ক. একজন সর্বংসহা নারীর
খ. সাধারণ গাছের
গ. একজন ব্যথিত নারীর
ঘ. একজন নির্যাতিত নারীর

সঠিক উত্তর

নিমগাছ : ১৯. ঘ ২০. গ ২১. ক ২২. গ ২৩. ক ২৪. ঘ ২৫. ঘ ২৬. খ ২৭. ক

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

অর্থনীতি | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মুহাম্মদ শামীম, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৪

২৮. কে উৎপাদনে নিযুক্ত বিভিন্ন উপকরণের পারিশ্রমিক প্রদান করে?
ক. শ্রমিক সংঘ খ. সরকার
গ. সংগঠক ঘ. বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

২৯. একটি আদর্শ সংগঠনের প্রথম ধাপ কী?
ক. ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য নির্ধারণ
খ. ব্যবসায় কার্যাবলি নির্ধারণ
গ. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ঘ. কর্তব্য বণ্টন

৩০. কর্তব্য পালনের উপযুক্ত কার্যনির্বাহী ক্ষমতা অর্পণ করাকে কী বলে?
ক. উদ্দেশ্য প্রণয়ন খ. ভার অর্পণ
গ. কর্তব্য বণ্টন ঘ. কার্যাবলির বিভাগ

৩১. দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী শ্রমিকদের দায়িত্ব ভাগ করে দেন কে?
ক. সংগঠক খ. বিনিয়োগকারী
গ. শ্রমিকনেতা ঘ. শ্রমিক সংঘ

৩২. ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি নির্ধারণের পরবর্তী স্তর কোনটি?
ক. কার্যাবলির বিভাগ
খ. কর্তব্য বণ্টন
গ. কর্তৃত্ব ও ভার বণ্টন
ঘ. কার্যাবলি নির্ধারণ

৩৩. ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য উৎপাদনমুখী কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করাকে কী বলে?
ক. শ্রম খ. বিনিয়োগ
গ. উৎপাদন ঘ. সংগঠন

৩৪. অর্থনীতিতে সংগঠনের অর্থ কী?
ক. বাজার নিয়ন্ত্রণ
খ. উৎপাদন বাজারজাতকরণ
গ. উপকরণগুলোর একত্রীকরণ ও সেগুলোর মধ্যে সমন্বয়সাধন
ঘ. সুদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ

৩৫. নিচের কোনটি একটি ভালো সংগঠনের বৈশিষ্ট্য?
ক. প্রচারবিমুখ হওয়া
খ. পণ্যের মূল্য বেশি রাখা
গ. কর্তব্য বণ্টন করা ঘ. মতানৈক্য হওয়া

৩৬. ওপরের সাথে নিচের দুটি ভিন্নমুখী প্রবাহ অব্যাহত থাকলে থাকলে সংগঠন কী হয়?
ক. সফল হয়
খ. আন্তর্জাতিক মানের হয়
গ. দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয়
ঘ. ক্ষতির সম্মুখীন হয়

৩৭. কারখানার কর্মীকে কোনটির অধিকার দিতে হয়?
ক. যখন-তখন কাজ করার
খ. নির্বিঘ্নে কাজ করার
গ. ক্ষমতা প্রদানের
ঘ. যখন-তখন ছুটি নেওয়ার

৩৮. ব্যবসায়ের সাংগঠনিক কাঠামো নির্ভরশীল—
i. শিল্পের প্রকৃতির ওপর
ii. সংগঠনের আয়তনের ওপর
iii. শ্রমিকের দক্ষতার ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৯. প্রকৃতপক্ষে সংগঠন ছাড়া প্রায় অসম্ভব—
i. উৎপাদন
ii. ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ
iii. ব্যবস্থাপনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪০. উৎপাদন ব্যবস্থায় কয়টি উপকরণের যৌগ অংশগ্রহণ জরুরি?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ৪ : ২৮. গ ২৯. ক ৩০. খ ৩১. ক ৩২. ঘ ৩৩. ঘ ৩৪. গ ৩৫. গ ৩৬. ক ৩৭. খ ৩৮. ঘ ৩৯. ঘ ৪০. গ

আগামীকাল থাকবে

- **নবম শ্রেণি** : ইংরেজি, সামাজিক বিজ্ঞান ও ইতিহাস
- **ষষ্ঠ শ্রেণি** : বিজ্ঞান
- **অষ্টম শ্রেণি** : গণিত
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : বাংলা ১ম পত্র, রসায়ন, অর্থনীতি
- **নোটিশ বোর্ড** : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গভর্নেন্স স্টাডিজ প্রফেশনাল মাস্টার্স প্রোগ্রাম, হংকং পিএইচডি ফেলোশিপ স্কিমে আবেদনের সুযোগ

রসায়ন | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মেজবাহউদ্দিন আহমেদ, *প্রভাষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৩

১. পৃথিবীতে এ পর্যন্ত কতটি মৌল আবিষ্কৃত হয়েছে?
ক. ৮৬টি খ. ৯৮টি
গ. ১১০টি ঘ. ১১৮টি

২. প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এমন মৌলের সংখ্যা কতটি?
ক. ৭৬টি খ. ৮৮টি
গ. ৯২টি ঘ. ৯৮টি

৩. কৃত্রিম মৌলের সংখ্যা কতটি?
ক. ২০টি খ. ৩৮টি
গ. ৪২টি ঘ. ৪৮টি

৪. নিউট্রনের আপেক্ষিক আধান কত?
ক. ০ খ. ১
গ. ২ ঘ. ৩

৫. নিউট্রনের আপেক্ষিক ভর কত?
ক. ০ খ. ১
গ. ২ ঘ. ৪

৬. বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড কত সালে পরমাণুর গঠন সম্পর্কে একটি মডেল প্রদান করেন?
ক. ১৮২৫ সালে খ. ১৮৯০ সালে
গ. ১৯০২ সালে ঘ. ১৯১১ সালে

৭. ইলেকট্রনের আপেক্ষিক আধান কত?
ক. -1 খ. -2
গ. -3 ঘ. 4

৮. প্রোটনের আপেক্ষিক আধান কত?
ক. -1 খ. +1
গ. 2 ঘ. 3

৯. প্রোটনের আপেক্ষিক ভর কত?
ক. 1 খ. 2
গ. 3 ঘ. 4

১০. রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের ত্রুটিগুলো কে সংশোধন করেন?
ক. আইনস্টাইন খ. নীলস বোর
গ. নিউটন ঘ. মাদাম কুরি

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ৩ : ১. ঘ ২. ঘ ৩. ক ৪. ক ৫. খ ৬. ঘ ৭. ক ৮. খ ৯. ক ১০. খ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য এসএসসি (নিশ-১) পরীক্ষা ২০২৪ সালের সময়সূচি

তারিখ ও বার	সকাল ৯টা থেকে ১২টা		বিকাল ২টা থেকে ৫টা	
	বিষয়	কোড	বিষয়	কোড
২৫/১০/২০২৪ শুক্রবার	গণিত	SSC 1653	বাংলা ২য় পত্র	SSC 2651
২৬/১০/২০২৪ শনিবার	বিজ্ঞান	SSC 2673	---	---
০১/১১/২০২৪ শুক্রবার	ইংরেজি ২য় পত্র	SSC 2652		
০২/১১/২০২৪ শনিবার	নৌ শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা (তত্ত্বীয়)	SSC 2621		
০৮/১১/২০২৪ শুক্রবার	সামুদ্রিক ভূগোল ও পরিবেশ (তত্ত্বীয়)	SSC 1622/ SSC 2622	---	---

ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়সূচি

তারিখ ও বার	সকাল ৯টা থেকে ১২টা
	বিষয় ও কোড
# ০৯/১১/২০২৪ (শনিবার) থেকে ১৪/১১/২০২৪ (বৃহস্পতিবার) সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র সচিবরা পরীক্ষাকেন্দ্রের সুবিধা অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক ব্যবহারিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবেন। # ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বরপত্র অবশ্যই সংশ্লিষ্ট স্পট ইভালুয়েশন কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।	১. নৌ শারীরিক শিক্ষা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা (SSC 2621) ২. সামুদ্রিক ভূগোল ও পরিবেশ (SSC 1622/2622)

পরিচয়পত্র (আইডি কার্ড) ব্যতীত কোনো শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।
পরীক্ষা শুরুর ৩০ (ত্রিশ) মিনিট পূর্বে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা হলে প্রবেশ করতে হবে।

দাবার নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন | দাবায় প্রথমবারের মতো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইরানি-ফরাসি দাবাড়ু আলীরেজা ফিরুজজা জিতেছেন ৩ লাখ ৫০ হাজার ডলার।

একজন ডুব দিচ্ছেন সমুদ্রের তলদেশে, আরেকজন চলে যাচ্ছেন পাহাড়ে। দৌড়াচ্ছেন, সাঁতার কাটছেন, সাইকেল চালাচ্ছেন মাইলের পর মাইল। আরেকজন গাড়ি হাঁকাচ্ছেন উচ্চগতিতে, অংশ নিচ্ছেন দেশ-বিদেশের রেসে। নতুন প্রজন্মের এই তিন নারীই বাংলাদেশি। একজন স্কুবা ডাইভিং করছেন, একজন জিতেছেন অর্ধদূরত্বের আয়রনম্যান, আরেকজন কার রেসিংয়ে অংশ নিচ্ছেন ভিনদেশের বড় বড় আসরে। অদম্য এই নারীদের নিয়ে এবারের আয়োজন।

তিন ভুবনের তিন নারী

সাগরের তলদেশে গিয়ে এক নতুন পৃথিবী দেখার নেশায় পেশাদার ডাইভ মাস্টার হয়েছেন জান্নাতি হোসেন। ছবি : সংগৃহীত

দেশে একটা ডাইভ শপ খুলতে চান জান্নাতি

মালয়েশিয়া গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন আধুনিক ডুবুরি হওয়ার। পাশাপাশি কাজ করেছেন গাইড ও প্রশিক্ষক হিসেবে। ঝুলিতে ভরেছেন দারুণ সব অভিজ্ঞতা। উদ্যোক্তা জান্নাতি হোসেনের পেশাদার ডাইভ মাস্টার হয়ে ওঠার গল্প শুনেছেন **মো. জান্নাতুল নাঈম**

দেশে ডাইভিং শেখার স্কুল খুলতে চাই

হাতখানেক দূরত্বেই সামুদ্রিক অ্যানিমোন, ক্লাউন ফিশ, সিন্ধুঘোটকসহ হরেক প্রজাতির মাছ। ক্লাউন ফিশগুলো প্রবালে লুকায়, একটু মাথা বের করে তাকিয়ে আবার ঘুরতে বের হয়। মানুষকে ওরা তেমন ভয় পায় না। মালয়েশিয়ায় গিয়ে প্রথম সমুদ্রে ডুব দেওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল ঠিক এ রকম, ছবির মতো। যা দেখেছি, তা লিখে বোঝানো আদতে কঠিন। মনে হচ্ছিল, মহাকাশে ভেসে ভেসে পানির নিচের জীবন দেখছি।

পানির নিচে অভিযানের শুরুটা অবশ্য বাংলাদেশেই। ২০১৫ সালের কথা। আমি তখন পুরোদমে উদ্যোক্তা। ছুটিতে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে ঘুরতে গিয়েছি। শুনলাম, সেখানে প্রবালপ্রাচীর সংরক্ষণে সচেতনতা তৈরিবিষয়ক একটা কর্মসূচি হবে। আয়োজকদের প্রধান আমার বন্ধু। তার সঙ্গে দেখা হলো। জানতে চাইল, আমি দলের নেতৃত্ব দিতে পারব কি না। সানন্দে রাজি হলাম।

আমার দায়িত্ব ছিল দুটি। দ্বীপের সীমান্তে পানির নিচের ময়লা পরিষ্কার করা এবং কচ্ছপ সংরক্ষণে কাজ করা। ভয়ের কথা হলো, সে সময় সাঁতারে আমার দক্ষতা ছিল 'ঠেকা সারা' পর্যায়ের; কিন্তু নেতা হয়ে পানিতে না নামলে চলে?

নির্দেশনা অনুযায়ী শ্বাস নেওয়ার একটা যন্ত্র নিয়েই ঝাঁপ দিলাম পানিতে। ১-২ মিটারের মধ্যে কাজ থাকায় সফলভাবেই সব করতে পেরেছি; কিন্তু প্রথম পেশাদার কোর্স করার সময় বুঝেছি, সেটা কতটা বিপজ্জনক ছিল! একটু এদিক-ওদিক হলে প্রাণনাশও হতে পারত!

মালয়েশিয়ায় নীল স্বর্গের দিনগুলো

পর্যটক হিসেবেই সেবার মালয়েশিয়ায় পা রাখি। দেশটির চোখজুড়ানো নীল জলরাশি ও বিশুদ্ধ বাতাস প্রাণভরে উপভোগ করার মতো। ঘুরতে ঘুরতেই স্কুবা ডাইভিং নিয়ে খোঁজ নিলাম। খুব বেশি না ভেবেই ঠিক করলাম, ডাইভিং শিখলে মন্দ হয় না। দেশে পানিতে নামার ছোটখাটো অভিজ্ঞতা তো ছিলই। মোটামুটি আগ্রহের বশেই করে ফেললাম প্রথম কোর্স। সমুদ্রের জীবন মনে ধরল। একই সঙ্গে দ্বিতীয় কোর্স সেরে দেশে ফিরেছিলাম। ২০১৮ সালটা আমার কাছে তাই বিশেষ স্মরণীয়।

দ্বিতীয় কোর্সে রাতেও সাগরে ডুব দিতে হয়। এটা প্রশিক্ষণের অংশ। ভয়ে ভয়ে পানির নিচে ডুব দিতেই চমকে গেলাম। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। হাতে লাইট আছে বটে; কিন্তু সেটা ব্যবহার করার মানসিক শক্তি নেই। ডাইভিংয়ের শিক্ষক যেদিকে লাইট তাক করেছেন, একদৃষ্টে সেদিকেই তাকিয়ে ছিলাম। পেছনে যদি ভয়ংকর কিছুও ঘটত তবু ঘুরে দেখার সাহস ছিল না। পরের দুই রাতে আবার ডুব দিলাম। ধীরে ধীরে ভয় কেটেছে। ডাইভিংয়ে এখন আমার প্রিয় কাজ রাতের সমুদ্রে ডুব দেওয়া।

স্কুবা ডাইভিং শিখতে হলে

আমি এখন সনদধারী ডাইভিং শিক্ষক। 'ডাইভ মাস্টার' একটা কোর্সের নাম। এর আগে আরও তিনটি কোর্স করেছি। এসবের নাম যথাক্রমে মুক্তপানির ডুবুরি, অগ্রগামী মুক্তপানির ডুবুরি এবং উদ্ধারকারী ডুবুরি। উদ্ধারকারী ডুবুরি হওয়ার আগে অবশ্য আরেকটা সনদ নিতে হয়। নাম ইএফআর (ইমার্জেন্সি ফার্স্ট রেসপন্স)। আপৎকালীন তৎক্ষণাৎ সাড়া দেওয়া ও প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করতে এটি শেখানো হয়। এ ছাড়া 'প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ডাইভিং ইনস্ট্রাকটরস (পিএডিআই)' নামক ডুবুরি প্রশিক্ষকদের বৈশ্বিক পেশাজীবী সংগঠনেরও সদস্যপদ পেয়েছি।

প্রথম তিনটি কোর্সে গড়ে চার-পাঁচ দিন করে সময় লাগে। 'ডাইভ মাস্টার' কোর্সটি সম্পন্ন করতে আমার লেগেছে প্রায় দুই মাস। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াও জরুরি।

স্কুবা ডাইভার হওয়া একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার। ঘুরতে গিয়ে আমরা যেমন আনন্দ করি, দুর্গম কোথাও গিয়ে দুঃসাহস দেখাই, সেভাবেও ভাবতে পারেন। খরচ, প্রশিক্ষক ও পরিবেশের বিচারে ডাইভিং শেখার জন্য মালয়েশিয়া আমার কাছে অন্যতম সেরা দেশ। এ ছাড়া অনেক দেশেই ব্যবস্থা আছে। একক ও দলগত দুভাবেই শেখা যায়। প্রশিক্ষকের কাছে একা শেখায় আমি মনোযোগ বেশি দিতে পেরেছি। এককভাবে শিখলে প্রথম দুই কোর্সে খরচ পড়বে প্রায় পাঁচ হাজার মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত (প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা), চার-আটজনের দলে শিখলে খরচ পড়বে প্রায় অর্ধেক। সঙ্গে মিলবে থাকা-খাওয়ার সুবিধা। খরচ কিছুটা ওঠানামা করতে পারে।

কেমন হয় আধুনিক ডুবুরিদের পেশা

ডুব শিক্ষকই শেষ নয়, ২০২৫ সালের মধ্যে প্রশিক্ষক ও কোর্স পরিচালকের সনদ অর্জন করাই আমার লক্ষ্য। এরপর দেশেই একটা ডাইভ শপ খুলতে চাই। সনদধারী ডুবুরি হতে চাইলে, এসব ডাইভ শপেই নাম লেখাতে হয়। হাতে সনদ থাকার সুবিধা হলো, এটি দেখিয়ে বিশ্বের নানান প্রান্তে গিয়ে সহজেই হাঙর, ডলফিন, সিন্ধুঘোটকের রাজ্যে হারিয়ে যাওয়া যাবে। এ ছাড়া ডুবুরিদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ভাড়া দেওয়া এবং পর্যটকদের ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার কাজও তাঁরাই করেন।

শপের প্রশিক্ষিত ডুবুরিরা নানান দেশ থেকে আসা পর্যটকদের সমুদ্রের তলদেশে নিয়ে যান। ঘুরিয়ে দেখান সাগরতলের জীবন। তাই সাগরের তলদেশের ভ্রমণগাইডও পেশা হতে পারে। যাঁরা ছবি তুলতে ভালোবাসেন, তাঁরা জীবনে একবার হলেও এ সুযোগ নিতে চাইবেন। তবে বিদেশে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করতে চাইলে পারদর্শী হতে হবে কয়েকটি ভাষায়।

সেন্ট মার্টিন দ্বীপে বিদেশি পর্যটক বাড়াতে স্কুবা ডাইভিং বড় ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ, দুনিয়া চষে বেড়ানো ভ্রমণপিপাসুদের কাছে সাগরের তলদেশ দেখা স্বপ্নের মতো। বাংলাদেশে এ ব্যবস্থা থাকলে নিশ্চয়ই লাভজনক হবে।

দেশের প্রথম নারী রেসার কাশফিয়া অংশ নেবেন ফিফা মোটর স্পোর্ট গেমসে। ছবি : সংগৃহীত

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে সবে পেরোলেন উচ্চমাধ্যমিকের গণ্ডি। এরই মধ্যে ২০ বছর বয়সী **কাশফিয়া আরফা** অর্জন করেছেন বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র নারী রেসারের খেতাব। গত ১৯-২২ সেপ্টেম্বর ভিয়েতনামে আয়োজিত 'এশিয়ান অটো জিমখানা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪'-এ মিক্সড ডাবল বিভাগের দ্বিতীয় পর্বে কাশফিয়া হয়েছেন ষষ্ঠ। এই অর্জনের শুরুটা অসম্ভব মনে হলেও কাশফিয়া এগিয়েছেন নিজের ছন্দে। মালয়েশিয়ায় যাওয়ার আগে তিনি কথা বললেন **আবৃতি আহমেদের** সঙ্গে

নেতিবাচক কথাকে আমি আমার শক্তি হিসেবে নিয়েছি

এত কম বয়সে এত বড় পরিচয়, কেমন লাগছে?

কাশফিয়া : স্বপ্নকে পেশায় পরিণত করতে পারাটা ভাগ্যের ব্যাপার। দেশকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিয়ে যেতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। এখন মনে হয়, চাইলে আমি সামনে আরও অনেক বড় কোনো লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারব। আরও বেশি ভালো লাগবে, যদি অন্য নারীদের স্বপ্নযাত্রায় অনুপ্রেরণা জোগাতে পারি।

'এশিয়ান অটো জিমখানা চ্যাম্পিয়নশিপ'-এ কীভাবে অংশ নিলেন?

কাশফিয়া : অটো জিমখানা চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজনটি আসলে একটি প্রস্তুতিমূলক রেস ছিল। 'ফেস্টিভ অব স্পিড' নামের আরেকটি রেস আছে ১৭ অক্টোবর (শেষ হয়েছে) মালয়েশিয়ায়। আমার লক্ষ্য মূলত 'ফিফা মোটর স্পোর্ট গেমস ২০২৪'-এ অংশ নেওয়া। সেটির আসর বসবে এ মাসে (অক্টোবর) স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ায়। দুটি রেসিং টুর্নামেন্টেই অংশগ্রহণ করছি।

প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে 'এফআইএ এএসএন জাতীয় রেসিং লাইসেন্স' পেয়েছেন, কীভাবে সম্ভব হলো?

কাশফিয়া : এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের। ভিয়েতনামের এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য তারাই প্রথম আমাকে ডাকে। সেখানকার বেশ কয়েকটি আয়োজনে অংশ নিয়ে নির্বাচিত হই। এরপর তারা আমাকে 'আন্তর্জাতিক রেসিং লাইসেন্স' দেয়।

রেসিংয়ে আগ্রহী হলেন কীভাবে?

কাশফিয়া : ছোটবেলা থেকেই গাড়ি খুব টানত। রেসিংয়ের গতি ও চ্যালেঞ্জে রোমাঞ্চ কাজ করে। প্রতিটা মুহূর্ত অন্য রকম মনে হয়। এটাই আসলে আমাকে রেসিংয়ে টেনে এনেছে। আমার প্রথম রেসিং কার ছিল মাজদা আরএক্স ৮।

একদম ছোটবেলায় কী হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন?

কাশফিয়া : একদম ছোটবেলায় এমন কিছু করতে চেয়েছি, যা আমাকে আলাদা পরিচিতি এনে দেবে এবং দেশের জন্য গর্বের বিষয় হব। যদিও রেসিংয়ের প্রতি আমার আগ্রহ পরে তৈরি হয়, ছোটবেলা থেকেই সব সময় চাইতাম ব্যতিক্রমী কিছু করতে। আমার সেই স্বপ্নপূরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছি। একজন রেসার হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছি। এটা আমার জীবনের বড় অর্জন। তবে আমি মনে করি, স্বপ্ন শেষ হওয়ার নয়, এখনো অনেক কিছু করার আছে। প্রতিনিয়ত নিজেকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করছি।

আপনার অনুপ্রেরণা কে?

কাশফিয়া : সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা আমার মা। খুব ছোটবেলাতেই আমার বাবা মারা যান। এর পর থেকে তিনি একা হাতেই আমাদের দুই বোনকে আগলে রেখেছেন। তাঁর ত্যাগ, ভালোবাসা ও সাহস আমাকে প্রতিনিয়ত নতুন করে বাঁচতে শেখায়। রেসারের পাশাপাশি আমি একজন হ্যান্ডবল খেলোয়াড়। আমার শিক্ষক হিরা বেগম ও হ্যান্ডবল কোচ নাসির উল্লাহর প্রতিও আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁদের উপদেশ, ভালোবাসা ও অনুপ্রেরণা সঙ্গে ছিল বলেই এতটা পথ আসতে পেরেছি।

আপনার প্রিয় রেসার কে?

কাশফিয়া : আমার প্রিয় রেসার অভিক আনোয়ার। তিনি প্রথম আন্তর্জাতিক ইভেন্টজয়ী বাংলাদেশি রেসার। তিনি যখন রেসিং শুরু করেন, তখন বাংলাদেশে রেসিংয়ে কোনো সুযোগ-সুবিধাই ছিল না। কিন্তু তারপরও তিনি হাল ছাড়েননি, নিজ যোগ্যতায় দেশের হয়ে সাফল্য নিয়ে এসেছেন।

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে রেসিং কঠিন নাকি সহজ বলে মনে হয়?

কাশফিয়া : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কার রেসিংয়ের পুরো বিষয়টিই বেশ কঠিন। এর জন্য প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক মানের রেসিং ট্র্যাক, গাড়ি, প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণের যথেষ্ট অভাব আছে। কিন্তু এখন অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ আগ্রহী রেসারদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা দিচ্ছে। যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করছে। অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও তরুণ প্রজন্ম এবং বিভিন্ন সংগঠন ধীরে ধীরে রেসিংয়ে আগ্রহী হচ্ছে। সবার সমর্থন ও যথাযথ পরিকল্পনা থাকলে বাংলাদেশেও কার রেসিংয়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে পারে।

আপনার কী কী সমস্যা মোকাবিলা করতে হচ্ছে?

কাশফিয়া : আমাদের দেশে এখনো নারীকে গাড়ির চালক হিসেবে দেখে মানুষ খুব একটা অভ্যস্ত নয়। পথে বের হলে এটা তীব্রভাবে অনুভব করি। কিন্তু 'তুমি পারবে না'—এ ধরনের নেতিবাচক কথাকে আমি আমার শক্তি হিসেবে নিয়েছি, সেভাবেই এগিয়েছি। নিজে কিছু করতে চাইলে শুধু নিজের কথা শুনতে হবে, অন্যদের কটূক্তিতে থাকতে হবে বধির হয়ে। কঠিন মনে হলেও নিজের স্বপ্নের পথে হাঁটতে এটুকু মেনে এগোতে হবে।

অনেকেই বলছেন, আপনি দারুণ সাহসী...

কাশফিয়া : জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঝুঁকি থাকে। অনেক বাধাও থাকে। এসব ভয়, অনিশ্চয়তা অতিক্রম করতে সাহসই সবচেয়ে বড় শক্তি। তবে শুধু সাহসই নয়, সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস, পরিশ্রম ও ধৈর্য সফলতার জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

কাশফিয়া : ইন্টারন্যাশনাল র‍্যালিক্রস চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা আছে। আমি চাই, একদিন এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের পতাকা উড়ুক।

যারা আপনার মতো হতে চায়, তাদের কী পরামর্শ দেবেন?

কাশফিয়া : প্রতিটি সাফল্যের পেছনে কঠোর পরিশ্রম আর মনোযোগ থাকে। তাই বলব, স্বপ্ন দেখুন, নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখুন আর কখনো হাল ছাড়বেন না। আমাদের দেশের মেয়েরা অনেক কিছু করতে পারে, শুধু তাদের সুযোগ আর সাহস লাগবে।

প্রথমবারের চেষ্টাতেই সফল হয়েছেন **মারিয়া**। আয়রনম্যান ৭০.৩-তে অংশ নিয়ে হয়েছেন দেশের প্রথম নারী ট্রায়াথলেট। বিকেএসপির সাবেক এই শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলেছেন

সফল ট্রায়াথলেট মারিয়া

আয়রনম্যান প্রতিযোগিতায় আগে কোনো বাংলাদেশি নারী অংশ নেননি দেখেই কৌতূহলী হয়েছিলেন মারিয়া ফেরদৌসী আক্তার। ছবি : সংগৃহীত

'আয়রনম্যান না আয়রন লেডি বলব?' জিজ্ঞেস করলাম ছিপছিপে মেয়েটিকে।

'আয়রন লেডিই বলতে পারেন। আমি আয়রনম্যান ৭০.৩ ফিনিশার।'

১২ অক্টোবর মালয়েশিয়ার লাংকাউইতে অনুষ্ঠিত হয়েছে কঠিনতম ট্রায়াথলন (সাঁতার, সাইক্লিং ও দৌড়ের সমন্বয়ে ক্রীড়া) আয়রনম্যানের দুই ফরম্যাটের প্রতিযোগিতা। এতে প্রথম বাংলাদেশি নারী হিসেবে অংশ নিয়েছেন মারিয়া, যাঁর পোশাকি নাম মোছা. ফেরদৌসী আক্তার। অর্ধদূরত্বের, অর্থাৎ আয়রনম্যান ৭০.৩ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সফল হয়েছেন মারিয়া। এই নারী ট্রায়াথলেট ৮ ঘণ্টা ১৮ মিনিট ২৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে সম্পন্ন করেছেন ১.৯ কিলোমিটার সাঁতার, ৯০ কিলোমিটার সাইক্লিং ও ২১.১ কিলোমিটার দৌড়। আয়রনম্যান প্রতিযোগিতার বৈশ্বিক আয়োজক ওয়ার্ল্ড ট্রায়াথলন করপোরেশন (ডব্লিউটিসি)। বছরজুড়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আয়রনম্যান প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। দেশের প্রথম নারী হিসেবে মারিয়া শুধু আয়রনম্যান ৭০.৩ সম্পন্ন করেছেন তা নয়, এর মধ্য দিয়ে আগামী বছর স্পেনে অনুষ্ঠেয় আয়রনম্যান ৭০.৩ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

আয়রনম্যান ৭০.৩ শেষ করে ১৫ অক্টোবর ঢাকায় ফিরেছেন মারিয়া। ১৬ অক্টোবরের বিকেলে প্রথম আলোর কার্যালয়ে কথা হচ্ছিল তাঁর সঙ্গে। তিনি বলেন, 'বিমানবন্দরে পুলিশ কর্মকর্তাকে পদক ও ট্রফি দেখালাম, তিনি খুবই খুশি হলেন।' এটা বলার কারণ আছে। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে যাওয়ার সময় ৭ অক্টোবর মারিয়া বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন পার হচ্ছিলেন, তখন এই কর্মকর্তাই অনেকক্ষণ ধরে তাঁকে জেরা করেছিলেন। কারণ এটাই ছিল, মারিয়ার প্রথম বিদেশযাত্রা।

প্রথম আরও কিছু আছে মারিয়ার ঝুলিতে। তিনি বলেন, 'আমি জীবনে কখনো সমুদ্রই দেখিনি। সেই আমি এবার আয়রনম্যান ৭০.৩-তে এসে শুধু দেখলামই না, সমুদ্রে সাঁতার কাটতে হলো। আবার এর আগে কখনো পাহাড়ি পথে সাইকেল চালাইনি। লাংকাউইতে সেটাও প্রথমবারের মতো করলাম।'

মারিয়া বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিকেএসপির সাবেক ছাত্রী। ২০২৩ সালে এইচএসসি পাস করেন। কিন্তু এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হননি। কেন? 'আয়রনম্যান প্রতিযোগিতার জন্য। এটা আমার একটা স্বপ্ন ছিল। যেহেতু বাংলাদেশের কোনো মেয়ে এতে আগে অংশ নেননি। তাই আয়রনম্যান ৭০.৩ প্রতিযোগিতার প্রস্তুতির জন্য এই বছরটা বেছে নিয়েছি। ২০২৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হব।'

বিকেএসপিতে মারিয়ার বিষয় ছিল ফুটবল। প্রিমিয়ার লিগ পর্যায়ে খেলেছেন বেশ কয়েকবার। ফেসবুক, ইউটিউবে বাংলাদেশি আয়রনম্যান মোহাম্মদ সামছুজ্জামান আরাফাত, আরিফুর রহমানের ভিডিও দেখে এক দিনের কঠিনতম এই ট্রায়াথলনের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয় মারিয়ার। ২০২৪ সালে প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধু ম্যারাথনে অর্ধদূরত্বে (২১.১ কিলোমিটার) অংশ নেন ও সফল হন। এরপর ৯-১০টা হাফ ম্যারাথনে অংশ নেন তিনি। এর মধ্যে ৭-৮টায় প্রথম তিনটি স্থানের মধ্যে ছিলেন তিনি।

মারিয়া বলেন, 'সাইক্লিং আগে থেকেই করতাম। হিরোর লাল সাইকেল দিয়ে শুরু। বাড়িতে আমার ৯টা সাইকেল আছে। তবে সাঁতার পারতাম না।' গত মার্চ মাসে সাঁতার শেখা শুরু করলেন ঢাকার গোলপুকুরে ও আফতাবনগরের চায়নিজ প্রজেক্টের পুকুরে। শেখালেন ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তা ফেরদৌস আলম, সাঁতার প্রশিক্ষক মিজান ও তৌফিক। মজার ব্যাপার হলো, আয়রনম্যান ৭০.৩ মালয়েশিয়ার জন্য নিবন্ধন করার পর তাঁর সাঁতার শেখার শুরু।

আয়রনম্যানে অংশ নিতে মারিয়াকে উৎসাহ দেন ট্রায়াথলেট ও চিকিৎসক সাকলায়েন রাসেল। রংপুরে তাঁদের আরএস ফাউন্ডেশন থেকে পৃষ্ঠপোষকতাও করেন রাসেল। আরেকজন চিকিৎসক আবদুস সালাম মারিয়াকে বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। আর মারিয়ার ফুফাতো ভাই অনলাইন উদ্যোক্তা আখতারুল ইসলাম সব সময়ই তাঁকে উৎসাহ দেন। বারাকা গ্রুপ ও সাইকেল ৩৬৫ মারিয়ার পৃষ্ঠপোষক ছিল এবার। মারিয়া বলেন, 'আয়রনম্যানে খেলার মতো সাইকেল তো আমার নেই। সাইকেল ৩৬৫ আমাকে একটি সাইকেল ধার দেয়, সেটা নিয়েই গিয়েছিলাম।'

মারিয়া আয়রনম্যান ৭০.৩ মালয়েশিয়ায় অংশ নেন ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়স গ্রুপে। এই গ্রুপে তিনি দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। তিনি বলেন, 'আরও ভালো করতে পারতাম। আমি দৌড়ের সময় ট্র্যাক হারিয়ে ফেলেছিলাম। সেখানে ২৮ মিনিট নষ্ট হয়। আবার মালয়েশিয়া গিয়েই জ্বরে পড়েছিলাম। জ্বর নিয়েই রেস করেছি। সাকলায়েন ভাই, আরাফাত ভাই, বেলাল ভাই আমাকে খুবই উৎসাহ দিয়েছেন প্রতিযোগিতার সময়। বলেছেন, "তুমি অনেক ছোট, মাথা ঠান্ডা রেখে শুধু রেসটা শেষ করো। আমিও এটাকে প্রতিযোগিতা হিসেবে নিইনি। লক্ষ্য ছিল কমপ্লিট করা।"'

কঠিনতম এই ট্রায়াথলন সফলভাবেই সম্পন্ন করেছেন মারিয়া। ১৯ বছর ৮ মাস বয়সী এই তরুণী নিজের জীবনেও আয়রনম্যানের মতো কঠিন কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এগিয়ে চলেছেন। রংপুরের পীরগঞ্জে জন্ম মারিয়ার। বাবা মো. দবির উদ্দীনের পেশা কৃষিকাজ। মা রেহানা বেগম গৃহিণী। ৪ বোন ১ ভাইয়ের মধ্যে দ্বিতীয় মারিয়া। পীরগঞ্জের প্রত্যন্ত গ্রামে রক্ষণশীল সমাজেই বেড়ে ওঠা মারিয়ার। কিন্তু খেলাধুলার প্রতি অদম্য আগ্রহ তাঁর। বিকেএসপিতে ভর্তি পরীক্ষায় যখন টিকে যায় মেয়েটি, পরিবার থেকে বাধা এসেছিল, 'আমি তখন বলেছিলাম, ভর্তি না হলে পুলিশ এসে তোমাদের ধরে নিয়ে যাবে।' মা-বাবা রাজি হলেন। বিকেএসপিতে এসে চুল ছোট (বয়কাট) করে ফেলেন মারিয়া। পরিবার তখন বলেছিল, 'তোমার তো বিয়ে দেওয়া যাবে না। তাই দুই ঈদেই শুধু বাড়িতে এসো।' অন্যান্য ছুটিতে তাই মারিয়া ঢাকায় এসে ফুফুর বাসায় থাকতেন।

এবার মালয়েশিয়া যাওয়ার আগেও মা-বাবাকে জানাননি মারিয়া, 'জানালে আমার ছোট বোনের বিয়ে ভেঙে যাবে। তবে আয়রনম্যান ৭০.৩ শেষ করার পর তাঁরা জেনেছেন।' যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা পেলে আরও অনেক দূর যেতে চান মারিয়া। এখন তাঁর লক্ষ্য দুটি—এক. স্পেনের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়া। আর আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় অলিম্পিক ট্রায়াথলনের বাছাইপর্বে অংশ নেওয়া। এটা অবশ্য বেশ কম দূরত্বের। তাই আশাবাদী মারিয়া। বললেন, 'বাংলা চ্যানেল, ইংলিশ চ্যানেল সাঁতার, আয়রনম্যান, অলিম্পিক—সবই করতে চাই আমি।'

পুরস্কার হাতে মারিয়া। ছবি : কবির হোসেন

‘শুভসূচনা’

ভারততের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সফরকে ‘শুভসূচনা’ বলে গতকাল **মন্তব্য** করেছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ। রয়টার্স

সংক্ষেপে

সুইজারল্যান্ড

আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা পেতে চুক্তি সই

নিরপেক্ষ সুইজারল্যান্ড ইউরোপিয়ান স্কাই শিল্ড ইনিশিয়েটিভ (ইএসএসআই) নামের একটি প্রকল্পের উদ্যোগে স্বাক্ষর করেছে। সুইজারল্যান্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়, এ প্রকল্পে ইউরোপজুড়ে একটি সমন্বিত আকাশ ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এ প্রকল্পের উদ্যোক্তা জার্মানি। রাশিয়ার ইউক্রেন হামলার পরিপ্রেক্ষিতে জার্মানি এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর আওতায় ইউরোপের দেশগুলো একত্রে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা কেনা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। সুইজারল্যান্ড সরকারের এক বিবৃতিতে বলা হয়, ইএসএসআই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে সুইজারল্যান্ড সহযোগিতার জন্য আন্তর্জাতিক সুযোগ বাড়াচ্ছে। এর আওতায় শুরুতে মাঝারি পাল্লার আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা মোতায়েন করা হবে।
রয়টার্স, *জুরিখ*

রাশিয়া

ব্রিকস সম্মেলনে অংশ নেবেন সি ও মোদি

রাশিয়ার কাজান শহরে ২২-২৪ অক্টোবর হতে যাচ্ছে ব্রিকসের ১৬তম সম্মেলন। এ সম্মেলনে অংশ নিতে যাচ্ছেন চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেশ দুটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল ব্রিকস। সম্প্রতি এই জোটে যোগ দিয়েছে মিসর, ইথিওপিয়া, ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতও। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছিলেন, তুরস্কসহ আরও ৩৪টি দেশ এ জোটের সদস্য হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ক্রেমলিন জানিয়েছে, এবারের সম্মেলনে ২৪টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানসহ ৩২টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন।
রয়টার্স, *বেইজিং*

দক্ষিণ আফ্রিকা

তাইওয়ানকে ‘দূতাবাস’ স্থানান্তরের নির্দেশ

তাইওয়ানকে দেশটির অঘোষিত দূতাবাস রাজধানী প্রিটোরিয়া থেকে সরিয়ে বাণিজ্যিক রাজধানী জোহানেসবার্গে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার। গতকাল শুক্রবার এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাইওয়ানের অভিযোগ, চীনের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে এমন অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে দক্ষিণ আফ্রিকা বলেছে, স্বাভাবিক কূটনৈতিক প্রক্রিয়া মেনেই এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কারণ হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা বলছে, ১৯৯৭ সালে তাইওয়ানের সঙ্গে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে দেশটি।
রয়টার্স, *জোহানেসবার্গ*

উদ্ধার

বন্যার পানিতে আটকে পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধার করছেন ফ্রান্সের উদ্ধারকর্মীরা। গতকাল ফ্রান্সের লিমোনি শহরে। ছবি : এএফপি

হামাস নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে হত্যা এবং গাজা ও লেবাননে হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ। গতকাল জর্ডানের রাজধানী আম্মানে। ছবি : রয়টার্স

সিনওয়ারকে হত্যার পরও যুদ্ধ জারি রাখার ঘোষণা

ইসরায়েলের আগ্রাসন

নতুন মাত্রায় লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে লেবাননের হিজবুল্লাহ গোষ্ঠীও।

নেতানিয়াহু ইয়াহিয়া সিনওয়ার

রয়টার্স, *জেরুজালেম*

ইসরায়েল হামাস নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে হত্যার পর মধ্যপ্রাচ্যে এক বছরের বেশি সময় ধরে চলা সংঘাতের অবসান হবে বলে অনেকে আশা করছিলেন। কিন্তু গতকাল শুক্রবার তাঁদের এমন আশায় জল ঢেলে দিয়েছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। ফিলিস্তিনের গাজা এবং লেবাননে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন তিনি।

এদিকে লেবাননের হিজবুল্লাহ গোষ্ঠী ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নতুন মাত্রায় লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। এই গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক ইরান বলেছে, সিনওয়ারের মৃত্যুতে ‘প্রতিরোধযুদ্ধের প্রেরণা’ আরও জাগ্রত হবে।

গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলার মূল পরিকল্পনাকারী মনে করা হয় হামাস নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে। গত বুধবার গাজার সর্বদক্ষিণের রাফার তাল আল-সুলতান এলাকায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় নিহত সিনওয়ার। পরদিন বিষয়টি নিশ্চিত করে ইসরায়েল।

গতকাল সিনওয়ারের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে হামাসও। সংগঠনটির জ্যেষ্ঠ নেতা খলিল আল-হায়া এক বক্তব্যে বলেন, ইসরায়েলি বাহিনী সিনওয়ারকে হত্যা করেছে। গত বৃহস্পতিবার দিনের শেষ দিকে সিনওয়ারকে হত্যার ঘোষণা দেওয়ার পর নেতানিয়াহু বলেন, সিনওয়ারকে হত্যা একটি মাইলফলক। তবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন তিনি। এই যুদ্ধ গাজা থেকে এখন লেবানন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। দেশটির বড় একটি অংশে বোমা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল।

ইসরায়েলিদের উদ্দেশে নেতানিয়াহু বলেন, ‘আমার প্রিয়জনেরা, যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি।’ হামাসের হাতে থাকা জিম্মিদের মুক্ত না করা পর্যন্ত লড়াই চলবে বলে জানান তিনি।

ইরান এবং গাজা, লেবানন, সিরিয়া ও ইয়েমেনে তেহরানের মিত্র সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে নেতানিয়াহু বলেন, ‘শয়তানের অক্ষকে দমিয়ে দেওয়া এবং ভিন্ন এক ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগ আমাদের সামনে এসেছে।’

এখনই থামছে না যুদ্ধ

অবশ্য নেতানিয়াহুর বক্তব্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনসহ পশ্চিমা নেতাদের বিপরীত। বাইডেন বলেছেন, সিনওয়ারের মৃত্যু এই সংঘাত অবসানের একটি সুযোগ তৈরি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেছেন, যুদ্ধবিরতির আলোচনা শুরু এবং জিম্মি মুক্তি নিশ্চিত করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। সিনওয়ার আলোচনা করতে রাজি হননি বলেও দাবি করেন তিনি।

ম্যাথু মিলার বলেন, ‘এই প্রতিবন্ধকতা স্পষ্টত দূর হয়েছে। সিনওয়ারের স্থলাভিষিক্ত যিনি হবেন, তিনি যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হবেন কি না, আগবাড়িয়ে তা বলতে পারছি না। তবে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে যুদ্ধবিরতির ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতা ছিল, সেটা দূর হয়েছে।’

লেবাননে কর্মরত একজন জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক রয়টার্সকে বলেছেন, সিনওয়ারের মৃত্যুতে যুদ্ধের অবসান হবে, সেটা ভুল ধারণা। তিনি বলেন,‘আমরা আসলেই এমনটা আশা করেছিলাম যে সিনওয়ার থেকে মুক্তি পাওয়া গেলে সেটা যুদ্ধ বন্ধের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদল হবে। সব পক্ষই অস্ত্র সংবরণের জন্য প্রস্তুত হবে। তবে মনে হচ্ছে, আমরা আবারও ভুল করতে যাচ্ছি।’

ইসরায়েল যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ায় দেশটির সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের কয়েক মাস ধরে চালানো যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টা ভেস্তে যায়। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রসহায়তার কারণে ইসরায়েলের সামরিক শক্তির সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না ইসরায়েলের চিরশত্রু ইরান।

নতুন মাত্রায় যুদ্ধে শুরুর ঘোষণা হিজবুল্লাহর

এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নতুন মাত্রায় যুদ্ধ শুরুর ঘোষণা দিয়েছে হিজবুল্লাহ। সশস্ত্র গোষ্ঠীটির দাবি, তারা প্রথমবারের মতো ইসরায়েলি সেনাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে।

গত বৃহস্পতিবার দেওয়া এক বিবৃতিতে হিজবুল্লাহ বলেছে, ‘ইসরায়েলি শত্রুপক্ষের সঙ্গে চলমান সংঘাত একটি নতুন এবং বর্ধিত পর্যায়ে রূপান্তরিত হয়েছে।’ আগামী দিনগুলোতে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে এ ঘোষণার প্রতিফলন দেখা যাবে বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

হিজবুল্লাহ আরও দাবি করেছে, ১ অক্টোবর থেকে লেবাননে স্থল অভিযান শুরুর পর ৫৫ সেনা হারিয়েছে ইসরায়েল। আহত হয়েছে পাঁচ শতাধিক। এ ছাড়া সাম্প্রতিক লড়াইয়ে ইসরায়েলের ২০টি মারাকাভা ট্যাংক, চারটি সামরিক বুলডোজার ও দুটি নজরদারি ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে শিখ নেতা হত্যাচেষ্টা

ভারতের সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তা অভিযুক্ত

রয়টার্স, *ওয়াশিংটন*

গুরপতবন্ত সিং পান্নুন

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে খালিস্তানপন্থী শিখ নেতাকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টায় জড়িত থাকার অভিযোগে ভারতের সাবেক এক গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে অভিযুক্ত হওয়া এই ব্যক্তির নাম বিকাশ যাদব (৩৯)। তাঁকে অভিযুক্ত করার তথ্য গত বৃহস্পতিবার প্রকাশ করা হয়।

মার্কিন বিচার বিভাগের অভিযুক্তকরণ নথিতে বিকাশ যাদবকে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইংয়ের (র) সাবেক কর্মকর্তা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়াশিংটনের অভিযোগ, যুক্তরাষ্ট্র-কানাডার দ্বৈত নাগরিক খালিস্তানপন্থী শিখ নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুন হত্যাচেষ্টার ষড়যন্ত্রে ভারতীয় এজেন্টরা জড়িত ছিলেন।

মার্কিন অভিযুক্তকরণের নথিতে বলা হয়, ২০২৩ সালের মে মাস থেকে পান্নুনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পরিচালনায় ভারতে ও বিদেশে থাকা অন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে একত্রে কাজ করেছিলেন বিকাশ যাদব। সে সময় তিনি ভারত সরকারের কর্মচারী ছিলেন।

মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে *ওয়াশিংটন পোস্ট* জানিয়েছে, যাদব এখন ভারতে আছেন। যুক্তরাষ্ট্র তাঁর প্রত্যর্পণ চাইবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

খালিস্তানপন্থীদের ‘সন্ত্রাসী’ হিসেবে অভিহিত করে থাকে ভারত। দেশটি তার নিরাপত্তার জন্য খালিস্তানপন্থীদের ‘হুমকি’ হিসেবে বিবেচনা করে।

মার্কিন অভিযুক্তকরণের নথিতে পান্নুনকে রাজনৈতিক কর্মী, ভারত সরকারের সমালোচক ও ভারতে শিখদের জন্য পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের সমর্থক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার (এফবিআই) পরিচালক ক্রিস্টোফার রে এক বিবৃতিতে বলেছেন, মার্কিন সংবিধানে যেসব অধিকারের সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা চর্চার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ হিসেবে সহিংসতাসহ অন্যান্য তৎপরতা সহ্য করবে না তারা।

কানাডার সঙ্গে চলমান কূটনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে এবার যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গোয়েন্দা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলল যুক্তরাষ্ট্র। গত বছরের জুনে কানাডায় খুন হন খালিস্তানপন্থী শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর।

৬০ বছরে এসে ৭৮ বছরের ট্রাম্পকে খোঁচা কমলার

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

যুক্তরাষ্ট্রের এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বয়স একটি বড় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

কমলা হ্যারিস ডোনাল্ড ট্রাম্প

- কমলা বলেছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প মানসিকভাবে আরও অস্থিতিশীল হয়ে পড়ছেন।
- পিউ রিসার্চ সেন্টারের জরিপে দেখা যাচ্ছে, বয়সের কারণে লড়াইয়ে এগিয়ে থাকছেন কমলা।

এএফপি, *ওয়াশিংটন*

যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস ৬০ বছরে পদার্পণ করছেন। আগামীকাল রোববার ৬০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করবেন তিনি। আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা বয়স নিয়ে নির্বাচনে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আবারও খোঁচা দিয়েছেন।

আগামী ৫ নভেম্বরের নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ইতিহাসের প্রবীণতম প্রার্থী ৭৮ বছর বয়সী ট্রাম্পের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন কমলা। গত বুধবার কমলা হ্যারিস বলেছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প মানসিকভাবে আরও অস্থিতিশীল হয়ে পড়ছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে একজন প্রার্থীর শারীরিক ও মানসিক শক্তি-সামর্থ্যের জন্য একটি বড় পরীক্ষা হিসেবে মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অস্বাভাবিকভাবে বয়সের বিষয়টি আলোচনায় বেশি এসেছে। এ নিয়ে দুই পক্ষের কথার লড়াই চলছে।

কমলা হ্যারিসের এবারের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে বয়সই বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। বয়স নিয়ে সমালোচনার মুখে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ৮১ বছর বয়সী জো বাইডেন নির্বাচনী লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর পরই ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলাকে প্রার্থী করা হয়।

বয়স নিয়ে আলোচনার মধ্যে ১২ অক্টোবর কমলা হ্যারিস তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন প্রকাশ করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য চমৎকার স্বাস্থ্যের অধিকারী তিনি। এরপর ট্রাম্প কেন তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন প্রকাশ করছেন না, তা নিয়ে বারবার কথা বলেন তিনি।

কমলা হ্যারিসের সমালোচনার মুখে ট্রাম্প গত বছরের একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষার কথা উল্লেখ করে নিজেকে প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য সক্ষম হিসেবে বর্ণনা করেন। ট্রাম্পের প্রচার শিবিরের পক্ষ থেকেও বারবার সাবেক প্রেসিডেন্টের শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই বলে দাবি করা হচ্ছে।

কিন্তু ট্রাম্প ও তাঁর প্রচার শিবিরের দাবি মানতে নারাজ কমলার প্রচার শিবির। ট্রাম্প দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য শারীরিকভাবে সক্ষম নন বলেও দাবি করছে কমলার প্রচার শিবির। কারণ হিসেবে তাঁর অসুস্থতার ইতিহাস এবং সাক্ষাৎকার ও সমাবেশ বাতিল হওয়ার কথা বলছে তারা।

এবার নির্বাচনে যে বয়স গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে জরিপেও। পিউ রিসার্চ সেন্টারের সর্বশেষ এক জরিপে উঠে এসেছে, ট্রাম্পকে মানসিকভাবে যাঁরা সক্ষম বলে আসছিলেন, সেই সংখ্যাটা আগে ৫৮ শতাংশ থাকলেও এখন সেটা কমে ৫২ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে।

পিউ রিসার্চ সেন্টারের সর্বশেষ ওই জরিপে দেখা যাচ্ছে, বয়সের কারণে লড়াইয়ে এগিয়ে থাকছেন কমলা। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৪৯ শতাংশ মনে করেন, বয়স ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পথে বাধা হতে পারে।

পাঞ্জাবে বিক্ষোভ চলছে, ৩৮০ শিক্ষার্থী গ্রেপ্তার

শিক্ষার্থী ধর্ষণের অভিযোগ

এএফপি, *লাহোর*

কলেজ ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ। গত বৃহস্পতিবার পাঞ্জাবে। ছবি : এপি

পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের একটি কলেজে নারী শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের খবর অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ার পর ব্যাপক বিক্ষোভ হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে গতকাল শুক্রবার প্রদেশটির সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

পাঞ্জাবের একটি কলেজের বেজমেন্টে এক নারী শিক্ষার্থী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে খবর ছড়িয়ে পড়ে। এরপর পাঞ্জাবের প্রাদেশিক রাজধানী লাহোরে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়।

গতকাল শুক্রবার রাওয়ালপিন্ডির পুলিশ কর্মকর্তা সাইদ খালিদ মাহমুদ হামদানি বলেন, গত বৃহস্পতিবার শহরে বিক্ষোভে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ৩৮০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশের দাবি, বিক্ষোভকারীরা ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করেছেন ও রাষ্ট্রীয় কাজে হস্তক্ষেপ করেছেন। সম্পত্তি ক্ষতি ও অগ্নিসংযোগ করেছেন তাঁরা। পুলিশের গাড়িতে পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে।

তবে পুলিশ, কলেজ কর্তৃপক্ষ ও প্রাদেশিক সরকারের দাবি, তাদের কাছে কোনো ভুক্তভোগী অভিযোগ জানাননি। অনলাইনে ভুয়া তথ্য ছড়িয়েছে বলে দাবি তাদের।

এ ঘটনার পর থেকে লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডিতে শহরের বিভিন্ন ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ হয়েছে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, কর্তৃপক্ষ ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

এমন অবস্থায় পাঞ্জাবের শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার রাতে তিনটি আলাদা নোটিশে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তবে এগুলোতে ধর্ষণের ঘটনা ও বিক্ষোভের বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। এরপর গতকাল ও আজ শনিবার জমায়েতের ওপরও নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে প্রাদেশিক স্বরাষ্ট্র বিভাগ।

রাওয়ালপিন্ডিতে বিক্ষোভে অংশ নিয়ে ১৯ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থী বলেন, সত্য ধামাচাপা দেওয়ার জন্য তারা (কর্তৃপক্ষ) সরকার এবং শীর্ষ কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়েছে। শুধু প্রতিষ্ঠানের সম্মান রক্ষায় তারা এমনটা করেছে।

বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীদের বেশির ভাগই পুরুষ শিক্ষার্থী। বিক্ষোভকারীরা লাহোরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জানালা ভেঙে দিয়েছেন ও স্কুলবাস পুড়িয়ে দিয়েছেন। বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়েন্দা তথ্য

রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধ করতে সেনা পাঠাচ্ছে উত্তর কোরিয়া

বিবিসি

কিম জং-উন

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রুশ সেনাদের পাশাপাশি লড়াই করতে সেনা পাঠাতে শুরু করেছে উত্তর কোরিয়া। দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা (এনআইএস) এ দাবি করেছে। এ তথ্য জানার পর সিউলের পক্ষ থেকে গুরুতর নিরাপত্তা হুমকির বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সম্প্রতি অভিযোগ তোলেন, গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, ১০ হাজারের বেশি উত্তর কোরীয় সেনা যুদ্ধে যোগ দিতে পারেন বলে তিনি মনে করেন। জেলেনস্কির এ অভিযোগের পরপরই দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়।

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল গতকাল শুক্রবার এ নিয়ে নিরাপত্তা বৈঠক ডাকেন। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই যেকোনো উপায়ে এর জবাব দিতে হবে।

দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়েন্দা সংস্থার অভিযোগ, ইতিমধ্যে দেড় হাজার উত্তর কোরিয়ার সেনা রাশিয়ায় পৌঁছেছেন। নাম প্রকাশ না করে একাধিক সূত্র দক্ষিণ কোরিয়ার গণমাধ্যমে বলেছে, উত্তর কোরিয়া প্রায় ১২ হাজার সেনা রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধ করতে পাঠাতে পারে।

উত্তর কোরিয়ার পক্ষ থেকে রাশিয়াকে যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করা হচ্ছে—এমন অভিযোগের মধ্যেই নতুন করে সেনা সরবরাহের বিষয়টি সামনে এসেছে। সম্প্রতি ইউক্রেনের পলতাভায় একটি ক্ষেপণাস্ত্র উদ্ধার করা হয়, যা ছিল উত্তর কোরিয়ার তৈরি।

সম্প্রতি মস্কো ও পিয়ংইয়ং তাদের সম্পর্ক জোরদার করার ঘোষণা দিয়েছে। গত সপ্তাহে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান এবং ঘনিষ্ঠ কমরেড বলে মন্তব্য করেন।

যক্ষ্মা চিকিৎসায় বেসরকারি খাতের ভূমিকা

প্যানেল আলোচক

আবদুল মোক্তাদির
সভাপতি, বাংলাদেশ ওষুধশিল্প সমিতি; ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস

ডা. এ এম শামীম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ল্যাবএইড হাসপাতাল ও ল্যাবএইড ফার্মা

ডা. আসিফ মুজতবা মাহমুদ
মহাসচিব, বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশন

ডা. আবদুস শাকুর খান
কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশন

ডা. আরিফ মাহমুদ
পরিচালক (স্বাস্থ্যসেবা), এভারকেয়ার হসপিটাল

ডা. সরদার এ নাঈম
চেয়ারম্যান, জাপান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতাল ও নাভানা ফার্মা

ড. সৈয়দ আবদুল হামিদ
অধ্যাপক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডা. জাহাঙ্গীর কবির
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি

ডা. আজহারুল ইসলাম খান
পরামর্শক, ইউএসএআইডি'স এসিটিবি কর্মসূচি, আইসিডিডিআরবি

ডা. শাহরিয়ার আহমেদ
ডেপুটি চিফ অব পার্টি, ইউএসএআইডি'স এসিটিবি কর্মসূচি, আইসিডিডিআরবি

সঞ্চালনা
ফিরোজ চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক, প্রথম আলো

স্টপ টিবি পার্টনারশিপের সহযোগিতায় আইসিডিডিআরবি ও প্রথম আলোর আয়োজনে 'যক্ষ্মা চিকিৎসায় বেসরকারি খাতের ভূমিকা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা। রাজধানীর কারওয়ান বাজারে *প্রথম আলো* কার্যালয়ে ৩ অক্টোবর ২০২৪ এই গোলটেবিল অনুষ্ঠিত হয়। ছবি : খালেদ সরকার

সুপারিশ

- যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগগুলোর মধ্যে কার্যকরী সমন্বয় জরুরি।
- যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে বেসরকারি খাতকে অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা করা জরুরি।
- সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারত্বে একটি জাতীয় যক্ষ্মা তহবিল গড়ে তোলা যেতে পারে।
- চিকিৎসার ব্যয় কমাতে দেশীয় পর্যায়ে যক্ষ্মা চিকিৎসার ওষুধ উৎপাদন বাড়াতে হবে।
- প্রাথমিক পর্যায়ে যক্ষ্মা শনাক্তকরণ বাড়াতে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে সারা দেশে যক্ষ্মা সচেতনতাবিষয়ক প্রচারণা চালাতে হবে।
- বেসরকারি খাতে শনাক্ত সব রোগীর তথ্য জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিকে জানাও অ্যাপের মাধ্যমে নোটিফাই করতে হবে।

আবদুল মোক্তাদির
সভাপতি, বাংলাদেশ ওষুধশিল্প সমিতি; ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস

বাংলাদেশের ওষুধশিল্পের উৎপাদনসক্ষমতা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে বসেই আমরা সর্বোচ্চ মানের পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ তৈরি করতে সক্ষম।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত কাঁচামাল আমদানির সীমাবদ্ধতা আমাদের ছিল। তা এখন আমরা অনেকাংশে কাটিয়ে উঠতে পেরেছি।

যক্ষ্মা চিকিৎসায় ব্যবহৃত কিছু ওষুধ, বিশেষত কিছু অ্যান্টিবায়োটিক লার্জ স্কেল ফার্মেন্টেশনের মাধ্যমে তৈরি হয়, যার বিল্ডিং ব্লকগুলো অল্প কিছু দেশেই পাওয়া যায়।

চীন সারা পৃথিবীর চাহিদা মেটানোর মতো পর্যাপ্ত পরিমাণ বিল্ডিং ব্লক তৈরির সক্ষমতা অর্জন করেছে। ফলে তাদের কাছ থেকে আমদানি করে দেশীয় চাহিদা পূরণ করা অসম্ভব কিছু না।

অ্যান্টিবায়োটিক বাদে অন্য যেসব কেমিক্যাল ও সিনথেটিক মলিকিউল যক্ষ্মা চিকিৎসার কাজে লাগে, তার কাঁচামালসহ সবই আমাদের দেশে তৈরি করা যায়। আগে সরকার বাইরে থেকে এসব চিকিৎসাসামগ্রী বিনা মূল্যে পেত। এখন যখন এই বিনা মূল্যের ওষুধের পরিমাণ ক্রমেই কমে আসছে, তখন দেশীয় ওষুধশিল্পকে এ খাতে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

দেশের ভালোর কথা বিবেচনা করে আমরা ওষুধ উৎপাদকেরা লাভের মাত্রা কম রেখে মানুষের ভালোর জন্য ওষুধ সরবরাহ করতে আগ্রহী।

দেশে পর্যাপ্ত চাহিদা তৈরি হলে ধীরে ধীরে তা মিটিয়ে বাইরে রপ্তানির সুযোগও আমাদের সামনে উন্মুক্ত হবে। এভাবে একদিন আমরা যক্ষ্মার ওষুধ উৎপাদনে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে পারব।

এ ধরনের উৎপাদনে সরকারের দিক থেকে যদি কোনো নীতিগত বাধা থেকে থাকে, সেদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আপনাদের সহযোগিতা পেলে কম দামে ভালো মানের ওষুধ সহজলভ্য করে যক্ষ্মামুক্ত বাংলাদেশ তৈরিতে আমরাও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারব।

ডা. এ এম শামীম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ল্যাবএইড হাসপাতাল ও ল্যাবএইড ফার্মা

যক্ষ্মা চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনার বিষয়টি কোভিডের মতোই। এর সঙ্গে অনেক বিষয় জড়িত। কোভিডে সরকারি বেসরকারি অংশিদারত্বের যে মডেল আমরা অনুসরণ করেছি, যক্ষ্মার বিরুদ্ধেও তেমন সমন্বিত কৌশল প্রয়োগ করা জরুরি।

কোভিডে স্বল্প সময়ে আমরা শতাধিক পিসিআর ল্যাব তৈরি করেছি, ওষুধ তৈরি করেছি। তখন স্বাস্থ্য খাতের সরকারি কর্মকর্তারা নিয়মিত আমাদের সঙ্গে বৈঠক করতেন। এতে তাঁদের চাহিদা বা বক্তব্যগুলো যেমন আমরা জানতাম, তেমনি আমাদের সীমাবদ্ধতাগুলোও সরকার জানত।

এ সমন্বয়ের ফলেই স্বল্প সময়ে আমরা কোভিড রোগীদের জন্য ১৪ হাজার কোভিড চিকিৎসা শয্যা তৈরি করতে পেরেছিলাম, যেখানে সরকারের ছিল মাত্র ১ হাজার ৭০০ শয্যা।

ল্যাবএইড বাংলাদেশের একটি বড় প্রতিষ্ঠান। আমাদের প্রায় ৬০০ চিকিৎসা শয্যা আছে। ৮০০-এর বেশি চিকিৎসক আমাদের সঙ্গে কাজ করেন। প্রতিদিন আমরা ১০ হাজারের বেশি মানুষকে চিকিৎসাসেবা দিয়ে থাকি।

৩৫ বছর ধরে কাজ করছি আমরা। যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের সরকারি কর্মসূচিতে আমাদের যুক্ত করার সুযোগ আছে। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষায়িত সেল হতে পারে।

আমাদের বক্ষব্যাধির চিকিৎসকেরা প্রচুর রোগী দেখেন। এর মধ্যে কতজন যক্ষ্মায় আক্রান্ত, সেই তালিকা যথাযথভাবে রাখা হয় না। রোগীদের সব তথ্য সংরক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে। 'জানাও' অ্যাপের বিষয়েও আমি আগে অবগত ছিলাম না। এ বিষয়ে মানুষদের জানাতে হবে।

কেন্দ্রীয়ভাবে উদ্যোগ নিয়ে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বে একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা গেলে যক্ষ্মা নির্ণয়ের সময় ও চিকিৎসার ব্যয় কমে আসবে। সেই সঙ্গে বিদেশি সাহায্য নির্ভরতাও কমবে।

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সব সরকারি ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। যার প্রয়োজন, তার পেছনেই যেন টাকাটা খরচ হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

সব ব্যয়ের নিরীক্ষা করতে হবে। আর বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষাপদ্ধতি সরকারি-বেসরকারি খাতে প্রচলিত আছে। এ পরীক্ষাপদ্ধতিগুলোকে একটা মানে নিয়ে এসে একীভূত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

ডা. আসিফ মুজতবা মাহমুদ
মহাসচিব, বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশন

প্রায় দুই দশকের বেশি সময় ধরে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কাজ করছি আমরা। আমরা বাংলাদেশে ডায়াগনস্টিক চেইনের মাধ্যমে অনেক মানুষকে আমরা স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকি।

বর্তমানে আমাদের বেসরকারি খাত বিকশিত হচ্ছে। কারণ, মানুষ এক জায়গায় সব সেবা (ওয়ান-স্টপ সার্ভিস) চায়। এক জায়গায় গিয়ে যদি সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করে চিকিৎসার নিশ্চয়তা পাওয়া যায়, তাহলে পদ্ধতিগত ক্ষতি (সিস্টেম লস) কমে আসবে।

আমাদের বিশেষজ্ঞরা খুবই দক্ষ। যক্ষ্মা মোকাবিলায় আমরা উন্নত দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি। ওরা যক্ষ্মাকে ভয় পায়, আমরা সাহস করে চিকিৎসা করি।

আপনাদের মতো আগ্রহী সহযোদ্ধাদের পাশে পেলে আমরা বেসরকারি খাতকেও যক্ষ্মা চিকিৎসায় নিয়ে আসতে পারব।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচিতে রোগীকেন্দ্রিক সেবার কথা বলেছে। পুরো বিশ্ব যেখানে সহানুভূতি ও সেবার কথা বলছে, সেখানে আমরা এখনো আদ্যিকালের 'নিয়ন্ত্রণ' করতে চাইছি।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আমরা প্রচুর রোগী শনাক্ত করে থাকি এবং চিকিৎসার জন্য পাঠাই। কিন্তু সরকারি হাসপাতালগুলোর যে জটিলতা, তাতে অনেক রোগীই সেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

শুধু সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকায় আমাদের প্রচুর শনাক্ত রোগী নথিভুক্ত না হয়েই থেকে যাচ্ছে। এবিষয়ে নজর দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করছি।

আপনারা সুযোগ দিলে আমরা এই চিকিৎসাসেবার দায়িত্বও নিতে চাই। আমাদের দেশে সংক্রমণ প্রতিরোধ খুব কঠিন কোনো বিষয় নয়।

অপুষ্টি ও তামাক যক্ষ্মা নির্মূলে বাধার সৃষ্টি করছে। অপুষ্টিতে ভোগা মানুষদের থেকে এই রোগ সমাজের অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়ছে।

তবে সবাই মিলে সমন্বিতভাবে কাজ করে এর মোকাবিলা করা সম্ভব।

ডা. আবদুস শাকুর খান
কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের (বিএমডিসি) নিবন্ধন অনুসারে দেশের অনেক চিকিৎসক বেসরকারি খাতে তাঁরা কাজ করছেন।

সরকারি চিকিৎসকেরাও দিন শেষে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা দেন। প্রয়োজন ও প্রাপ্তির নিরিখে বলতে গেলে ৭০ শতাংশের বেশি চিকিৎসাসেবাই আসছে বেসরকারি খাত থেকে।

বাংলাদেশের মতো যক্ষ্মাপ্রবণ দেশে সব রোগীর পক্ষে সরকারি হাসপাতালে যাওয়া সম্ভব নয়। ফলে বেসরকারি খাতেরও এখানে ভূমিকা রয়েছে।

কমিউনিটিকে সচেতন করতে না পারলে সংক্রামক ব্যাধি নির্মূল করা সম্ভব হয় না। এই লক্ষ্যে গণমাধ্যম, চিকিৎসকদের বিভিন্ন সংগঠন, এনজিওর উদ্যোগগুলো প্রান্তিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিসে জোর দিতে হবে। বিভিন্ন ধরনের যক্ষ্মা শনাক্তে রেডিওলজি কাজে লাগানোর উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। যক্ষ্মার সুপ্তাবস্থা মোকাবিলায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী ঝুঁকিতে থাকা মানুষদের নিয়ে কাজ করতে হবে।

একটু জোরালো ও সমন্বিত নীতিমালা তৈরি করে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহের জন্য আইসিডিডিআরবি পরিচালিত টিবিএসটিসির সময়সীমা রাত আটটা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।এই সময়সীমা আরও বাড়াতে হবে। বেশির ভাগ ডটস সেন্টারও বেসরকারি এনজিও পর্যায়েই পরিচালিত হয়। সুতরাং শনাক্তকরণ, সচেতনতা ও সেবা প্রদান—সব ক্ষেত্রেই বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা বাড়ানো প্রয়োজন।

বর্তমানে দেশে চাহিদার ৯৮ ভাগের বেশি ওষুধ দেশেই উৎপাদিত হচ্ছে। যক্ষ্মার ওষুধ তৈরিতে কোনো আন্তর্জাতিক বাধা থাকলে তা দূর করে দেশেই ওষুধ তৈরির ব্যবস্থা করতে হবে।

ডা. আরিফ মাহমুদ
পরিচালক (স্বাস্থ্যসেবা), এভারকেয়ার হসপিটাল

বহু প্রাচীন একটি রোগ হলেও বাংলাদেশসহ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে যক্ষ্মা এখনো ভয়ানক এক বাস্তবতা। ছাত্র অবস্থায় দেখেছি, বিদেশ থেকেও যক্ষ্মার চিকিৎসার জন্য রোগীরা এখানে আসতেন।

সরকারি-বেসরকারি উভয় খাতেরই স্বাস্থ্যসেবায় অনেক অবদান আছে। তারপরও প্রতিবছর ৫-৬ বিলিয়ন ডলার চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে।

আমাদের সক্ষমতা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যক্ষ্মা মোকাবিলায় বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করতে একধরনের অনীহা রয়েছে, যা আমরা কোভিড মহামারির শুরুতেও দেখেছি।

কোভিড ও ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে আমরা সরকারের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করেছি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি ও অ্যাপটির কথা আমি আজই জানতে পারলাম। এ বিষয়ে আগে জানা থাকলে আমরা হয়তো যক্ষ্মা নির্মূলে আরেকটু এগিয়ে থাকতাম।

আমাদের হাসপাতালে আমরা প্রতিবছর ৫-১০ হাজার রোগী শনাক্ত করি। কিন্তু ওষুধ দিতে না পারার কারণে তাদের সরকারি হাসপাতালে পাঠাতে হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর উদ্যোগ নিলে এ কাজে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ আরও বাড়ানো সম্ভব।

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) ও বিভিন্ন এনজিওর উদ্যোগে আগের থেকে বেসরকারি অংশগ্রহণের মাত্রা অনেক বেড়েছে।

তবু অনেকে চিকিৎসাসেবার বাইরে থেকে যাচ্ছেন।

কোভিডের সময় জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য আমরা প্রচুর কথা বলেছি। এই জনসচেতনতা তৈরির কাজটিকে আমাদের গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে হবে।

ডা. সরদার এ নাঈম
চেয়ারম্যান, জাপান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতাল ও নাভানা ফার্মা

দেশের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি স্বাস্থ্যসেবা বেসরকারি খাত দিয়ে থাকে। তাই বেসরকারি খাতকে বাদ দিয়ে দেশের চিকিৎসাসেবার সার্বিক আলোচনা সম্ভব নয়।

কোভিড সংকটেও আমরা এ ঘটনাই দেখেছি। প্রথমে বলা হয়েছিল, কোভিডের জন্য নির্ধারিত সরকারি হাসপাতাল ছাড়া কেউ চিকিৎসা দিতে পারবেন না। অথচ বেসরকারি হাসপাতালেও অনেক সরকারি চিকিৎসকেরা কাজ করেন। তাহলে কেন সরকারি-বেসরকারি বলে চিকিৎসকদের আলাদা করা হবে?

বেসরকারি হাসপাতালের ব্যয় নিয়ে অহেতুক ভয় তৈরি করে চিকিৎসাসেবা ব্যাহত করা হয়। সরকারি হাসপাতালে ফ্রি বলে যে প্রচারণা চালানো হয়, সেই টাকাটাও তো কাউকে না কাউকে দিতে হয়।

সরকারি মানেই ফ্রি আর বেসরকারি হলেই ব্যয়বহুল, এই ভুল ধারণা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

দেশে যেহেতু স্বাস্থ্যবিমার কোনো ব্যবস্থা নেই, তাই বেসরকারি খাতকে বাদ দিয়ে কোনো চিকিৎসাই সম্ভব নয়।

একজন সার্জন হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, দেশের সেরা সার্জারির চিকিৎসাকেও বিভিন্ন ধরনের যক্ষ্মার সংক্রমণ প্রভাবিত করে।

যক্ষ্মাকে যদিও আমরা ফুসফুসের রোগ বলেই জানি। তবে অস্ত্রোপচারের ক্ষত সারাতেও এ জীবাণু বাধার সৃষ্টি করে। তাই আমাদের প্রয়োজন দ্রুত শনাক্তকরণ।

সরকারের ১৭টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে চলতে হয়। সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে আস্থাহীনতা ও অবিশ্বাস নয়, সত্যিকারের সহযোগিতা গড়ে তোলা গেলেই ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব। এ জন্য উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকেই। সব রকম সহযোগিতার জন্য আমরাও প্রস্তুত থাকব।

ড. সৈয়দ আবদুল হামিদ
অধ্যাপক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যক্ষ্মা চিকিৎসার বেসরকারি খাতের ভূমিকার ওপর একটু জোর দিতে চাই। সরকারি পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে যে শতকরা ৬০ ভাগের বেশি রোগী প্রথম শনাক্তের জন্য অপ্রথাগত চিকিৎসা নিতে যান। এর মধ্যে ফার্মেসি থেকে শুরু করে হাতুড়ে চিকিৎসকসহ সবই রয়েছে।

আমাদের দেশে যক্ষ্মা শনাক্ত হতে বিলম্বের কারণে রোগীদের ক্ষতির মাত্রাও বেশি হয়। স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশেষত কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে শনাক্তকরণের কাজে সম্পৃক্ত করা যায়। বেসরকারি পর্যায়ে শনাক্ত রোগীর ক্ষেত্রে 'জানাও' অ্যাপের কথা আমরা শুনেছি। তবে জানাও অ্যাপের মতো উদ্যোগগুলো আরও প্রচলিত ও সহজলভ্য হতে হবে।

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে ব্যয়ের ক্ষেত্রে আমাদের প্রায় ৬০ মিলিয়ন ডলারের ঘাটতি রয়েছে। এই ঘাটতি পূরণে করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি, ক্রাউড ফান্ডিং, স্থানীয় ও প্রবাসীদের দান কাজ করতে পারে। এ ছাড়া চিনি, তামাক, অ্যালকোহলের মতো ক্ষতিকর জিনিসে স্বাস্থ্য করের মতো অতিরিক্ত কর আরোপ করা যেতে পারে। এই সব খাতের অর্থ মিলিয়ে সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারত্বে একটি জাতীয় যক্ষ্মা তহবিল গড়ে তোলা সম্ভব।

যক্ষ্মা চিকিৎসায় বিশাল খরচের বড় অংশটিই হয় যথাসময়ে রোগ শনাক্ত না হওয়ার কারণে। শনাক্তকরণের সময় কমিয়ে আনলে এই অহেতুক ব্যয় সাশ্রয় করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, চিকিৎসার জন্য যাতায়াত খরচ হয়। এ ছাড়া কর্মক্ষেত্র থেকে ছাঁটাইয়ের মতো ঘটনা এখনো দেখা যায়। ফলে রোগীর আর্থিক উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। আক্রান্ত ব্যক্তির খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতেও অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়। এই সব ব্যয় নির্বাহের জায়গায় বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ রয়েছে।

সরকারি উদ্যোগ অনেক সময়ই তৃণমূল পর্যায়ে কার্যকর থাকে না। এই আলোচনাকে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে বিস্তৃত করতে হবে। অপুষ্টি ও যক্ষ্মা প্রতিরোধে সব অংশীদারকে নিয়ে জনসচেতনতার অভিযান গড়ে তুলতে হবে। ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও বেসরকারি হাসপাতালের মালিকদেরও এ কাজে অংশ নিতে হবে।

ডা. জাহাঙ্গীর কবির
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি

বিশ্বের ৩০টি যক্ষ্মাপ্রবণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। তবে জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সাফল্যও কম নয়। ২০১৫ সালে প্রতি লাখে ৪৫ জন রোগী মৃত্যুর সংখ্যাটিকে ২০২২ সালে আমরা প্রতি লাখে ২৫ জনে নামিয়ে এনেছি।

সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় যক্ষ্মা শনাক্তকরণ কার্যক্রমের আধুনিকায়ন ও বিস্তৃতি হয়েছে। বর্তমানে যক্ষ্মা শনাক্তে জেলা-উপজেলা হাসপাতালে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে প্রাথমিক শনাক্তকরণের হার সারা দেশেই বেড়েছে।

তবে শিশুদের ক্ষেত্রে যক্ষ্মা শনাক্তকরণে আমরা এখনো পিছিয়ে আছি। এই মুহূর্তে আমাদের মোট শনাক্ত রোগীর ৫-৬% শিশু, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে ১০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করছি।

ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা চিকিৎসায় আমাদের উদ্ভাবিত অ্যান্টিবায়োটিক মিশ্রণ প্রয়োগ করে সফল হয়েছি। বাড়িতে রেখে ছয় মাসের ওরাল ডোজ প্রয়োগ করে ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা চিকিৎসা করা হচ্ছে।

২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী মোট শনাক্তকরণের ৫৩% করেছেন সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী ও এনজিওর মাঠকর্মীসহ কমিউনিটি হেলথ স্বাস্থ্যকর্মীরা। ২২% রোগী শনাক্ত হয়েছে বেসরকারি খাতে।অনেক বেসরকারি মেডিকেলে ডটস সেন্টার করা হয়েছে, জিন এক্সপার্ট মেশিন দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ছাড়াও পুলিশ হাসপাতাল, মিলিটারি হাসপাতাল, ২১টি কারাগার যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় এসেছে। পেশাজীবী সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত করতে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

প্রাইভেট প্র্যাকটিশনারদের জন্য জানাও অ্যাপস চালু করা হয়েছে। কিছু জায়গায় এই অ্যাপস ব্যবহারের জন্য আমরা তাদের প্রশিক্ষণও দিয়েছি।

বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামচিকিৎসক ও ফার্মাসিস্টদের প্রশিক্ষণের কাজ চলছে। দরিদ্র রোগীদের প্রয়োজনে তার যাতায়াত খরচটুকুও আমরা বহন করছি।

অপুষ্টিজনিত যক্ষ্মা প্রতিরোধে ০-৫ বছর বয়সী অপুষ্ট শিশুদের যক্ষ্মা পরীক্ষা আবশ্যিক করা হয়েছে। শিশুদের যক্ষ্মা শনাক্তে আমাদের তৈরি গাইডলাইনটি ইউটিউবে চিকিৎসকদের সুবিধার জন্য শিগগিরই উন্মুক্ত করা হবে।

এভাবে আধুনিকায়নের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে ২০৩৫ সালের মধ্যে যক্ষ্মা নির্মূলের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমি আশাবাদী।

ডা. শাহরিয়ার আহমেদ
ডেপুটি চিফ অব পার্টি, ইউএসএআইডি'স এসিটিবি কর্মসূচি, আইসিডিডিআরবি

যক্ষ্মা একটি বায়ুবাহিত রোগ। যাদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতায় ঘাটতি আছে, তারা এ রোগের ঝুঁকিতে বেশি আছে। বৈশ্বিকভাবেও যক্ষ্মা একটি বড় জনস্বাস্থ্যবিষয়ক সমস্যা।

নীরব ঘাতক যক্ষ্মা ২০২৩ সালে ৩ লাখ ৭৯ হাজার রোগীর মধ্যে শনাক্ত হয়েছে। প্রতিদিন বাংলাদেশে এক হাজারের বেশি মানুষ যক্ষ্মায় আক্রান্ত হচ্ছে। ঢাকা মেট্রো এলাকায় প্রতি ২৬ মিনিটে একজন মানুষ যক্ষ্মায় আক্রান্ত হচ্ছে।

অনেক রোগী বেসরকারি খাতে চিকিৎসা নেয় ,যাদের তথ্য জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কাছে নেই। যক্ষ্মা রোগ নির্ণয়ে জাতীয় পর্যায়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং সেই অনুযায়ী কর্মপন্থা নির্ধারণে এ ধরনের তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। পৃথিবীর প্রথম দিককার দেশ হিসেবে আমরা সুপ্ত যক্ষ্মার চিকিৎসায় টিবি প্রিভেন্টিভ থেরাপি চালু করেছি। আইসিডিডিআরবির মাধ্যমে অনেক কাজ করছি আমরা। সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ মডেলে ১০টি যক্ষ্মা নির্ণয় ও চিকিৎসাকেন্দ্র পরিচালনা করছি।

আমাদের ফ্ল্যাগশিপ প্রজেক্ট ইউএসএআইডির এসিটিবির মাধ্যমে যক্ষ্মা প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। আমাদের তরুণদের নেটওয়ার্ক আছে, টিভিতে টক শো করছি, গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করছি। কমিউনিটিকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে কিছু উঠোন বৈঠক করেছি। স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে স্বাস্থ্য অলিম্পিয়াড আয়োজন করছি দৈনিক প্রথম আলোর সহযোগিতায়।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জাতীয় কৌশল পরিকল্পনা অনুসারে সব কাজ করার জন্য অনেক অর্থায়ন দরকার।

যক্ষ্মার সব চিকিৎসা বিনা মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের দেশীয় অর্থায়ন বেড়েছে, দাতা অর্থায়ন কমে আসছে। আমাদের নিজেদেরই নিজেদের দায়িত্ব নিতে হবে।

বেসরকারি খাত সবসময় খরচ সাশ্রয়ী সমাধান তৈরি করে। সেজন্য যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে বেসরকারি খাতের যুক্ত হয়ে কাজ শুরু করা প্রয়োজন।

ডা. আজহারুল ইসলাম খান
পরামর্শক, ইউএসএআইডি'স এসিটিবি কর্মসূচি, আইসিডিডিআরবি

কোভিড মহামারি মোকাবিলায় বাংলাদেশ যে সাফল্য দেখিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের চমৎকার উদাহরণ। এটাও অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে দেশের স্বাস্থ্যসেবার অধিকাংশই দিয়ে থাকে বেসরকারি খাত। তাই বেসরকারি খাতকে বাদ দিয়ে স্বাস্থ্যসেবা চলার কোনো সুযোগ নেই এবং চলছেও না।

স্বাস্থ্য খাতে আমাদের বহু অর্জন রয়েছে; কিন্তু আমাদের পাওয়ার আছে আরও অনেক বেশি। এ ক্ষেত্রে সমন্বয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি ও বেসরকারি খাতকে সমন্বয় করেই চলতে হবে।

সমন্বয়ের একটি জরুরি জায়গা হলো ব্যয়। এখানে যেমন সরকারের বা জনগণের টাকা আছে, তেমনি দাতা সংস্থাগুলোর টাকাও আছে। আমাদের দাতাদের টাকার পরিমাণ কমছে। এই টাকার সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

এখানে দেশে ওষুধ তৈরির কথা উঠে এসেছে, কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করার কথা বলা হয়েছে। দেশে ওষুধ তৈরি হলে দামে সাশ্রয় হবে, সরবরাহ আরও সহজ হবে। আমরা যত দূর সম্ভব কারিগরি ও নীতিগত সহায়তা দিচ্ছি। তবে ওষুধ, সচেতনতা সৃষ্টি, চিকিৎসাসেবা, বিভিন্ন ক্ষেত্রেই আমরা বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করতে চাই।

'জানাও' অ্যাপের জনপ্রিয়তা বাড়াতে আমরা কাজ করব। আর কমিউনিটি ক্লিনিকের মডেলে কমিউনিটি সম্পৃক্ততা বাড়াতে আমাদের চেষ্টা থাকবে। বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে যক্ষ্মা রোগীদের জন্য বিশেষ বেড ব্যবস্থাপনার অনুরোধ থাকবে।

আপনারাই বলেছেন যে বেসরকারি খাতকে বাদ দিয়ে যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচি সাফল্য পাবে না। যক্ষ্মা নির্মূলে আপনাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে।

একদিকে ড্রাগস ও ডায়াগনসিস, অন্যদিকে রোগীর রেকর্ড তৈরি ও সংরক্ষণে আপনাদের সহযোগিতা আমাদের কাম্য।

এ বিষয়ে কাজের ক্ষেত্রে আলোচকেরা উৎসাহ দিয়েছেন। আশা করছি, শিগগিরই আমরা আবার একত্রে বসে একটি যৌথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করব । বাংলাদেশকে ২০৩৫ সালের মধ্যে যক্ষ্মা নির্মূলের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এ পরিকল্পনা সহায়ক হবে।

বিশ্ববাজারে সোনার রেকর্ড দাম | বিশ্ববাজারে সোনার দাম গতকাল শুক্রবার প্রথমবারের মতো প্রতি আউন্স রেকর্ড (৩১.১০ গ্রাম) ২,৭০০ ডলার ছাড়িয়েছে। এএফপি

চামড়া কাঁচা চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার পর তা শুকাতে দিচ্ছেন শ্রমিকেরা। সম্প্রতি সাভারের হেমায়েতপুরে বিসিক চামড়াশিল্প নগরে। ছবি : আশরাফুল আলম

৭৫ কোটি টাকা কর ফাঁকি এস আলমের দুই ছেলের

আইআরডির তথ্য

২০২১ সালে এস আলমের দুই ছেলে আশরাফুল আলম ও আসাদুল আলম ৫০০ কোটি টাকা বৈধ করেন ভুয়া পে-অর্ডার জমা দিয়ে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশজুড়ে ব্যাপক সমালোচিত ব্যবসায়ী সাইফুল আলমের (এস আলম) দুই ছেলের অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করতে কর ফাঁকিতে সহায়তা করায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তিন কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে এসব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অধিকতর তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), এনবিআর ও বাংলাদেশ ব্যাংককে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বা আইআরডির পক্ষ থেকে গত বৃহস্পতিবার তিন সংস্থাকে আলাদা আলাদা এই চিঠি দেওয়া হয়। চিঠিতে বলা হয়, এস আলমের ছেলে আশরাফুল আলম ও আসাদুল আলমের অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করতে মোটা অঙ্কের কর ফাঁকি দেওয়া হয়। আর এই কর ফাঁকির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চলের কর কর্মকর্তা সাইফুল আলম, এ কে এম শামসুজ্জামান ও আমিনুল ইসলাম।

এনবিআর সূত্রে জানা যায়, কর ফাঁকির এ ঘটনাটি ঘটেছে ২০২১ সালে, চট্টগ্রামের কর অঞ্চল-১-এ। ওই বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত ১০ শতাংশ হারে কর দিয়ে অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করার সুযোগ দেয় সরকার। সেই সুযোগ নিয়ে এস আলমের দুই ছেলে আশরাফুল আলম ও আসাদুল আলম ২৫০ কোটি করে মোট ৫০০ কোটি টাকা অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করেন। এ জন্য ১০ শতাংশ হারে কর বাবদ প্রদেয় অর্থ ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা দেওয়া হয়। সরকারের দেওয়া অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করার বিধান অনুযায়ী, নিয়ম ছিল ২০২১ সালের ৩০ জুনের মধ্যে কেউ এই সুযোগ নিলে সে ক্ষেত্রে করহার হবে ১০ শতাংশ। আর ৩০ জুনের পর কেউ এই সুযোগ নিলে তাদের ক্ষেত্রে জরিমানাসহ করের হার বেড়ে দাঁড়াবে ২৫ শতাংশে।

এস আলমের দুই ছেলে অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করতে কর বাবদ অর্থ পরিশোধের যে পে-অর্ডার দিয়েছিল, তা নগদায়ন করতে গেলে অস্পষ্টতার কারণে ব্যাংক থেকে তা নগদায়ন করা হয়নি। পরে সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল থেকে এ বিষয়ে করদাতা এস আলমের দুই ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পরে ওই বছরের ডিসেম্বরে নতুন করে দুটি পে-অর্ডার দেয় এবং সেগুলো ডিসেম্বরে নগদায়ন হয়। কিন্তু ২০২২ সালের জুনে এসে কর অঞ্চলের যুগ্ম কমিশনার এ নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, যে অর্থ ডিসেম্বরে জমা হয়েছে, তার বিপরীতে জুন মাসের প্রাপ্য কর সুবিধা মিলবে কি না। পরে এ নিয়ে তিনি ব্যাংকের কাছে জানতে চান, জুনে যে দুটি পে-অর্ডার দেওয়া হয়েছিল, তার বিপরীতে প্রেরকের (এস আলমের দুই ছেলে) ব্যাংক হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ ছিল কি না। ব্যাংক থেকে তখন জানানো হয়, ব্যাংক হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ ছিল। কিন্তু পরে জানাজানি হয় ২০২১ সালের জুনে এস আলমের দুই ছেলে কর বাবদ যে পে-অর্ডার জমা দিয়েছিলেন, সেগুলো ভুয়া ছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এনবিআরের ঢাকার তদন্ত কার্যালয় থেকে বিষয়টি অধিকতর তদন্তের উদ্যোগ নেওয়া হয়। চলতি মাসে সেই তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

এনবিআরের অধিকতর তদন্তে উঠে আসে, ২০২১ সালে ভুয়া পে-অর্ডার জমা দিয়ে ৫০০ কোটি টাকা সাদা করার সুবিধা নিয়েছেন এস আলমের দুই ছেলে। তাতে তাঁরা ৭৫ কোটি টাকা কর ফাঁকি দিয়েছেন। এমনকি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের পক্ষ থেকেও এনবিআরকে জানানো হয়, ২০২১ সালে ব্যাংকটির মালিকানায় থাকা এস আলম গ্রুপের চাপে তারা ভুয়া পে-অর্ডারের বিষয়টি গোপন করতে বাধ্য হয়েছিল। এভাবে কর ফাঁকির পুরো প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এনবিআরের কয়েকজন কর্মকর্তাসহ ব্যাংক ও এস আলমের দুই ছেলের প্রতিনিধির দায় পেয়েছে তদন্ত দল। এ কারণে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দুদক, এনবিআর ও বাংলাদেশ ব্যাংককে চিঠি দিয়েছে আইআরডি।

রিজার্ভের পতন থেমেছে, ডলার বাজার স্থিতিশীল

বৈদেশিক মুদ্রা পরিস্থিতি

সরকার বদলের পর বেড়েছে বৈধপথে প্রবাসী আয় আসা। কমেছে আমদানি। রপ্তানিও বেড়েছে। তাতে ধীরে ধীরে ডলার-সংকট কাটতে শুরু করেছে।

সানাউল্লাহ সাকিব, *ঢাকা*

প্রবাসী আয়ের প্রবাহ বাড়ায় দেশের রিজার্ভ পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর প্রবাসীরা গত আগস্ট মাস থেকে বৈধ চ্যানেলে বেশি পরিমাণ আয় পাঠাচ্ছেন। তাতে এ খাতে ভালো প্রবৃদ্ধি হয়েছে। একই সঙ্গে আমদানি ব্যয় হ্রাস পাওয়া ও বাড়তি বৈদেশিক ঋণের প্রতিশ্রুতির ফলে বহিস্থ খাতে কিছুটা স্বস্তি মিলছে। সব মিলিয়ে বিনিময় হারে একধরনের স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে বলে আর্থিক খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর বিশ্ববাজারে জ্বালানি, খাদ্যমূল্য ও পরিবহন খরচ বেড়ে যায়। এতে বাংলাদেশে আমদানি খরচ বেড়ে যায়, শুরু হয় ডলারের সংকট। ডলারের এই সংকটে ওলট-পালট হয়ে যায় দেশের প্রায় সব আর্থিক সূচক। ব্যবসা-বাণিজ্যও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সংকট মোকাবিলায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি শুরু করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে একসময়ের ৪৬ বিলিয়ন ডলারের রিজার্ভ কমে প্রায় অর্ধেকে নেমে আসে। একপর্যায়ে প্রকৃত বা ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ কমে দাঁড়ায় ১৩ বিলিয়ন ডলারে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেতৃত্বে পরিবর্তন আসে। বাড়তে থাকে প্রবাসী আয়। আমদানিও কিছুটা কমে। এতে বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল হতে শুরু করে। রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি একেবারেই বন্ধ করে দেওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার মজুতের পতন থেমেছে। ব্যাংকে এখন ডলার ১২০ টাকা ও খোলাবাজারে ১২২ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। তবে সরকারি পরিসংখ্যানে মূল্যস্ফীতি কমে এলেও মুরগি, ডিম ও সব ধরনের সবজি উচ্চ দামে বিক্রি হচ্ছে। এতে মানুষের কষ্ট বেড়েছে।

> “ডলার নিয়ে অস্থিতিশীল যে পরিস্থিতি ছিল, তা কেটে গেছে। আগের মতো দাম নিয়েও তেমন হইচই নেই। সরকারি ব্যাংকগুলোর কিছু বকেয়া বিল এখনো রয়ে গেছে। এ জন্য ডলারের দাম ১২০ টাকার ওপরে উঠেছে।
>
> **সৈয়দ মাহবুবুর রহমান**, সাবেক চেয়ারম্যান, এবিবি

বেড়েছে প্রবাসী আয়, কমেছে আমদানি ও রপ্তানি

বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে, গত সেপ্টেম্বরে মোট প্রবাসী আয় এসেছে ২৪০ কোটি মার্কিন ডলার। গত বছরের সেপ্টেম্বরে এসেছিল ১৩৩ কোটি ডলার। সেই হিসাবে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় গত মাসে প্রবাসীরা ৮০ শতাংশ বেশি অর্থ দেশে পাঠিয়েছেন। এর আগে আগস্টেও দেশে এসেছিল ২২২ কোটি ডলারের প্রবাসী আয়। চলতি মাসের প্রথম ১২ দিনে ৯৯ কোটি ডলার প্রবাসী আয় এসেছে। প্রবাসী আয় হিসেবে দেশে যে অর্থ আসে, তার পুরোটাই প্রকৃত বৈদেশিক মুদ্রায় আয় ও তাৎক্ষণিক তা দেশে আসে। প্রবাসী আয়ের অর্থে আমদানি দায়সহ বিভিন্ন খরচ মেটানো হয়।

এদিকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্যানুযায়ী, গত সেপ্টেম্বরে ৩৮৬ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। গত বছরের সেপ্টেম্বরে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৩২ কোটি ডলার। সেই হিসাবে গত বছরের সেপ্টেম্বরের তুলনায় গত মাসে রপ্তানি বেড়েছে ৫৪ কোটি ডলার বা ১৬ শতাংশ। গত জুলাইয়ে ৩৮২ ও আগস্টে ৪০৭ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। তখন রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৩ ও ৫ শতাংশ। সব মিলিয়ে চলতি অর্থবছরে প্রথম তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ১ হাজার ১৭৫ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়। এ রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭ দশমিক ৮৯ শতাংশ বেশি।

তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের পণ্য রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ৮১ কোটি ডলার। এই রপ্তানি তার আগের বছরের তুলনায় ৫ দশমিক ৮৯ শতাংশ কম। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রায় ৪ হাজার ৩৩৬ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল। এ ছাড়া গত জুলাই-আগস্টে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় আমদানি ১ দশমিক ১৬ শতাংশ কমেছে।

রিজার্ভ পরিস্থিতি

২০২০ সালে করোনাভাইরাস মহামারি শুরুর পর বৈশ্বিক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেলে দেশে প্রবাসী আয় বাড়তে শুরু করে। এতে ২০২১ সালের জুনে মোট রিজার্ভ ৪৬ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়। তবে সংকট সামলাতে বাংলাদেশ ব্যাংক ডলার বিক্রি শুরু করলে রিজার্ভ পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে গত মে মাসে মোট রিজার্ভ কমে ২ হাজার ৩৭৭ কোটি ডলারে (২৩ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন) নেমে আসে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাবপদ্ধতি বিপিএম ৬ অনুযায়ী, এ সময় রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ হাজার ৮৩২ কোটি ডলারে (১৮ দশমিক ৩২ বিলিয়ন)। তবে তখন প্রকৃত বা ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ ছিল ১৩ বিলিয়ন ডলারের কিছুটা কম।

তবে গত ৪ আগস্ট মোট রিজার্ভ দাঁড়ায় ২৫ দশমিক ৯৬ বিলিয়ন ডলারে, যার মধ্যে ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ ছিল ১৫ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন ডলার। ৯ অক্টোবর এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের দায় পরিশোধের পর মোট রিজার্ভ কমে হয়েছে ২৫ দশমিক শূন্য ৪ বিলিয়ন ডলার ও ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ কমে হয়েছে ১৪ দশমিক ৮৭ বিলিয়ন ডলার।

ডলার-সংকটের মধ্যে আর্থিক হিসাব ও চলতি হিসাবে ঘাটতি হওয়ায় ২০২২ সালের জুলাইয়ে আইএমএফের কাছে ঋণ চায় বাংলাদেশ। ছয় মাস পর সংস্থাটি গত বছরের ৩০ জানুয়ারি ৪৭০ কোটি ডলার ঋণ অনুমোদন করে। ওই বছরই প্রথম কিস্তির ৪৭ কোটি ৬৩ লাখ ডলার ও দ্বিতীয় কিস্তির ৬৮ কোটি ১০ লাখ ডলার পায় বাংলাদেশ। গত জুনে তৃতীয় কিস্তি বাবদ ১১৫ কোটি ডলার আসে। চলতি মাসেই চতুর্থ কিস্তির অর্থ পাওয়ার কথা রয়েছে। এই ঋণের অর্থ সরাসরি রিজার্ভে যুক্ত হয়।

ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন, ডলার নিয়ে যে হাহাকার ছিল, তা অনেকটা কমে এসেছে। বিদেশি মেয়াদোত্তীর্ণ বিলের অনেকগুলোই মেটানো হয়েছে। এরপরও ৩ বিলিয়ন ডলারের দেনা রয়ে গেছে, যা আগামীতে পরিশোধ করতে হবে।

ব্যাংক নির্বাহীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) সাবেক চেয়ারম্যান ও মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, ডলার নিয়ে অস্থিতিশীল যে পরিস্থিতি ছিল, তা কেটে গেছে। আগের মতো দাম নিয়েও তেমন হইচই নেই। সরকারি ব্যাংকগুলোর কিছু বকেয়া বিল এখনো রয়ে গেছে। এ জন্য ডলারের দাম ১২০ টাকার ওপরে উঠেছে। এসব দায় শোধ হয়ে গেলে ও প্রণোদনা উঠিয়ে দিলে ডলারের দাম ১২০ টাকার নিচে নেমে আসতে পারে।

করপোরেট সংবাদ

ইসলামী ব্যাংকের ৪৫ দিনব্যাপী ক্যাম্পেইন শুরু

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ ‘এক্সট্রা এফোর্টস ফর বেটার অ্যাসেট বেটার টুমোরো’ শীর্ষক ৪৫ দিনব্যাপী এক ক্যাম্পেইন শুরু করেছে। ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ প্রধান অতিথি হিসেবে সম্প্রতি এই ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন। এ সময় ব্যাংকের এমডি মুহাম্মদ মুনিরুল মওলা, নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান মো. আবদুল জলিল, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান এম মাসুদ রহমান, নিরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান মো. আবদুস সালাম; স্বতন্ত্র পরিচালক মোহাম্মদ খুরশীদ ওয়াহাব; এএমডি মো. ওমর ফারুক খান, মো. আলতাফ হুসাইন ও মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন মজুমদার উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

আল-আরাফাহ্ ব্যাংক ও স্টার টেকের চুক্তি

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক (এআইবি) ও স্টার টেকের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি সই হয়েছে। গত বুধবার এআইবির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরী ও স্টার টেকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জাহেদ আলী ভূঁইয়া নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন। চুক্তি অনুযায়ী, এআইবি ক্রেডিট কার্ডধারীরা স্টার টেক থেকে পণ্য ক্রয়ে ডিসকাউন্ট কুপন ও ৩৬ মাসের ইএমআই সুবিধা পাবেন। চুক্তি সই অনুষ্ঠানে ব্যাংকটির কার্ড ডিভিশনের প্রধান মোহাম্মাদ সাখাওয়াত উল্লাহ, স্টার টেকের সহকারী মহাব্যবস্থাপক শেখ সোহেল আক্তার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

গ্যাসের সংকট কাটেনি, লোকসানে অনেক শিল্প

উৎপাদন খাত

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

গাজীপুরের শ্রীপুরে এশিয়া কম্পোজিট মিলসে দৈনিক সুতা উৎপাদন সক্ষমতা ৮৫-৯০ টন। তবে গ্যাস-সংকটের কারণে কয়েক মাস ধরে সক্ষমতার তুলনায় ৩০-৪০ শতাংশ কম উৎপাদন হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. মাসুদ রানা *প্রথম আলোকে* বলেন, গ্যাস-সংকটের কারণে উৎপাদন কম হওয়ায় খরচ বেড়ে যাচ্ছে। তাতে বড় অঙ্কের লোকসান হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, গ্যাসের সরবরাহ না বাড়ালে অনেক শিল্পকারখানা ধীরে ধীরে রুগ্‌ণ হয়ে যাবে। তাতে কর্মসংস্থানে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

এশিয়া কম্পোজিট মিলসের মতো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পকারখানা সাড়ে চার মাস ধরে তীব্র গ্যাস-সংকটে ভুগছে। বস্ত্রকল, সিরামিক ও ইস্পাত খাতের ব্যবসায়ীরা বলছেন, গ্যাস-সংকটে মাসের পর মাস উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এতে বড় ধরনের লোকসানে পড়ছে বিভিন্ন শিল্পকারখানা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে ভবিষ্যতে ঋণখেলাপি হওয়ার ঝুঁকি এড়ানো অনেকের জন্য চ্যালেঞ্জিং হবে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, দেশীয় গ্যাসক্ষেত্র থেকে উৎপাদন না বাড়ায় গ্যাসের সংকট কাটছে না। বাংলাদেশ তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) বলছে, দীর্ঘদিন ধরে গ্যাস খাত চলছে রেশনিং (এক খাতে সরবরাহ কমিয়ে অন্য খাতে দেওয়া) করে। দেশে দিনে গ্যাসের চাহিদা ৩৮০ কোটি ঘনফুট। এর মধ্যে ৩০০ কোটি ঘনফুট সরবরাহ করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। কোনো কারণে সরবরাহ এর চেয়ে কমলেই বেড়ে যায় সংকট। বর্তমানে সরবরাহ হচ্ছে ২৭১ কোটি ঘনফুট।

বর্তমানে দিনে দেশের গ্যাসক্ষেত্র থেকে উৎপাদন হচ্ছে ২০০ কোটি ঘনফুট। বাকিটা তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) থেকে আসে। আমদানি করা এলএনজি রূপান্তর করে পাইপলাইনে সরবরাহের জন্য কক্সবাজারের মহেশখালীতে দুটি ভাসমান টার্মিনাল আছে। এর মধ্যে মার্কিন কোম্পানি এক্সিলারেট এনার্জির টার্মিনাল থেকে ৬০ কোটি ঘনফুট সরবরাহ করা হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় রিমালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গত ২৭ মে থেকে বন্ধ আছে সামিটের টার্মিনাল। এতে গ্যাস সরবরাহ কমে যায় ৫০ কোটি ঘনফুট। গত মাসে সামিটের টার্মিনালটি চালু হয়। তবে বিদেশ থেকে এলএনজিবাহী জাহাজ না আসায় গ্যাস সরবরাহ বাড়ছিল না। তবে গত সপ্তাহে একটি এলএনজিবাহী জাহাজ এসেছে বলে জানায় পেট্রোবাংলা।

লিটল গ্রুপ অব কোম্পানিজের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইনটিমেট স্পিনিং মিলস ও লিটল স্টার স্পিনিং মিলসের কারখানা যথাক্রমে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ও ঢাকার সাভারে। গ্যাস-সংকটের কারণে দুটি সুতার কলের উৎপাদন অর্ধেকে নেমেছে। শুধু গত মাসেই প্রতিষ্ঠান দুটি পৌনে ২ কোটি টাকা লোকসান গুনেছে।

এমন তথ্য দিয়ে লিটল গ্রুপ অব কোম্পানিজের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ খোরশেদ আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, কারখানায় দিনে গ্যাসের চাপ ২-৩ পিএসআই পর্যন্ত পাওয়া যায়। আর রাতে সর্বোচ্চ ৪ পিএসআই। ফলে উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে ব্যবসা টেকানো সম্ভব হবে না। শিল্প বাঁচাতে হলে সরকারকে গ্যাস আমদানির জন্য ডলার দিতে হবে। বস্ত্র খাতে ১ ডলারের গ্যাস ব্যবহার করে ৪ ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব।

এদিকে বস্ত্রকল মালিকদের সংগঠন বিটিএমএর নেতারা গত মাসে সংবাদ সম্মেলন করে দাবি করেন, জ্বালানি সংকটের কারণে বেশির ভাগ কারখানা তাদের সক্ষমতার ৩০-৪০ শতাংশ ব্যবহার করতে পারছে না। তাতে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো।

গ্যাস-সংকটে সিরামিক কারখানার উৎপাদনও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সিরামিক খাতের উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিসিএমইএর নেতারা বলছেন, তীব্র গ্যাস-সংকটে ২২-২৫টি সিরামিক কারখানার উৎপাদন কমে গেছে। কারখানাগুলোতে যেখানে ১৫ পিএসআই গ্যাস চাপ প্রয়োজন হয়, সেখানে গ্যাসের চাপ সর্বোচ্চ ২-৩ পিএসআই। কখনো কখনো তা শূন্যেও নেমে আসছে। ফলে উৎপাদন কমছে, লোকসান বাড়ছে।

বিসিএমইএর সভাপতি মো. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা বলেন, গ্যাস-সংকটে অবর্ণনীয় দুর্ভোগে পড়েছে কোম্পানিগুলো। অনেক কারখানায় উৎপাদন সক্ষমতার ২০ শতাংশের বেশি উৎপাদন হয় না। শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দিতে পারছে না কোনো কোনো কোম্পানি। কেউ কেউ ব্যাংকঋণের কিস্তিও পরিশোধ পারতে পারছে না।

গ্যাস সরবরাহ পরিস্থিতির কবে উন্নতি হবে এমন প্রশ্নের জবাবে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জনেন্দ্র নাথ সরকার গত বুধবার *প্রথম আলোকে* বলেন, এলএনজিবাহী একটি জাহাজ মহেশখালীতে পৌঁছেছে। ফলে শিগগিরই ভাসমান টার্মিনাল থেকে গ্যাস সরবরাহ ১০০ কোটি ঘনফুটের বেশি হবে। এতে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

ফিরেছেন জে-হোপ

বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে গত মঙ্গলবার ফিরেছেন বিটিএসের জে-হোপ। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

নাট্য কর্মশালা

মাসব্যাপী নাট্য কর্মশালার আয়োজন করেছে নাটকের দল এথিক। এইচএসসি পাস যেকোনো তরুণ-তরুণী এই কর্মশালায় যোগ দিতে পারবেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ৩১ অক্টোবরের মধ্যে ethic09@yahoo.com ঠিকানায় আবেদন করা যাবে। **বিনোদন ডেস্ক**

‘ফৌজি’ আসছে

ফৌজি ধারাবাহিক দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন শাহরুখ খান। প্রায় সাড়ে তিন দশক পর টেলিভিশন ধারাবাহিকটির দ্বিতীয় মৌসুম আসছে। তবে *ফৌজি* ২-এ শাহরুখের জায়গায় ভিকি জৈনকে দেখা যাবে। এই ধারাবাহিক দিয়েই অভিনয়জীবন শুরু করতে চলেছেন ভিকি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অভিনেত্রী অঙ্কিতা লোখান্ডের স্বামী। সন্দীপ সিং পরিচালিত *ফৌজি* ২-এ ভিকির বিপরীতে আছেন গওহর খান। **প্রতিনিধি, মুম্বাই**

ভিকি জৈন। ছবি : অভিনেতার ইনস্টাগ্রাম থেকে

ব্যান্ডের শ্রদ্ধার্ঘ্য

লিয়াম পেইনকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়েছে ওয়ান ডিরেকশন। ব্যান্ডের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা বার্তায় ব্যক্তি ও শিল্পী হিসেবে লিয়ামকে স্মরণ করেছেন তাঁর সতীর্থরা। বার্তায় বলা হয়, ‘আমাদের স্মৃতিগুলো সারা জীবন থাকবে, আমরা তোমাকে ভালোবাসি, লিয়াম।’ ২০১০ সালে গঠিত ব্যান্ডটি তুমুল জনপ্রিয়তা পায়, ভেঙে যায় ২০১৬ সালে। গত বুধবার আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেসে একটি হোটেলের চতুর্থ তলা থেকে পড়ে মারা যান ৩১ বছর বয়সী লিয়াম পেইন। তাঁর মৃত্যুর কারণ এখনো পরিষ্কার নয়। **বিনোদন ডেস্ক**

ওয়ান ডিরেকশনের সদস্যরা। এএফপি ফাইল ছবি

নতুন পোস্টার

দক্ষিণি তারকা আল্লু অর্জুন তাঁর আগামী ছবি *পুষ্পা* ২-এর নতুন পোস্টার প্রকাশ করেছেন। পোস্টারটি ইতিমধ্যে ভক্তদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে। আল্লু অর্জুন এই পোস্টারের মাধ্যমে আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, আগামী ৬ ডিসেম্বর তিনি আসছেন। এখন থেকেই সিনেমাপ্রেমীরা সুকুমার পরিচালিত ছবিটির মুক্তির দিন গুনছেন। **প্রতিনিধি, মুম্বাই**

পুষ্পা ২-এর নতুন পোস্টার

নতুন শুরু

সর্বশেষ অ্যালবাম ডাহা ফ্লপ, এরপর কনসার্ট বাতিল, বেন অ্যাফ্লেকের সঙ্গে বিচ্ছেদ; তবে এবার সব ভুলে নতুন করে শুরু করতে চলেছেন জেনিফার লোপেজ। বিনোদনবিষয়ক গণমাধ্যম পেজ সিক্স জানিয়েছে, নতুন আলবামের গান লিখতে এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন গীতিকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন লোপেজ। এবার তিনি পুরোপুরি ড্যান্স নাম্বার দিয়ে অ্যালবাম সাজাতে চান। আগামী বছর অ্যালবামটি বাজারে আসতে পারে। **বিনোদন ডেস্ক**

জেনিফার লোপেজ। ছবি : রয়টার্স

এক মঞ্চে লালন, আরেক মঞ্চে নজরুল

ছুটির দিনের আয়োজন

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

থেমে থেমে বৃষ্টি ছিল দুপুরে। মৃদুমন্দ হাওয়া দিচ্ছিল; সন্ধ্যায় বৃষ্টি না থামলেও ছিল ভ্যাপসা গরম। এমন পরিবেশে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় শিল্পকলা একাডেমি ও ছায়ানটে ভেসে বেড়ায় গানের সুর। শিল্পকলায় ছিল লালন, ছায়ানটে নজরুলের গান। চার দেয়ালের মিলনায়তন কিংবা উন্মুক্ত ময়দানে ছিল উল্লেখযোগ্য মানুষের উপস্থিতি। বাণী আর বিচিত্র সুরের অবগাহনে সিক্ত হয় শ্রোতার অন্তর।

সাঁইজির ১৩৪তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমি আয়োজন করেছে তিন দিনের ‘লালন স্মরণোৎসব’। এ উৎসবের দ্বিতীয় দিন ছিল গতকাল। এদিন ছিল ‘মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি’ শীর্ষক সাধু মেলা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নানা প্রজন্মের শিল্পীরা অংশ নেন এখানে। একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য দেন সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের পরিচালক মেহজাবীন রহমান।

এদিন ছিল মূলত গানের আয়োজন। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সন্ধ্যা ছয়টায় একাডেমির নন্দন মঞ্চে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতে মঞ্চে আসেন নবীন-প্রবীণ বাউলেরা। সমবেত কণ্ঠে তাঁরা পরিবেশন করেন ‘এসো হে দয়াল কান্ডারি’। এরপর ছিল একক পরিবেশনা। পরিবেশিত গানের মধ্যে ছিল ‘কী সন্ধানে যাই’, ‘এনেছে এক নবীন গোরা’, ‘সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে’, ‘সাঁইর লীলা বুঝবি খ্যাপা’, ‘দাসের যোগ্য নই চরণে’, ‘মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি’, ‘কোন নামে ডাকিলে তারে’, ‘খাঁচার ভিতর অচিন পাখি’। শেষে সমবেত কণ্ঠে শিল্পীরা শুনিয়েছেন ‘মিলন হবে কত দিনে’।

এক পাশে দর্শক, অন্য পাশে শিল্পীরা দল বেঁধে বসে ছিলেন। একে একে ফরিদপুরের পাগলা বাবলু, কুষ্টিয়ার চন্দনা মজুমদার, চুয়াডাঙ্গার বাউল লতিফ শাহ্, ফরিদপুরের আরিফ বাউল, রাজবাড়ীর আনোয়ার শাহ, মানিকগঞ্জের বিপ্লব ফকিরসহ ২০ জনের বেশি শিল্পী গান শুনিয়েছেন এদিন।

সভাপতির বক্তব্যে একাডেমির মহাপরিচালক সৈয়দ জামিল আহমেদ বলেন, ‘লালনের শিক্ষাই হলো অহিংস বাহাস আর সাধনা ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণের মূলমন্ত্র। লালনের গান হলো তত্ত্ব গান, যা প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত, সাধনার সঙ্গে যুক্ত। তত্ত্ব যা যেকোনো সাধনার মূল খোঁজার প্রক্রিয়া। লালনের বাণী অনুসারে জ্ঞান অন্বেষিত হয় শিল্পকলার মাধ্যমে, এ জন্য লালন সাঁইজি আমাদের প্রিয়। আমাদের রাষ্ট্র গঠনের নতুন পরিকল্পনায় তিনি পথ দেখাতে সক্ষম। জ্ঞানভিত্তিক আত্মজীবন কী করে রাষ্ট্র ও সমাজের কেন্দ্রে স্থাপিত হয় শিল্পকর্মের মাধ্যমে, উনি তা দেখিয়েছেন।’

এর আগে বৃহস্পতিবার উৎসবের উদ্বোধনীতে সভাপতির বক্তব্যে একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ দর্শকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক এক অভ্যুত্থান-উত্তর সময়ে লালন সাঁইজির ১৩৪তম তিরোধান দিবস নতুন কিছু তাৎপর্য বহন করে।’ তিনি আরও বলেন, ‘একরৈখিক জাতীয়তাবাদের ফ্যাসিবাদ থেকে ভাবগত মুক্তির বিভিন্ন চিহ্ন আমরা লালন থেকে পেতে পারি। জাতিভেদ পন্থার বিপরীতে লালন সাঁইজির সাধনার উপায় ছিল শিল্পকলা, শ্রেণিকেন্দ্রিক রাজনীতির বাইরে আমাদের নতুন রাজনীতি বন্দোবস্তের দার্শনিক ভিত্তি দিতে সক্ষম লালন সাঁইজি।’

শিল্পকলা একাডেমির নন্দন মঞ্চে গতকাল সন্ধ্যায় ‘লালন স্মরণোৎসব’-এ গান শুনিয়েছেন ফরিদপুরের পাগলা বাবলু। ছবি : শিল্পকলা একাডেমির সৌজন্যে

আজ সমাপনী

তিন দিনের উৎসবের আজ শেষ দিন। শনিবার সমাপনী দিনে বিকেল চারটায় নাট্যশালার সেমিনারকক্ষে প্রথম পর্বে ‘জাতিসত্তার প্রশ্ন এবং বাউল-ফকির পরিবেশনার রাজনীতি’ শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান হবে। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষক আ-আল মামুন। আলোচনা করবেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আজম; লেখক ও সাংবাদিক এবং পিআইবির মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ; নাট্যকার, লেখক ও গবেষক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক শাহমান মৈশান।

দ্বিতীয় পর্বে সন্ধ্যা সাতটায় জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে দেশবরেণ্য শিল্পীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হবে লালন স্মরণোৎসব ‘ধরো মানুষ রূপ নেহারে’ শীর্ষক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেবেন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। স্বাগত বক্তব্য দেবেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রযোজনা বিভাগের পরিচালক আবদুল হালিম। আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক মাহবুব মোর্শেদ এবং সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক নাট্যব্যক্তিত্ব সৈয়দ জামিল আহমেদ।

ছায়ানটে শ্রোতার আসর

সাংস্কৃতিক চর্চাকেন্দ্র ছায়ানটে গতকাল সন্ধ্যায় হয়ে গেল শ্রোতার আসর। রাজধানীর ধানমন্ডির ছায়ানট ভবনের রমেশচন্দ্র দত্ত স্মৃতি মিলনকেন্দ্রে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় আসর শুরু হয়। এদিনের আয়োজন সাজানো হয়েছিল জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের গান নিয়ে। শিল্পী ঐশ্বর্য সমাদ্দারের কণ্ঠে রাগপ্রধান সংগীত ‘রিনিকি ঝিনিকি ঝিনি’ গানটি দিয়ে শুরু হয় আসর। এরপর শিল্পী শ্রোতাদের শোনালেন ‘শাওন আসিল ফিরে সে ফিরে এলো না/ বরষা ফুরায়ে গেল আশা তবু গেল না।’

এরপর শুরু হয় শামিমা পারভিনের পরিবেশনা। সামন্ত কল্যাণ রাগে তিনি গেয়ে শোনান ‘সন্ধ্যা-গোধূলি লগনে কে/রাঙিয়া উঠিল কারে দেখে’ ত্রিতালের গানটি। এরপর পরিবেশন করেন দাদরা তালের গান ‘নয়নে নিদ নাহি।/ নিশীথ-প্রহর জাগি’ একে একে শোনা গেল, ‘আয় নেচে নেচে আয়’, ‘মম মায়াময় স্বপনে’সহ কয়েকটি গান।

শেষ পরিবেশনা ছিল শিল্পী সুমন মজুমদারের। তিনি পরিবেশন করেন দাদরা তালে ‘তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ’, টোড়ি রাগে গাইলেন ‘তোমার আকাশে উঠেছিনু চাঁদ, ডুবিয়া যাই এখন’-এর মতো কয়েকটি নজরুলসংগীত।

শ্রোতার আসরে শিল্পীদের সঙ্গে বাঁশিতে ছিলেন মামুনুর রশীদ, তবলায় গৌতম সরকার, কি-বোর্ডে রবিঙ্গ চৌধুরী; মন্দিরা বাজিয়েছেন প্রদীপ কুমার রায়। ১৬টি সংগীত নিয়ে সাজানো হয় এ শ্রোতার আসর।

ছায়ানটের শ্রোতার আসরে ছিল একক পরিবেশনা। ছবি : দীপু মালাকার

প্রয়াণ

সুজেয় শ্যাম (১৪ মার্চ ১৯৪৬—১৮ অক্টোবর ২০২৪)

‘দেশ একজন শুদ্ধসংগীতের মানুষকে হারাল’

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

৬০ বছরের বন্ধুত্ব ছিল সুজেয় শ্যাম ও শেখ সাদী খানের। একসঙ্গে চট্টগ্রাম বেতারে চাকরিও করেছিলেন তাঁরা। হাসপাতালে ভর্তির আগেও কথা হয় দুজনের। হঠাৎ সুজেয় শ্যামের মৃত্যুসংবাদে মুষড়ে পড়েছেন তিনি। গতকাল সন্ধ্যায় *প্রথম আলো*কে শেখ সাদী খান বলছিলেন, ‘শুদ্ধতার প্রতি তাঁর ছিল দারুণ আকর্ষণ। মানুষকে প্রভাবিত করার বিরাট শক্তি ছিল তাঁর। তাঁর মৃত্যুতে একজন ভালো মানুষকে হারালাম। দেশ একজন শুদ্ধসংগীতের মানুষকে হারাল।’

দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারে ভুগছিলেন সুজেয় শ্যাম। সম্প্রতি তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রে পেসমেকার বসানো হয়। পরে শিল্পীর শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়ে, যা রক্তেও ছড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়া ডায়াবেটিসও ছিল অনিয়ন্ত্রিত। কিডনির সমস্যাও ছিল। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল; কিন্তু গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ২টা ৫০ মিনিটে সবাইকে কাঁদিয়ে চলে যান তিনি। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় শিল্পীর। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

হাসপাতালে আনুষ্ঠানিকতা শেষে সুজেয় শ্যামের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দিরে। সেখানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদর্শন করা হয়। এ সময় পরিবারের মানুষজন ছাড়াও সংস্কৃতি অঙ্গনের অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সবুজবাগের বরদেশ্বরী কালীমন্দিরে তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

সুজেয় শ্যামের সুর করা গানগুলোর মধ্যে আছে ‘রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি’, ‘রক্ত চাই রক্ত চাই’, ‘আহা ধন্য আমার জন্মভূমি’, ‘আয় রে চাষি মজুর কুলি’, ‘মুক্তির একই পথ সংগ্রাম’, ‘শোন রে তোরা শোন’। একাত্তরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শেষ গান এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর প্রথম গানটির সুর করেছিলেন সুজেয় শ্যাম। গীতিকার শহীদুল আমিনের লেখা ‘বিজয় নিশান উড়ছে ওই’ গানটির সুর ও সংগীত পরিচালনা করেন তিনি, গানটির প্রধান কণ্ঠশিল্পী ছিলেন অজিত রায়। সংগীতে অবদানের জন্য তিনি ২০১৮ সালে একুশে পদক, ২০১৫ সালে পান শিল্পকলা পদক।

১৯৪৬ সালের ১৪ মার্চ সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন সুজেয় শ্যাম।

‘হাওয়া’ শেষে এবার ‘রইদ’

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

*হাওয়া*র পর ছয় মাস কোনো কাজ করেননি নাজিফা তুষি। তবে অভিনয়ের কয়েকটি কর্মশালা করেছেন। এর মধ্যে সৈয়দ জামিল আহমেদের কাছে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। কর্মশালা করেছেন অভিনয়, চিত্রনাট্য লেখা ও ভয়েস মডিউলেশনেরও। অভিনয়ে নিজেকে আরও এগিয়ে নিতে প্রাচ্যনাটের সঙ্গেও যুক্ত হন। এরই মধ্যে খবর এল, *হাওয়া* পরিচালক মেজবাউর রহমান সুমনের সঙ্গে আবার নতুন ছবিতে আসছেন তুষি। *রইদ* নামে ছবিটির শুটিং শুরু হয়েছে। তবে ছবিটির ব্যাপারে আপাতত কিছুই বলতে চাইছেন না পরিচালক ও অভিনয়শিল্পীদের কেউ।

২০২২ সালে *হাওয়া* দিয়ে বড় পর্দায় যাত্রা শুরু করেন সুমন। ২০২২ সালে মুক্তির পর দেশ ও দেশের বাইরে ছবিটি বেশ প্রশংসা কুড়ায়। ব্যবসায়িক সফলতাও পায়। পরিচালকের এই ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসিত হন নাজিফা তুষিও। *হাওয়া*র দুই বছর পর সুমনের সিনেমায় আবার দেখা যাবে তুষিকে।

শুটিং ইউনিট-সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানিয়েছে, এরই মধ্যে সিলেটে নাজিফা তুষিকে নিয়ে নতুন ছবির শুটিং শুরু করেছেন সুমন। ছবির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন মোস্তাফিজুর নূর ইমরান।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, *রইদ* ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারি অনুদান পেয়েছিল, যেখানে প্রযোজক ছিলেন জয়া আহসান। এখন অবশ্য সিনেমাটির নতুন প্রযোজক বেঙ্গল ক্রিয়েশনস। পরিচালক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শুটিং শুরু করতে না পারায় ছবিটির প্রযোজনা থেকে সরে আসেন জয়া। গতকাল শুক্রবার দুপুরে কথা হয় জয়া আহসানের সঙ্গে। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘আসলে সিনেমার জন্য যখন সরকারি অনুদান দেওয়া হয়, তখন একটা সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। আমরা এই ছবির জন্য ৬০ লাখ টাকা অনুদান পেয়েছিলাম। প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিছু অংশের কাজ হলেও করে জমা দিতে হয়। কিন্তু তিন বছর পার হয়ে গেলেও তা পারছিলাম না। পরিচালক ছবিটার কাজ শুরু করতে অনেক সময় নিচ্ছিলেন। সেই সময়টা আমার কাছে মনে হয়েছে, এটা অনুদান পাওয়া ছবির ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত নয়। অনুদান পেলে একটা দায়িত্ব থাকে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিছু অংশের কাজ হলেও জমা দেওয়া লাগে। আমি পারছিলাম না বলে অনুদানের টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছি। আমি মনে করি, অনুদানের টাকা তো আসলে সরকারি টাকা না, এটা জনগণের ট্যাক্সের টাকা। এটা নিয়ে কারোরই কোনো নয়ছয় করা উচিত নয়।’

সিনেমাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শ্রীমঙ্গলে সিনেমাটির একটি কিস্তির শুটিং শেষ হচ্ছে। তবে শুটিং পুরোপুরি শেষ না করে এখনই আনুষ্ঠানিকভাবে মন্তব্য করতে চান না সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

মেজবাউর রহমান সুমন। ছবি : সংগৃহীত

নাজিফা তুষি। ছবি : ইনস্টাগ্রাম থেকে

ঢাকায় ৩ সিনেমা

বিনোদন ডেস্ক

গতকাল ঢাকার স্টার সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পেয়েছে হলিউডের তিনটি সিনেমা—টড ফিলিপসের *জোকার* ২, ফেড আলভারেজের *এলিয়েন : রোমুলাস* ও জোশ কুলির *ট্রান্সফরমারস ওয়ান*। প্রথমটি একই নির্মাতার বহুল আলোচিত *জোকার*-এর সিকুয়েল, এতে অভিনয় করেছেন হোয়াকিন ফিনিক্স ও লেডি গাগা। অন্যদিকে *এলিয়েন* ফ্র্যাঞ্চাইজির অষ্টম কিস্তিতে দেখা গেছে ডেভিড জনসন, আর্চি রেনক্স, কাইলি স্পেইনিদের। *ট্রান্সফরমারস ওয়ান* হলো *ট্রান্সফরমারস* ফ্র্যাঞ্চাইজির অ্যানিমেটেড সায়েন্স ফিকশন অ্যাকশন সিনেমা।

জোকার ২-এর দৃশ্য। ছবি : আইএমডিবি

যাত্রা শুরু করছে থিয়েটার আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশন

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নাট্যশিল্পীদের অধিকার বাস্তবায়নে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে নতুন সংগঠন থিয়েটার আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশন অব ঢাকা (টাড)। সংগঠনটির উদ্যোক্তাদের মধ্যে রয়েছেন আজাদ আবুল কালাম, ফয়েজ জহির, তৌফিকুল ইসলাম ইমন, আসাদুল ইসলাম, শামীম সাগর, কাজী রোকসানা রুমা, রেজা আরিফ ও সাইফ সুমন। আজ বিকেলে রাজধানীতে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করবে সংগঠনটি।

সংগঠনটির উদ্যোক্তারা মনে করেন, বাংলাদেশে থিয়েটার দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত একাধিক সংগঠন থাকলেও নাট্যশিল্পীদের নিজস্ব অধিকার, স্বার্থ ও দাবি আদায় এবং তাঁদের শৈল্পিক উৎকর্ষ উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো সংগঠন গড়ে ওঠেনি। নাট্যশিল্পীদের লড়াইয়ের প্রেক্ষাপট অঞ্চলভেদে স্বতন্ত্র। তাই জাতীয় পর্যায়ে নয়; বরং নাট্যশিল্পীদের স্থানীয়ভাবে নিজ নিজ অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়াটা জরুরি। এ লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর থিয়েটারচর্চায় যুক্ত নাট্যশিল্পীদের প্রতিনিধিত্বকারী এই প্ল্যাটফর্ম গড়ার উদ্যোগ নেন তাঁরা।

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করার কথা জানায় সংগঠনটি। সেগুলো হচ্ছে ঢাকা মহানগরে সক্রিয় নাট্যচর্চায় মঞ্চে বা মঞ্চের নেপথ্যে যুক্ত নাট্যশিল্পীদের মধ্যে আন্তসম্পর্ক গড়ে তোলা, সামগ্রিক কল্যাণে কাজ করা, তাঁদের স্বার্থ রক্ষা করা, অসচ্ছল/অসুস্থ সদস্যদের আপৎকালীন সাহায্যের জন্য কল্যাণ তহবিল পরিচালনা করা, ক্যাফে ও লাইব্রেরি সুবিধাসহ থিয়েটার ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা, থিয়েটারকে পেশা হিসেবে দাঁড় করানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা, থিয়েটার কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করা, নাট্যশিল্পীদের দক্ষতা ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার আয়োজন করা এবং দেশি-বিদেশি নাট্যশিল্পীদের মধ্যে নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা।

“ এখনো বিশ্বকাপে খেলার লক্ষ্য স্থির করিনি, **কিন্তু** প্রতিটি দিন ধরে ধরে ভালো থাকার চেষ্টা **করছি।**

লিওনেল মেসি
২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার বিষয়ে মনস্থির করার চেয়ে সুখ ও সুস্বাস্থ্য **ধরে রাখা**ই অগ্রাধিকার পাচ্ছে আর্জেন্টাইন তারকার কাছে

‘অভিযোগগুলো পূর্বপরিকল্পিত’

বিসিবি আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি বাতিল করার পর বাংলাদেশ দলের সাবেক কোচ **চন্ডিকা হাথুরুসিংহে** এরই মধ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করেছেন বলে জানিয়েছেন। বিসিবির অভিযোগের জবাবে কাল এক লিখিত বিবৃতিতে শ্রীলঙ্কান এই কোচ নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁকে বরখাস্ত করার প্রক্রিয়া নিয়েও তুলেছেন প্রশ্ন। হাথুরুসিংহের বিবৃতিটি এখানে হুবহু তুলে ধরা হলো

হাথুরুসিংহের বিবৃতি

২০২৩ বিশ্বকাপের ম্যাচ চলাকালে একজন খেলোয়াড়কে লাঞ্ছিত করা এবং অনুমতি ছাড়া বেশি ছুটি নেওয়ার বিষয় উল্লেখ করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আমার সততা ও পেশাদারত্ব নিয়ে যে অভিযোগ করেছে, সে ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই আমি এ চিঠি লিখছি। আমি এর জবাব না দিয়ে এই অসংগতিপূর্ণ বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জহীন থাকতে দিতে পারি না। আমি বিশ্বাস করি, এর ব্যাখ্যা দেওয়াটা জরুরি। অভিযোগগুলো ঘিরে আমার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ঘটনাগুলো স্পষ্ট করা এবং আমার বক্তব্য উপস্থাপন করা অপরিহার্য।

প্রথমত, কথিত যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে, সেটা যেখানে ঘটেছে, সেই ডাগআউট বা ড্রেসিংরুম বিশ্বকাপের ম্যাচ চলাকালে সব সময় নজরদারিতে থাকে। ৪০ থেকে ৫০টি ক্যামেরা ম্যাচের প্রতিটি মুহূর্ত ধারণ করে। আর যদি সেখানে কিছু ঘটেই থাকে, তা নিয়ে আমি অভিযোগকারী বা কোনো সাক্ষীর সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলারও সুযোগ পাইনি।

এ ছাড়া ঘটনাটা যদি এতই গুরুতর হয়ে থাকে, তাহলে সেই খেলোয়াড়ের ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে দলের ম্যানেজার বা কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ না করাটা বিস্ময়কর। যদি অভিযোগ করা হয়েই থাকে, আমি বিস্মিত, আমাকে তখন কেন এ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়নি অথবা আমার বক্তব্য কেন জানতে চাওয়া হয়নি। এতে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, এত মাস পর কেন কোনো ব্যক্তি ইউটিউবে এটা নিয়ে সরব হবে?

ছুটি নেওয়ার বিষয়ে স্পষ্ট করে বলতে চাই যে যখনই ব্যক্তিগত ছুটি নিয়েছি, সেটা আমি প্রধান নির্বাহী বা ক্রিকেট অপারেশনসের চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমেই নিয়েছি। বিসিবি আমাকে কখনোই বলেনি যে তারা আমার ছুটির বিষয় নিয়ে অসন্তুষ্ট। বরং আমি যখনই ছুটি চেয়েছি, বিসিবি তা অনুমোদন করেছে। আমি তাদের অনুমোদন ছাড়া কখনোই ছুটিতে যাইনি।

নতুন বোর্ড সদস্যরা যখন অভিযোগ করলেন যে আমি অতিরিক্ত ছুটি নিয়েছি, তাঁরা ঈদ বা শুক্রবারের মতো সরকারি ছুটিগুলো হিসাবে আনেননি। এমনকি সরকারি ছুটির সময় যে ছুটি কাটাতে পারিনি, এর কৃতিত্বও তাঁরা আমাকে দেননি। আমার জানামতে, বাংলাদেশের শ্রমিক আইন অনুযায়ী শুক্রবার কাজ করার জন্য আমার পরবর্তী সময়ে ছুটি পাওয়ার কথা। এ ছাড়া বিসিবির একজন চাকরিজীবী হিসেবে আমার শুক্রবার ছুটি পাওয়ার কথা এবং বৃহস্পতিবার অর্ধদিবস ছুটি পাওয়ার কথা।

এটাও এখানে তুলে ধরা গুরুত্বপূর্ণ যে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) চলার সময় বিদেশি কোচদের ছুটিতে থাকা এখানকার সাধারণ নিয়ম। এমন নয় যে এটা আমার ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম ছিল; বরং আমার মেয়াদের আগেও অনেক বিদেশি কোচের ক্ষেত্রে এটাই ছিল রীতি। যা-ই হোক, বিপিএলের সময় নেওয়া ছুটি বিবেচনা করা হয়নি এবং এটা আমার চুক্তি অনুযায়ী পাওনা ছুটির বাইরেই ছিল।

আমার কাছে অভিযোগগুলোকে পূর্বপরিকল্পিত মনে হচ্ছে। নতুন সভাপতি দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিনই প্রকাশ্যে প্রধান কোচকে সরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছার কথা বলেছিলেন, তখন তিনি এর সঙ্গে বিসিবির আর্থিক সম্পর্কের বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন। সঙ্গে যোগ করতে চাই, আরেকজন নতুন কোচ নিয়োগের মাত্র চার ঘণ্টা আগে কারণ দর্শানো নোটিশ পেয়ে আমি হতাশ হয়েছি। যদিও নোটিশে লেখা ছিল যে আমি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য ৪৮ ঘণ্টা সময় পাচ্ছি। ঘটনাগুলোর এমন ধারাবাহিকতা এ ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার উদ্দেশ্যকে মারাত্মকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

এ পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে আমাকে বাংলাদেশ ছাড়তে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগগুলো যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, দ্রুত নতুন একজন প্রধান কোচের নিয়োগ এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করাটা নতুন ম্যানেজমেন্টের উদ্দেশ্য এবং বিসিবির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি তাদের আচরণকেই চরম উদ্বেগজনক বলে প্রমাণ করে।

আমি আমার ভাবমূর্তি রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এ বিষয়ে যেকোনো তদন্তে পূর্ণ সহায়তা করব। শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় হবেই এবং যে খেলাটিকে আমি ভালোবাসি, সেটাতে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারব।

এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।

আন্তরিকতার সঙ্গে,
চন্ডিকা হাথুরুসিংহে

প্রথম দিনের অনুশীলন প্রথম দিনের অনুশীলনেই বৃষ্টির বাগড়া। মাঠের অনুশীলন বাদ দিয়ে ক্রিকেটারদের নিয়ে বাংলাদেশ দলের নতুন কোচ ফিল সিমন্সকে ঢুকে পড়তে হয়েছে ইনডোরে। কাল মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে। ছবি : প্রথম আলো

পৃষ্ঠপোষক পেল জাতীয় লিগ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গত দুই মৌসুম পৃষ্ঠপোষক ছাড়াই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট টুর্নামেন্ট জাতীয় ক্রিকেট লিগ আয়োজন করেছিল বিসিবি। এবার মধুমতি ব্যাংক হয়েছে জাতীয় লিগের পৃষ্ঠপোষক। কাল মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের সংবাদ সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, দুই কোটি টাকা দিয়ে জাতীয় লিগের ২৬তম আসরের স্পনসরশিপ কিনে নিয়েছে মধুমতি ব্যাংক। আজ থেকে চার ভেন্যুতে আট দলের এই আসরের প্রথম রাউন্ডের খেলা শুরু হবে। খুলনার শেখ আবু নাসের স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ঢাকা ও রানার্সআপ সিলেট বিভাগ। বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে খেলবে চট্টগ্রাম-রংপুর। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের মূল মাঠে হবে খুলনা-রাজশাহীর ম্যাচ, পাশের মাঠে বরিশাল খেলবে ঢাকা মেট্রোর বিপক্ষে।

সিঙ্গেল লিগ পদ্ধতির জাতীয় লিগের শেষ রাউন্ড শুরু হবে আগামী ৩০ নভেম্বর। চার দিনের ম্যাচের এই প্রতিযোগিতার পর এই আট দল নিয়ে হবে জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টি, যে টুর্নামেন্টের পৃষ্ঠপোষক টি-স্পোর্টস। এ ছাড়া এবার ঢাকা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ লিগের স্পনসর করবে মেঘনা ব্যাংক।

জাতীয় লিগের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিসিবি পরিচালক নাজমূল আবেদীন, মধুমতি ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহনেওয়াজ চৌধুরী, চিফ বিজনেস অফিসার কামরুল হাসান ও চিফ রিস্ক অফিসার ফাইজুর রহমান। নাজমূল আবেদীন বলেছেন, জাতীয় লিগের প্রতি সর্বোচ্চ মনোযোগই দেবেন তাঁরা। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের এই আসরকে সফল এবং আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করতে কিছু উদ্যোগও নিয়েছে বিসিবি। নাজমূল বলেন, ‘ক্রিকেট বোর্ডের একজন মনোবিদ আছেন। যিনি কানাডাতে থাকেন, প্রয়োজনে আসেন। তাঁর সঙ্গে জাতীয় লিগের কোচ-অধিনায়কেরা অনলাইনে অনেকগুলো সেশন করবেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ক্রিকেট খেলায় অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের সংস্কৃতিটা যাতে আমরা এখানে ঢোকাতে পারি, সেটা দেখব।’

মাঠে থেকে জাতীয় লিগের খেলা দেখা, দল নির্বাচনে জাতীয় লিগের পারফরম্যান্সকে গুরুত্ব দেওয়ার কথাও বলেছেন নাজমূল আবেদীন, ‘এত দিন বাইরে থেকে এটাই বলে আসছি যে আমাদের ক্রিকেটের জন্য জাতীয় লিগই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। সবচেয়ে বড় কথা, আমরা চেষ্টা করব মাঠে থাকতে। মাঠে গিয়ে নিজেরা দেখতে চাইব যে আসলে কী হচ্ছে।’

প্রতিবাদ নিরাপত্তা ঝুঁকির কথা বলে সাকিব আল হাসানকে এ মুহূর্তে দেশে না আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ঘরের মাঠে তাঁর শেষ টেস্ট খেলার ইচ্ছাটা তাই অন্তত দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এবারের মিরপুর টেস্টে পূরণ হচ্ছে না। সেটারই প্রতিবাদে কাল দুপুরে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের সামনে বিক্ষোভ করেছেন একদল সাকিব সমর্থক। ছবি : প্রথম আলো

৩ বছর ৮ মাস ১১ দিন পর পাকিস্তান

মুলতান টেস্ট

খেলা ডেস্ক

শোয়েব বশিরের ব্যাট হয়ে বলটা সিলি পয়েন্টে আবদুল্লাহ শফিকের হাতে যেতেই আকাশের দিকে মুখ করে একটা চিৎকার দিলেন নোমান আলী। এ যে স্রেফ একটা উইকেট নয়, পাকিস্তানের দীর্ঘ অপেক্ষা ঘুচে যাওয়ার মুহূর্ত! ৩ বছর ৮ মাস ও ১১ দিন পর ঘরের মাঠে টেস্ট জয়ের মুহূর্ত।

মুলতানে চতুর্থ ইনিংসে ইংল্যান্ডকে জয়ের জন্য ২৯৭ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল পাকিস্তান। বেন স্টোকসের দল থেমে গেছে ১৪৪ রানেই। ১৫২ রানের জয়ে পাকিস্তান শুধু ঘরের মাঠে টানা ১১ টেস্ট জয়হীন থাকার বেদনাময় অধ্যায়ের সমাপ্তিই টানেনি, সিরিজেও এনেছে সমতা। দীর্ঘ প্রতীক্ষার এই জয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ৮টিসহ ১১ উইকেটই নোমানের। পাকিস্তান দেশের মাটিতে সর্বশেষ টেস্ট জিতেছিল ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।

গতকাল চতুর্থ দিনে জয়ের জন্য ইংল্যান্ডের দরকার ছিল ২৬১ রান, পাকিস্তানের ৮ উইকেট। দিনের দ্বিতীয় ওভারেই ওলি পোপকে ফিরিয়ে সেই জয়ের পথে এগিয়ে দেওয়ার কাজটি শুরু করেন সাজিদ খান। এরপর বাকি কাজটা একা নোমানেরই।

মুলতানের এই পিচে প্রথম টেস্টে পাঁচ দিন খেলা হয়েছে বলে এটি ছিল কার্যত নবম দিনের উইকেট। স্পিনাররা সহায়তা পাচ্ছিলেন আগের দিন থেকেই। ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা আগের দিনের মতো গতকালও টিকে থাকা ও রান তোলার জন্য সুইপ-রিভার্স সুইপেই ভর করেছেন বেশি। এই সুইপ-রিভার্স সুইপ করেই ৩৬ বলে ৩৭ রানের সর্বোচ্চ ইনিংস খেলেছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস। তবে নোমানকে এগিয়ে এসে ওড়াতে গিয়ে হয়েছেন স্টাম্পড। আটে নামা ব্রাইডন কার্স মেরেছেন তিন ছক্কা, কিন্তু রক্ষণাত্মক খেলতে গিয়ে ক্যাচ দিয়েছেন স্লিপে।

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের পতন হওয়া ৮ উইকেটের সাতটিই নিয়েছেন নোমান। সব মিলিয়ে এই ম্যাচে ইংল্যান্ডের ২০ উইকেটই নিয়েছেন পাকিস্তানের দুই বোলার সাজিদ খান (৯) ও নোমান আলী (১১)। ঘরের মাঠে ২০২১ সালের পর প্রথম এই জয়টা অধিনায়ক হিসেবে শান মাসুদেরও প্রথম। মাসুদ তাই উচ্ছ্বসিত, ‘আমার মনে হয়, প্রথম কিছু সব সময়ই স্পেশাল। কঠিন সময়ের পর এসেছে এই জয়...প্রত্যেকের জন্যই এটি বিশেষ কিছু। কারণ, অনেক কঠিন সময় পার করার পর এটা এসেছে এবং এটিই আমাদের ক্ষুধার্ত রেখেছে।’

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান : ৩৬৬ ও ২২১ (সালমান ৬৩, শাকিল ৩১, কামরান ২৬, রিজওয়ান ২৩; বশির ৪/৬৬, লিচ ৩/৬৭, কার্স ২/২৯)।
ইংল্যান্ড : ২৯১ ও ১৪৪ (স্টোকস ৩৬, কার্স ২৭, পোপ ২২; নোমান ৮/৪৬, সাজিদ ২/৯৩)।
ফল : পাকিস্তান ১৫২ রানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ : সাজিদ খান।
সিরিজ : ৩ ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয়টি শেষে ১-১ সমতা।

দুইয়ে মিলে ২০ ম্যাচে ইংল্যান্ডের ২০ উইকেট নিয়েছেন পাকিস্তানের দুই বোলার সাজিদ খান (৯) ও নোমান আলী (১১)। টেস্টের ১৪৭ বছরের ইতিহাসে এক ম্যাচে ২ বোলার মিলে প্রতিপক্ষের সব কটি উইকেট নেওয়ার সপ্তম ঘটনা এটি, একবিংশ শতাব্দীতে প্রথম। ছবি : পিসিবি

দশরথে এমন রাতই চেয়েছিল ভুটান

সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ

মাসুদ আলম, *কাঠমান্ডু থেকে*

কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমেই কাল চোখে পড়ল একঝাঁক পর্যটক। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত নেপালে বেড়াতে আসা পর্যটকদের সংখ্যা একটু বেশিই থাকে। এর ৮০ ভাগই ইউরোপের। ইমিগ্রেশনে তাই লম্বা লাইন। বিমানবন্দর থেকেই অনেকের গন্তব্য সোজা হিমালয় এলাকা। কেউ ছোটেন পোখরায়, যেটি হিমালয় থেকে খুব কাছে।

হিমালয়কন্যা নেপাল কয়েক বছর ধরেই দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ফুটবলের রাজধানী হয়ে উঠেছে। কাঠমান্ডুতে একের পর এক হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলের নানা টুর্নামেন্ট। গত আগস্টে এখানেই ছেলেদের সাফ অনূর্ধ্ব-২০ টুর্নামেন্ট জিতেছে বাংলাদেশ। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে এই নেপালেই বাংলাদেশের মেয়েরা প্রথমবার সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের মুকুট মাথায় তোলেন। ফাইনালে স্বাগতিক নেপাল বাংলাদেশের কাছে হেরেছিল ৩-১ গোলে। উজ্জীবিত দশরথ রঙ্গশালার মন সেদিন ভেঙে দিয়েছিলেন গোলাম রব্বানীর মেয়েরা।

মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ছয় ফাইনালের পাঁচটি খেলে আজও শিরোপাহীন থাকা নেপালিদের কাছে গভীর এক দুঃখ। সেই দুঃখ ভুলে টানা তৃতীয়বার সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজক নেপালের চোখ এবারও অধরা শিরোপার দিকে। কিন্তু শুরুটা ভালো হয়নি স্বাগতিকদের। সপ্তম সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় দিনে কাল দুর্বল ভুটানের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে নেপালের মেয়েদের মাঠ ছাড়তে হয় মন খারাপ করে।

১৫ হাজার দর্শকের রঙ্গশালায় এদিন দর্শক ছিলেন ৫ হাজার ৬২৩ জন। তাঁদের সমস্বর চিৎকারে কান ঝালাপালা অবস্থা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ভুটান দাঁতে দাঁত চেপে এই প্রথম নেপালের সঙ্গে ড্র করার আনন্দ নিয়ে ফিরল। সেই আনন্দে ভুটানের মিডিয়া ম্যানেজার পারলে নাচতে থাকেন। ম্যাচসেরার পুরস্কার নিয়ে গোলকিপার লাফাতে লাফাতে ছুটলেন সাজঘরে সতীর্থদের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করতে।

ততক্ষণে দশরথ রঙ্গশালার সব বাতি নিভতে শুরু করেছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পুরো স্টেডিয়াম অন্ধকার। গ্যালারিতে পায়ের ওপর ল্যাপটপ রেখে অন্ধকারে বসে এই প্রতিবেদন লিখতে লিখতে মনে পড়ল বিশেষজ্ঞদের একটা কথা। টুর্নামেন্ট স্বাভাবিক গতিতে চললে সেমিফাইনালে বাংলাদেশ এবার নেপালকে পেতে পারে। কিন্তু প্রথম ম্যাচ দেখে মনে হয়নি, নেপাল ভালো অবস্থায় আছে। এ জন্য দলীয় বোঝাপড়ার অভাবকেই দায়ী করলেন স্থানীয় সাংবাদিক খিলাড়ি ডটকমের সম্পাদক রাজ কুমার থাপা।

নেপালের নারী ফুটবলের সবচেয়ে বড় তারকা সাবিত্রা ভান্ডারি জাতীয় দলের হয়ে ৪৬ ম্যাচে ৫৩ গোল করেছেন। সাবিত্রা ফ্রান্সের শীর্ষ নারী লিগের ক্লাব এন এভান্ত গুইনজাম্পে খেলেন। সাফে খেলতে আগামীকাল তাঁর কাঠমান্ডু পৌঁছানোর কথা। আপাতত তাঁর দিকেই তাকিয়ে সাফল্য পেতে উদগ্রীব নেপাল।

গ্যালারিতে বসে নেপাল-ভুটান ম্যাচ খুব আগ্রহ নিয়ে দেখেছেন বাংলাদেশের রেফারি জয়া চাকমা। মালদ্বীপের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার ১-০ গোলে জেতা ম্যাচটা পরিচালনা করে তিনি আর হোটেলে ফেরেননি। নেপাল-ভুটান ম্যাচ দেখার ফাঁকে বললেন, ‘আন্তর্জাতিক ম্যাচ পরিচালনা করতে পারা খুবই আনন্দের। খুবই ভালো লাগছে সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের একজন গর্বিত অংশীদার হয়ে।’

আগের দিন প্রায় একই সুর শোনা গেছে পাকিস্তানের অধিনায়ক যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম ও বেড়ে ওঠা মারিয়া খানের কণ্ঠে। তিনি গর্বিত সাফে খেলতে পেরে। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতের কাছ ৫-২ গোলে হারলেও মারিয়ার পাকিস্তান দলের খেলার প্রশংসা করছে কাঠমান্ডুর ফুটবল জনতা।

এই পাকিস্তানের সঙ্গে ম্যাচ দিয়েই আগামীকাল বাংলাদেশ শুরু করবে সাফ শিরোপা ধরে রাখার মিশন। তাতে সফল হতে চান ব্রিটিশ কোচ পিটার বাটলার। ঢাকার মতো এখানে এসেও তিনি ভোর পাঁচটায় দল নিয়ে মাঠে ছোটেন অনুশীলন করতে। অবশ্য আজ অনুশীলন রেখেছেন বিকেলে। পিটারের মাথায় পাকিস্তানকে হারানোর অঙ্কই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে।

আনফা কমপ্লেক্সে অনুশীলন শেষে কাল বাংলাদেশের সহকারী কোচ মাহবুবুর রহমানের কথায় বারবার পাকিস্তান প্রসঙ্গেই এসেছে। ম্যাচের ভিডিও দেখে পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন কোচ। আর কোচের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মাঠে শতভাগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ফরোয়ার্ড রিতুপর্নার কথায়, ‘যে যখনই মাঠে নামুক, সবাই চেষ্টা করব সেরাটা দিতে। আমাদের এই স্কোয়াডে সবাই ১৯-২০। স্বাভাবিক খেলাটাই আমরা খেলতে চাইব।’

তবে ‘পুঁচকে’ ভুটান কাল যেভাবে শিরোপা-বুভুক্ষ নেপালকে রুখে দিল, সাবিনাদের একটু বেশিই সাবধান হতে হচ্ছে।

প্রথম ম্যাচে জয় আকবরদের

ইমার্জিং এশিয়া কাপ

খেলা ডেস্ক

হংকংকে হারিয়ে ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপে দারুণ শুরু করেছে বাংলাদেশ। গতকাল ওমানের আল আমেরাতে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ৮ উইকেটে ১৫০ রান করে হংকং। তাড়া করতে নেমে ৫ উইকেট ও ১০ বল হাতে রেখেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় আকবর আলীর দল।

শুরুটা ভালো না হলেও বাংলাদেশকে জয়ের ভিত গড়ে দেয় তাওহিদ হৃদয় ও আকবর আলীর ৩৪ বলে ৫৪ রানের জুটি। তাওহিদ ২২ বলে ২৯ রান করেছেন। অধিনায়ক আকবর খেলেছেন আক্রমণাত্মক, ২৪ বলে করেছেন ৪৫ রান। ২৪ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন পেসার রিপন মণ্ডল।

ছোট পর্দায় আজ

বেঙ্গালুরু টেস্ট-৪র্থ দিন	*টি স্পোর্টস, স্পোর্টস ১৮-১*
ভারত-নিউজিল্যান্ড	সকাল ৯.৪৫ মি.
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ	*স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১*
টটেনহাম-ওয়েস্ট হাম	বিকেল ৫.৩০ মি.
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-ব্রেন্টফোর্ড	রাত ৮টা
বোর্নমাউথ-আর্সেনাল	রাত ১০.৩০ মি.
জার্মান বুন্দেসলিগা	*সনি স্পোর্টস টেন ২*
লেভারকুসেন-ফ্রাঙ্কফুর্ট	সন্ধ্যা ৭.৩০ মি.
বায়ার্ন মিউনিখ-স্টুটগার্ট	রাত ১০.৩০ মি.
সৌদি প্রো লিগ	*সনি স্পোর্টস টেন ১*
আল ইত্তিহাদ-আল কাদিসিয়াহ	রাত ১২টা
লা লিগা	*জিএক্সআর ওয়ার্ল্ড ওয়েবসাইট*
সেলতা ভিগো-রিয়াল মাদ্রিদ	রাত ১টা

প্রতি সেকেন্ডে রোনালদোর আয় ১০৯৮ টাকা

খেলা ডেস্ক

মাঠে সেরা সময়টা অনেক আগেই পার করে এসেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। কিন্তু তাঁর আয় বেড়েই চলেছে। সর্বোচ্চ আয় করা ফুটবলারের তালিকায় এবারও শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছেন রোনালদো।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বখ্যাত অর্থ ও বাণিজ্যবিষয়ক সাময়িকী *ফোর্বস* গত পরশু রাতে ২০২৪ সালে সবচেয়ে বেশি আয় করা ফুটবলারের তালিকা প্রকাশ করেছে। বছরে রেকর্ড ২৮ কোটি ৫০ লাখ ডলার (৩ হাজার ৪১৬ কোটি ৩৯ লাখ টাকা) আয় করে সবার ওপরে রোনালদো।

দুইয়ে রোনালদোর দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসি। তবে মেসির পারিশ্রমিক রোনালদোর অর্ধেকের কম—১৩ কোটি ৫০ লাখ ডলার (১ হাজার ৬১৮ কোটি ২৯ লাখ টাকা)। এ নিয়ে টানা দ্বিতীয় বছর রোনালদোর পেছনে রইলেন মেসি। গুরুতর চোটের পর অস্ত্রোপচার ও পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া মিলিয়ে ঠিক এক বছর ধরে মাঠের বাইরে থাকা নেইমার ৩ নম্বরে। সারা বছর না খেলেও তাঁর পারিশ্রমিক ১১ কোটি ডলার (১ হাজার ৩১৮ কোটি ৬০ লাখ টাকা)।

ফোর্বস খেলোয়াড়দের বার্ষিক আয়ের এ তালিকা করেছে বেতন, বোনাস, পৃষ্ঠপোষকসহ সব ধরনের আয়ের হিসাব বিবেচনায় নিয়ে। এ আয়কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। মাঠ থেকে ও মাঠের বাইরে থেকে।

শীর্ষে থাকা রোনালদোর সিংহভাগ আয় আসে মাঠ থেকে; ২২ কোটি ডলার (২ হাজার ৬৩৭ কোটি ২১ লাখ টাকা)। বাকি ৬ কোটি ৫০ লাখ ডলার (৭৭৯ কোটি ১৭ লাখ টাকা) তাঁর অ্যাকাউন্টে জমা হয় বিভিন্ন খাতের আয় থেকে। *ফোর্বস*-এর হিসাব অনুযায়ী, রোনালদো সেকেন্ডে ৯.১৬ ডলার বা ১ হাজার ৯৮ টাকা আয় করেন।

১৯৯০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত যেসব ক্রীড়াবিদ *ফোর্বস*-এর তালিকায় উঠে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে শুধু সাবেক বক্সার ফ্লয়েড মেওয়েদারই এক বছরে রোনালদোর চেয়ে বেশি আয় করেছেন।

গত বছর রোনালদোর পারিশ্রমিক ছিল ২৬ কোটি ডলার (৩ হাজার ১১৬ কোটি ৭১ লাখ টাকা)। অর্থাৎ এ বছর পর্তুগিজ মহাতারকার পারিশ্রমিক বেড়েছে ২ কোটি ৫০ লাখ ডলার (২৯৯ কোটি ৬৮ লাখ টাকা)।

পারিশ্রমিকে শীর্ষ পাঁচ ফুটবলারের শুধু একজন খেলেন ইউরোপীয় ক্লাবে—রিয়াল মাদ্রিদের কিলিয়ান এমবাপ্পে। বছরে এমবাপ্পের আয় ৯ কোটি ডলার (১ লাখ ৭৮ হাজার ৮৬ লাখ টাকা)। শীর্ষ দশের মধ্যে আছেন ইউরোপীয় ক্লাবে খেলা পাঁচজন—এমবাপ্পে ছাড়া অন্য চারজন ম্যানচেস্টার সিটির দুই তারকা আর্লিং হলান্ড ও কেভিন ডি ব্রুইনা; রিয়াল মাদ্রিদের ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও লিভারপুলের মোহাম্মদ সালাহ।

বছরে আয়ে শীর্ষ ১০ ফুটবলারের চারজনই সৌদি প্রো লিগে খেলেন। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ থেকে তিনজন, লা লিগা থেকে দুজন এবং মেজর লিগ সকার (এমএলএস) থেকে একজন খেলোয়াড় জায়গা পেয়েছেন।

সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া ফুটবলার (শীর্ষ ১০)

ফুটবলার	ক্লাব	বছরে পারিশ্রমিক (টাকায়)
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো	আল নাসর	৩ হাজার ৪১৬ কোটি ৩৯ লাখ
লিওনেল মেসি	ইন্টার মায়ামি	১ হাজার ৬১৮ কোটি ২৯ লাখ
নেইমার	আল হিলাল	১ হাজার ৩১৮ কোটি ৬০ লাখ
করিম বেনজেমা	আল ইত্তিহাদ	১ হাজার ২৪৬ কোটি ৬৮ লাখ
কিলিয়ান এমবাপ্পে	রিয়াল মাদ্রিদ	১ হাজার ৭৮ কোটি ৮৬ লাখ
আর্লিং হলান্ড	ম্যানচেস্টার সিটি	৭১৯ কোটি ২৪ লাখ
ভিনিসিয়ুস জুনিয়র	রিয়াল মাদ্রিদ	৬৫৯ কোটি ৩০ লাখ
মোহাম্মদ সালাহ	লিভারপুল	৬৩৫ কোটি ৩২ লাখ
সাদিও মানে	আল নাসর	৬২৩ কোটি ৩৪ লাখ
কেভিন ডি ব্রুইনা	ম্যানচেস্টার সিটি	৪৬৭ কোটি ৫০ লাখ

সূত্র : *ফোর্বস*

রোনালদোর আয় (টাকায়)

বছরে	৩ হাজার ৪১৬ কোটি ৩৯ লাখ
মাসে	২৮৪ কোটি ৬৯ লাখ
সপ্তাহে	৬৬ কোটি ৪৩ লাখ
দিনে	৯ কোটি ৪৯ লাখ
ঘণ্টায়	৩৯ লাখ ৫৪ হাজার
মিনিটে	৬৫ হাজার ৯০২
সেকেন্ডে	১ হাজার ৯৮

কোহলি-সরফরাজে ভারতের জবাব

বেঙ্গালুরু টেস্ট

খেলা ডেস্ক

ভালো শুরুর পর তৃতীয় দিনের শেষটাও দারুণভাবে করতে চেয়েছিল ভারত। তবে শেষ বলে বিরাট কোহলির উইকেট হারিয়ে সেই চাওয়া পুরোপুরি পূরণ হয়নি তাদের। স্পিনার গ্লেন ফিলিপসের বলে ৭০ রানে দিনের শেষ বলে আউট হন কোহলি। আউট হওয়ার আগে সরফরাজের সঙ্গে তাঁর ১৩৬ রানের জুটিতে ঘুরে দাঁড়ায় ভারত। বেঙ্গালুরুতে সিরিজের প্রথম টেস্টে ৩৫৬ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করতে নামা ভারত তৃতীয় দিন শেষ করেছে ৩ উইকেটে ২৩১ রান নিয়ে। এখনো পিছিয়ে ১২৫ রানে। প্রথম ইনিংসে মাত্র ৪৬ রানে অলআউট হয় ভারত। এর জবাবে নিউজিল্যান্ড তাদের প্রথম ইনিংসে অলআউট হয়েছে ৪০২ রান করে। কিউইদের পক্ষে সর্বোচ্চ ১৩৪ রান করেছেন রাচিন রবীন্দ্র।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত : ৪৬ ও ৪৯ ওভারে ২৩১/৩ (জয়সোয়াল ৩৫, রোহিত ৫২, কোহলি ৭০, সরফরাজ ৭০*; প্যাটেল ২/৭০, ফিলিপস ১/৩৬)।
নিউজিল্যান্ড ১ম ইনিংস : ৯১.৩ ওভারে ৪০২ (রবীন্দ্র ১৩৪, সাউদি ৬৫, মিচেল ১৮; জাদেজা ৩/৭২, কুলদীপ ৩/৯৯, সিরাজ ২/৮৪, বুমরা ১/৪১, অশ্বিন ১/৯৪)।

জাতীয় স্বাস্থ্য অলিম্পিয়াডের সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথিদের সঙ্গে বিজয়ীরা। গতকাল বিকেলে বাংলা একাডেমিতে। ছবি : তানভীর আহাম্মেদ

যক্ষ্মা প্রতিরোধের প্রত্যয়

জাতীয় স্বাস্থ্য অলিম্পিয়াড

'যক্ষ্মা হলে নেইকো ভয়/ সবাই মিলে করব জয়' স্লোগানে সারা দেশের স্কুলশিক্ষার্থীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো জাতীয় স্বাস্থ্য অলিম্পিয়াড।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

'যক্ষ্মা হলে নেইকো ভয়/ সবাই মিলে করব জয়' স্লোগানে সারা দেশের স্কুলশিক্ষার্থীদের নিয়ে গতকাল শুক্রবার রাজধানীর বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হলো জাতীয় স্বাস্থ্য অলিম্পিয়াড। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, যক্ষ্মা এখন আর আতঙ্ক নয়। সচেতনতা আর চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এই রোগ পুরোপুরি নিরাময় হয়।

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশের (আইসিডিডিআরবি) পরিচালনায় *প্রথম আলো* স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা-সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ছড়িয়ে দিতে এবং যক্ষ্মারোগের বিস্তার রোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইউএসএআইডির সহায়তায় প্রচার চালিয়ে আসছে।

অলিম্পিয়াডের জাতীয় পর্বে অংশ নেয় ৫৫০ শিক্ষার্থী। এর আগে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১২টি জেলায় আঞ্চলিক অলিম্পিয়াড এবং সারা দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইনে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে বিজয়ীরা গতকাল জাতীয় স্বাস্থ্য অলিম্পিয়াডে অংশ নেয়।

বিকেলে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, 'নাগরিকেরা সুস্থ না হলে জাতি সুস্থ হবে না। এ জন্য শৈশব থেকেই স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞানার্জন জরুরি। সমাজকে পরিবর্তনের জন্য সম্মিলিত প্রয়াস দরকার। এসব কারণে এই স্বাস্থ্য অলিম্পিয়াড খুবই গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন। ইতিমধ্যে তোমরা দেশ গড়ার সংগ্রামে অংশ নিয়েছ।'

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে সমাপনী পর্ব শুরু হয়। এই পর্বে স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন বলেন, যক্ষ্মা অনেক পুরোনো রোগ। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা। আগের দিনে ভালো চিকিৎসাব্যবস্থা ছিল না বলে আতঙ্ক ছিল। এখন অনেক ভালো ওষুধ পাওয়া যায়। রোগের পরীক্ষাও করা যায় খুব দ্রুত। দেশের প্রতিটি উপজেলা, এমনকি অনেক ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনা খরচে যক্ষ্মার পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারি হাসপাতাল ও অনেক বেসরকারি সংস্থার চিকিৎসাকেন্দ্রে বিনা মূল্যে ওষুধ পাওয়া যায়। চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে ওষুধ সেবনে যক্ষ্মা সম্পূর্ণ নিরাময় হয়।

ইউএসএআইডির আইডি টিম লিড সামিনা চৌধুরী বলেন, শুধু মানুষকে নয়, সব সৃষ্টি জীব, পরিবেশ, প্রকৃতি—সবাইকে ভালোবাসতে হবে। তাহলে নিজে আলোকিত হওয়া যাবে, সমাজও আলোকিত হবে।

আইসিডিডিআরবির নির্বাহী পরিচালক ড. তাহমিদ আহমেদ বলেন, যক্ষ্মা সংক্রামক রোগ। কফ-কাশির মাধ্যমে ছড়ায়। যত্রতত্র থুতু, কফ-কাশি ফেলা যাবে না। এসব শিষ্টাচার মেনে চলতে হবে।

জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপক ডা. মো. জাহাঙ্গীর কবির বলেন, যক্ষ্মা প্রতিরোধে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থা কাজ করছে। ২০৩৫ সালের মধ্যে যক্ষ্মায় মৃত্যুর সংখ্যা ৯৫ শতাংশ কমিয়ে আনার লক্ষ্য রয়েছে। এ জন্য জনসচেতনতা খুব জরুরি।

যক্ষ্মা এখনো দেশের স্বাস্থ্য খাতের প্রধান সমস্যা উল্লেখ করে আইসিডিডিআরবির জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রোগ্রাম অন ইমার্জিং ইনফেকশনস বিভাগের প্রধান সায়েরা বানু বলেন, প্রতিবছর দেশের তিন লাখ মানুষ যক্ষ্মায় আক্রান্ত হন। এর মধ্যে প্রায় ৪২ হাজার জন মারা যান। দেশে কোভিডের চেয়েও যক্ষ্মায় মৃত্যু বেশি। অথচ রোগটি নিরাময়যোগ্য। শিক্ষার্থীরা এই আয়োজন থেকে যক্ষ্মা সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করেছে, তা তারা নিজেদের এলাকায় ছড়িয়ে দিলে জনসচেতনতা বাড়বে।

প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান বলেন, জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে একটি বড় কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এখন দেশকে এগিয়ে নিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক উদ্যোগের প্রয়োজন। স্বাস্থ্য অলিম্পিয়াডের মধ্য দিয়ে তরুণ প্রজন্মকে যক্ষ্মারোগসহ স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে। *প্রথম আলো* এমন উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে। তিনি অলিম্পিয়াডের সব সহযোগী, অংশীজন, শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের ধন্যবাদ জানান।

দুপুরে দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে ছিল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশ্নোত্তর পর্ব। এতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন লাং ফাউন্ডেশনের মহাসচিব ডা. আসিফ মুজতবা মাহমুদ, গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা. তানজিনা হোসেন, বিএসএমএমইউর সহকারী অধ্যাপক ডা. সৌমিত্র চক্রবর্তী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক বি এম মইনুল হোসেন, আইসিডিডিআরবির ডা. অং ক্য জাই মগ ও ডা. শাহরিয়ার আহমেদ এবং *প্রথম আলোর* ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক।

এর আগে সকালে নাম নিবন্ধন দিয়ে শুরু হয় অলিম্পিয়াডের কার্যক্রম। একাডেমি প্রাঙ্গণের পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে বিভিন্ন জেলার প্রতিযোগীদের জন্য সাজানো হয়েছিল স্টলের সারি। সেখান থেকে প্রতিযোগীরা উপহার নিয়ে মিলনায়তনে ঢোকে। এরপর ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। সবাইকে স্বাগত জানান *প্রথম আলোর* ডিজিটাল ট্রান্সমিশন ও যুব কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়কারী মুনির হাসান ও আইসিডিডিআরবির জ্যেষ্ঠ পরামর্শক অঞ্জন সাহা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হলে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নেয়। এরপর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অয়ন চাকলাদার ও তাঁর দলের শিল্পীরা পরিবেশন করেন, 'আমি বাংলার গান গাই', 'আহা কী আনন্দ আকাশে-বাতাসে', 'এমন যদি হতো'। পরে মজার মজার জাদু দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন জাদুশিল্পী যুবরাজ।

এই আয়োজনে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় ছিল ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। সঞ্চালনা করেন প্রথম আলো ট্রাস্টের সমন্বয়ক মাহবুবা সুলতানা ও আইসিডিডিআরবির কর্মকর্তা জাহিদ হোসাইন খান।

সেরা যারা : স্বাস্থ্য অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রাথমিক, জুনিয়র ও সেকেন্ডারি—এই তিন বিভাগে। প্রতিযোগিতায় প্রাথমিকে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বগুড়ার বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজের নিশাত তাসনিম, জুনিয়রে রাজশাহীর শহীদ নাজমুল হক বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের খাদিজাতুল কুবরা ও সেকেন্ডারিতে রংপুর জিলা স্কুলের মো. তৈমুর হাসান।

দলভিত্তিক দেয়ালিকা প্রতিযোগিতায় এই তিন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নওগাঁর চক্রামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বগুড়ার আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় দল।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

দোদুল্যমান ৭ রাজ্যের কৃষ্ণাঙ্গ ভোট এখনো কমলার পক্ষে

দ্য গার্ডিয়ান

কমলা হ্যারিস

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই প্রধান দুই প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তবে নির্বাচনে ফল নির্ধারণী সাত দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যের কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের মধ্যে জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছেন কমলা হ্যারিস। সর্বশেষ এক জরিপে দেখা গেছে, কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে কমলার জনপ্রিয়তা গত সেপ্টেম্বরের চেয়ে অক্টোবরে আরও বেড়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সাত অঙ্গরাজ্যকে বলা হয় দোদুল্যমান। কারণ, এসব রাজ্যের ভোটার কাকে ভোট দেবেন, সেটা নির্বাচনের আগপর্যন্ত বোঝা যায় না। রাজ্যগুলো হলো জর্জিয়া, অ্যারিজোনা, মিশিগান, নেভাদা, নর্থ ক্যারোলাইনা, পেনসিলভানিয়া ও উইসকনসিন। সম্প্রতি এসব রাজ্যের কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের নিয়ে জরিপ করেছে হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইনিশিয়েটিভ অন পাবলিক অপিনিয়ন'।

আগামী ৫ নভেম্বরের নির্বাচনে কাকে ভোট দেবেন এমন প্রশ্নের ভিত্তিতেই ২ থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত এই জরিপ চালানো হয়েছে। জরিপে অংশ নিয়েছেন এসব অঙ্গরাজ্যের ৯৮১ জন কৃষ্ণাঙ্গ ভোটার। তাতে দেখা গেছে, জরিপে অংশগ্রহণকারী ৮৪ শতাংশ ভোটার কমলাকে ভোট দেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। আর ৮ শতাংশ বলেছেন ট্রাম্পের কথা। বাকি ৮ শতাংশ এখনো সিদ্ধান্তই নেননি।

এবারের নির্বাচনে তাঁদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী, তা-ও জানতে চাওয়া হয়েছিল জরিপে অংশগ্রহণকারীদের কাছে। দেখা গেছে, কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয় হচ্ছে—গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ও নির্বাচন। এর পরই রয়েছে অর্থনীতি ও গর্ভপাতের অধিকার। জরিপে অংশগ্রহণকারী কৃষ্ণাঙ্গদের ৬৩ শতাংশ বলেছেন, নভেম্বরের নির্বাচনে ভোট দিতে মুখিয়ে আছেন তাঁরা।

হ্যারিসের বিষয়ে তাঁদের অবস্থান কী জানতে চাইলে ৬১ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ ভোটার বলেছেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলার মতের সঙ্গে তাঁদের মতের খুবই মিল রয়েছে। তবে ১৪ শতাংশ বলেছেন, তাঁদের মতের সঙ্গে কমলার মতের অনেক অমিল। অন্যদিকে ট্রাম্পের মতের সঙ্গে মিল থাকার কথা বলেছেন মাত্র ১০ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ ভোটার। ট্রাম্পের মতের সঙ্গে কোনো মিল নেই মনে করেন ৭৪ শতাংশ।

কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের মধ্যে গত সেপ্টেম্বরের চেয়ে অক্টোবরে কমলার জনপ্রিয়তা বাড়ার আভাসও পাওয়া গেছে জরিপে। গত মাসে হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটির করা জরিপে দেখা গিয়েছিল, দোদুল্যমান এসব রাজ্যের কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের ৮২ শতাংশের সমর্থন পাবেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা।

নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের মধ্যে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা আরও কমে যাচ্ছে। গত মাসের জরিপে দেখা গিয়েছিল, দোদুল্যমান রাজ্যগুলোতে কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের ১২ শতাংশ ট্রাম্পকে ভোট দেবেন বলে জানিয়েছেন। সর্বশেষ জরিপে সেই হার আরও কমে ১০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

পাঠকের লেখা-৪১

প্রিয় পাঠক, *প্রথম আলোয়* নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে আপনাদের লেখা। আপনিও পাঠান। গল্প-কবিতা নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতা। আপনার নিজের জীবনের বা চোখে দেখা সত্যিকারের গল্প; আনন্দ বা সফলতায় ভরা কিংবা মানবিক, ইতিবাচক বা অভাবনীয় সব ঘটনা। শব্দসংখ্যা সর্বোচ্চ ৬০০। দেশে থাকুন কি বিদেশে; নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় : readers@prothomalo.com

অলংকরণ : **আরাফাত করিম**

স্কুল পালানোর দিনগুলো

সানজিদা পাঠান, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়*

স্কুল-কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম দিনগুলোও ক্রমেই স্মৃতি হচ্ছে; কিন্তু ফেলে আসা স্কুলের দিনগুলোর কথা খুব মনে পড়ে।

২০১৪ সাল। আমি তখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি। বাইরে শান্তশিষ্ট আর লাজুক চেহারার কারণে সবাই আমাকে খুব লক্ষ্মী মেয়ে ভাবলেও আমি একদমই তেমন ছিলাম না। মনের ভেতর এক দুষ্টু পাখি সব সময় ছটফট করত। এদিকে মনের মতো দুই সখী জুটে যাওয়ায় আর কোনো অসুবিধা হলো না।

সুনামগঞ্জে আমাদের স্কুলের পেছনের নদীর পাশে যে গ্রাম, তার নাম শ্রীধরপুর। একদিন স্কুলে এসে শুনলাম, ওই গ্রামে কী এক মেলা বসেছে। অনেক দূর থেকে নাকি মানুষ আসছে দেখতে। আমি প্রথমে পাত্তা দিইনি; কিন্তু যখন ইতি আর জুঁইয়ের মুখে মেলার দারুণ সব বিবরণ শুনলাম, তখন পণ করলাম, যেকোনো মূল্যে আমার সেখানে যেতেই হবে।

প্রতিবছর হিন্দু সম্প্রদায়ের চড়কপূজা উপলক্ষে ওই মেলা বসে। মেলা চলে তিন দিন ধরে। সেই মেলায় দোকানপাট ছাড়াও একটি আকর্ষণীয় দিক হলো, পূজা উপলক্ষে সেখানে অনেক সন্ন্যাসী আসেন। অনেক রকম খেলা দেখান। এই যেমন মাটিতে গর্ত করে ঢুকে যান। ওপর থেকে অন্যজন মাটিচাপা দিয়ে দিলেও কিছুক্ষণ পর আবার সুস্থভাবে বের হয়ে আসেন। জ্বলন্ত কয়লার ওপর দিয়ে যান। আরও কত কী!

মেলা শেষ হতে আরও এক দিন বাকি ছিল। আমরা তিনজন মিলে ঠিক করলাম, কাল বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসব। পরে স্কুল ছুটি হলে মেলায় যাব। পরিকল্পনা অনুযায়ী পরদিন মায়ের অনুমতি আর সঙ্গে দেড় শ টাকা নিয়ে স্কুলে হাজির হলাম।

মেলা শেষ হবে বিকেলে। তাই যেতে হলে টিফিন পিরিয়ডে স্কুল পালাতে হবে। আমাদের জন্য কাজটি ছিল প্রায় অসম্ভব। কোনো দিন স্কুল পালাইনি। অন্যদিকে আমার বান্ধবীদেরও সাহস হচ্ছিল না দেখে মনে হলো, হয়তো যাওয়াই হবে না। কিছুক্ষণ পর দেখি, এক মেয়ে শ্রেণিশিক্ষকের কাছে পেটব্যথার অজুহাতে ছুটি নিয়ে নিল। আমরাও প্রথমে পদ্ধতিটা কাজে লাগালাম। এক এক করে ছুটি নিতে গেলাম। ইতি আর জুঁইয়ের ছুটি মঞ্জুর হলো; কিন্তু আমি ছুটি পেলাম না। পেটব্যথার অভিনয়টা হয়তো হয়নি।

মাঠের পাশে টিফিন টাইমে ঝালমুড়ি আর ফুচকার দোকান বসে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন আজিজ ভাই, টিফিন টাইমে কেউ পালায় কি না নজরদারির জন্য। শিল্পী মাসি টিফিনের ঘণ্টা বাজাতেই আমি এক দৌড়ে স্কুলের পেছনে গিয়ে লুকিয়ে থাকলাম। ওরা দুজন স্যারের স্বাক্ষর দেওয়া কাগজ দেখিয়ে দেওয়ায় আজিজ ভাই তাদের যেতে দিলেন। আমি তখন সাহস করে, অনেক ঝুঁকি নিয়ে স্কুলের পেছন দিকের নদী ঘেঁষে চুপি চুপি বেরিয়ে এলাম।

দুই পাশে সাঁকো দেওয়া নদীটা পার হয়ে গ্রামে ঢুকলাম। ঢুকে দেখি, তারা দুজন আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। কীভাবে স্কুল থেকে বের হয়ে এলাম, তার বিবরণ দিতে দিতে আমরা গ্রামের ছোট রাস্তা ধরে চললাম। হঠাৎ ইতি বলল, সে টাকা আনতে ভুলে গেছে। আমরা বললাম, আমাদের কাছে যথেষ্ট আছে, যা খুশি কিনতে পারবে। কী কিনব, কী খাব ইত্যাদি পরিকল্পনা করতে করতে মেলার মাঠের খুব কাছে যখন চলে এলাম, তখন দেখি, না আছে মেলা, না আছেন সেই সন্ন্যাসী; যাঁর অসাধারণ সব জাদু দেখতে আমাদের আসা।

সব বৃথা গেল। মেলার মাঠে পড়ে থাকা ঝালমুড়ি-চানাচুরের প্যাকেটগুলো যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বান্ধবীদের দিকে তাকিয়ে দেখি কী কাণ্ড। তারাও মুখ টিপে হাসছে।

মেলা সকালেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই আর দেখা হয়নি। যদিও পরেরবার ওই মেলা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে; কিন্তু এর জন্য স্কুল পালাতে হয়নি।

জাতীয় নাগরিক কমিটির সমাবেশে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহতদের স্বজনেরা এবং আহত ব্যক্তিরা। গতকাল বিকেলে রাজধানীর মেরুল বাড্ডার ডিআইটি খেলার মাঠে। ছবি : দীপু মালাকার

গণহত্যার দোসররা দেশে বিভক্তি তৈরি করতে চায়

জাতীয় নাগরিক কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগকে ফ্যাসিবাদী দল হিসেবে উল্লেখ করেছে জাতীয় নাগরিক কমিটি। গতকাল শুক্রবার বিকেলে জাতীয় নাগরিক কমিটি আয়োজিত সমাবেশে বলা হয়েছে, বিভিন্ন রূপে আওয়ামী লীগ রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করতে চাইছে; কিন্তু হত্যা-গণহত্যার বিচারের আগে দলটি প্রত্যাবর্তন করতে চাইলে তাদের প্রতিহত করা হবে। গণহত্যার দোসররা আন্তর্জাতিক সহায়তা নিয়ে দেশে বিভক্তি তৈরি করতে চায় বলেও সমাবেশে অভিযোগ করা হয়।

'ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে' রাজধানীর মেরুল বাড্ডার ডিআইটি খেলার মাঠে গতকাল সমাবেশ করেছে জাতীয় নাগরিক কমিটি। 'ঢাকা রাইজিং' শিরোনামে এটি তাদের দ্বিতীয় সমাবেশ। এর আগে ৬ অক্টোবর যাত্রাবাড়ীতে সমাবেশ করেছিল তারা।

বাড্ডা-রামপুরাকে আন্দোলনের 'প্রথম স্বাধীন জায়গা' বলে সমাবেশে উল্লেখ করেন জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি বলেন, 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে মুজিববাদের বিরুদ্ধে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো হয়েছে।'

দেশের যেখানেই আওয়ামী ফ্যাসিবাদের দোসররা ফিরে আসার চেষ্টা করবে, সেখানেই তাদের প্রতিহত করতে হবে বলে উল্লেখ করেন জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন। পাশাপাশি অতি দ্রুত দ্রব্যমূল্যের সিন্ডিকেটকে আইনের আওতায় আনতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

গণহত্যার দোসররা আন্তর্জাতিক সহায়তা নিয়ে দেশে বিভক্তি তৈরি করতে চায় বলে মন্তব্য করেন জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখপাত্র সামান্তা শারমিন। তিনি বলেন, এই দোসরদের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে।

হুঁশিয়ারি

মেরুল বাড্ডার সমাবেশে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের অনেকে বক্তব্য দেন। এ ছাড়া আন্দোলনে আহত হওয়া এবং রামপুরা-বাড্ডা এলাকায় নেতৃত্ব দেওয়া বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী সমাবেশে কথা বলেন। তাঁদের প্রায় সবাই হুঁশিয়ারি করেন, বিচারের আগে প্রত্যাবর্তন করতে চাইলে আওয়ামী লীগকে শক্ত হাতে দমন করা হবে। পাশাপাশি আন্দোলনে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারগুলোর খোঁজ নেওয়া এবং আহত ব্যক্তিদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশে 'মুজিববাদ মুর্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ'—এ রকম বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়।

যে রূপেই ফিরে আসুক না কেন, ছাত্র-জনতা আওয়ামী লীগকে শক্ত হাতে দমন করবে বলে হুঁশিয়ারি দেন মাওলানা নাজির হোসেন। তাঁর সম্পর্কে সমাবেশে বলা হয়, আন্দোলনের সময় খিলগাঁও এলাকার সংগঠক ছিলেন তিনি।

শাস্তি চাইল নিহতদের পরিবার

আন্দোলনের সময় আহত হয়েছিলেন রেদোয়ানুল হোসাইন। তিনি সমাবেশে বলেন, ভবিষ্যতে যাতে আর কোনো স্বৈরাচার না আসে, সে জন্য সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

আন্দোলনের সময় ১৯ জুলাই গুলিতে নিহত হন শিক্ষার্থী মারুফ হোসাইন। তাঁর বাবা মোহাম্মদ ইদ্রিস সমাবেশে বলেন, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার সরকার তাঁর ছেলেকে বাঁচতে দেয়নি। ছেলের হত্যাকারীদের শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানান তিনি।

নিহত আরেক শিক্ষার্থী নাঈমুর রহমানের বাবা খলিলুর রহমান ছেলের কথা বলতে গিয়ে কাঁদতে থাকেন। পরে কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন, 'আমার ছেলের হত্যার বিচার যেন এই বাংলার মাটিতে দেখে যেতে পারি।'

নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য দেন আকলিমা আক্তার, কামাল হোসেন মোল্লা ও আলিশা আফরোজ। সমাবেশের শুরুতে গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

» বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সভা পৃষ্ঠা ৬

নওগাঁয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সংগঠকের ওপর হামলা, গ্রেপ্তার ৩

প্রতিনিধি, *নওগাঁ*

নওগাঁয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সংগঠক আরমান হোসেনসহ (২০) দুই শিক্ষার্থীর ওপর হামলা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে শহরের ল্যাবরেটরি বিয়াম স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে তাঁদের ওপর হামলা হয়। এ ঘটনায় জড়িত অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

হামলায় আহত আরমান নওগাঁয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষার্থীদের একজন। তিনি চলতি বছর ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেছেন। আহত অন্যজন মেহেদী হাসান (২২)। তিনি নওগাঁ সরকারি কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাত আটটার দিকে বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুলের সামনে আড্ডা দিচ্ছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নওগাঁয় নেতৃত্ব দেওয়া কয়েকজন শিক্ষার্থী। এ সময় কয়েকটি মোটরসাইকেলে করে সেখানে আসেন ১৫ থেকে ১৬ জন তরুণ। মোটরসাইকেল থেকে নেমেই তাঁরা আরমানকে মারধর শুরু করেন। একপর্যায়ে আরমান মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তাঁকে ছুরিকাঘাতের চেষ্টা করেন। তখন অন্য শিক্ষার্থীরা আরমানকে বাঁচাতে এগিয়ে যান। এ সময় মেহেদী হাসানকে মারধর করেন সেই তরুণেরা। এরপর হামলাকারী তরুণেরা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে সটকে পড়েন।

স্থানীয় লোকজন আহত অবস্থায় আরমান ও মেহেদীকে উদ্ধার করে নওগাঁ জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। মেহেদীকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাড়ি পাঠানো হলেও আরমানকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আরমান হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাকে মারধর করতে থাকে কয়েকজন। তারা আমার মাথাসহ পুরো শরীরে আঘাত করেছে। একপর্যায়ে তারা আমাকে স্কুলের পেছনে অন্ধকার একটা জায়গায় টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এতে বাধা দিলে পকেট থেকে ছুরি বের করে আমাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। এ অবস্থায় আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।'

নওগাঁয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আরেক সংগঠন ফজলে রাব্বি বলেন, পুলিশ অভিযুক্তদের নিয়ে থানায় বসে 'সেটেলমেন্টে' ব্যস্ত। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হামলাকারীদের আইনের আওতায় না আনলে বৃহত্তর কর্মসূচি দেওয়া হবে।

এ বিষয়ে নওগাঁ সদর থানার পরিদর্শক আবদুল আজিজ গতকাল শুক্রবার *প্রথম আলোকে* বলেন, হামলাকারী ও হামলার শিক্ষার্থীদের দুই পক্ষই নিজেদের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সংগঠক বলে দাবি করছে। হামলার ঘটনায় তিনজনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে সেনাবাহিনী। আটক তিনজন নওগাঁ কলেজের শিক্ষার্থী। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

মামলা নিতে গড়িমসির অভিযোগের বিষয়ে পরিদর্শক আব্দুল আজিজ বলেন, এই অভিযোগের একদমই ভিত্তি নেই। মামলা যিনি করবেন, তিনি আহত থাকায় তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত অভিযোগ করতে পারেননি। গতকাল বিকেলে আহত শিক্ষার্থী আরমান থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। এরপরই আটক তিনজনকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

খুলনার শোলমারী নদীটি শুকিয়ে গেছে। পলি পড়ে ভরাট হয়ে চিকন খালে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি বটিয়াঘাটা এলাকায়। ছবি : সাদ্দাম হোসেন

খুলনা বিভাগের ৩৭ নদ-নদী সংকটাপন্ন

বেলার জরিপ

এসব নদ-নদীর ২০টিতে পানিপ্রবাহ ও ১টির অস্তিত্ব নেই। বাকি ১৬টিতে পানিপ্রবাহ থাকলেও দখল, দূষণ, পলি জমে সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে।

শেখ আল-এহসান, *খুলনা*

খুলনার বটিয়াঘাটা ও ডুমুরিয়া উপজেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া শোলমারী নদীতে কয়েক বছর আগেও তীব্র স্রোত ছিল। প্রায় ২৯ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১৫০ মিটার প্রশস্তের নদীটিতে একসময় বড় বড় নৌকা ও পণ্যবাহী জাহাজ চলত; কিন্তু এখন এর কিছুই নেই। পলি জমে অস্তিত্বসংকটে পড়া নদীটি দু-তিন মিটারের সরু নালায় পরিণত হয়েছে। ভাটার সময় হেঁটেই পারাপার হওয়া যায় নদী।

বর্ষাকালে বটিয়াঘাটা ও ডুমুরিয়ার বড় একটি অংশের পানি নিষ্কাশিত হয় শোলমারী দিয়ে; কিন্তু নদীটি ভরাট হয়ে যাওয়ায় অতিবৃষ্টিতে বছরের বেশির ভাগ সময় বটিয়াঘাটা, ডুমুরিয়া ও ফুলতলার বিস্তীর্ণ এলাকায় জলাবদ্ধতা তৈরি হচ্ছে। তলিয়ে যাচ্ছে ঘরবাড়ি, ফসলের খেত। ভেসে যাচ্ছে মাছের ঘের ও পুকুর।

শুধু শোলমারী নয়, সংকটাপন্ন অবস্থায় আছে খুলনা বিভাগের ৩৭টি নদ-নদী। এর মধ্যে ২০টি নদ-নদীতে পানিপ্রবাহ নেই। নামে থাকলেও ১টির কোনো অস্তিত্ব নেই। ১৬টি নদীতে পানিপ্রবাহ থাকলেও দখল, দূষণ, পলি জমা ও অপরিকল্পিত উন্নয়নের কারণে সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) এক জরিপে এসব তথ্য উঠে এসেছে। জরিপে দেখা গেছে, সবচেয়ে বেশি সংকটে আছে সাতক্ষীরা অঞ্চলের নদ-নদী। সেখানকার ১০টিতেই কোনো পানিপ্রবাহ নেই।

> খুলনা অঞ্চলে জলাবদ্ধতার অন্যতম কারণ নদ-নদী মরে যাওয়া। পোল্ডার সিস্টেমের কারণে উজানের নদ-নদীর সঙ্গে উত্তর-দক্ষিণের তিনটি প্রধান নদ-নদী কপোতাক্ষ, মাথাভাঙ্গা ও ভৈরবের কোনো সংযোগ নেই।
>
> **গৌরাঙ্গ নন্দী**, লেখক ও গবেষক

সম্প্রতি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন দেশে ১ হাজার ৮টি নদ-নদীর তালিকা করেছে। সেখানে খুলনা বিভাগের নদ-নদী আছে ১৩৮টি।

বেলার খুলনা বিভাগীয় সমন্বয়কারী মাহফুজুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, খুলনা বিভাগের ১৩৮টি নদ-নদীর মধ্যে ৩৭টিই সংকটাপন্ন অবস্থায় আছে বলে বেলার জরিপে উঠে এসেছে। নদীগুলো সংকটাপন্ন ও পানিপ্রবাহ না থাকায় বিভিন্ন অঞ্চল দিন দিন জলাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলায় জলাবদ্ধতা বাড়ছে। একসময় শুধু বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা হলেও এখন গ্রীষ্মকালেও বোরো আবাদ করা যাচ্ছে না।

বেলা সূত্র জানায়, খুলনা অঞ্চলের সংকটাপন্ন নদ-নদীগুলো হলো শোলমারী, চুনকুড়ি, রূপসা, ভদ্রা, ময়ূর, হরি, হামকুড়া, পশুর, মুক্তেশ্বরী, হরিহর, ইছামতী, গড়াই, কালীগঙ্গা, ভৈরব, কপোতাক্ষ, মধুমতী, নবগঙ্গা, চিত্রা, কুমার, আঠারোবাঁকি, বেতনা, মাথাভাঙ্গা, বলেশ্বর, ভোলা, মরিচাপ, কাকশিয়াল, মোংলা-ঘসিয়াখালী চ্যানেল, খোলপেটুয়া, ঘ্যাংড়াই, শিবশাহ, তেলীগাতি, গুয়াচাপা, হাড়িয়াভাঙ্গা, গুয়াখালী, সালতা, লাবণ্যবতী ও চুণা নদী।

জরিপে সংকটের পেছনে ঐতিহাসিক কারণ উল্লেখ করে বলা হয়, ১৯৩৮ সালের দর্শনায় ভৈরব নদের বাঁক ভরাট করে কেরু অ্যান্ড কোম্পানি চিনিকল স্থাপন করা হয়। এতে মাথাভাঙ্গা নদীর সঙ্গে ভৈরব নদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এতে অস্তিত্ব সংকটে পড়ে ভৈরব। ১৯৫০ সালের পর দক্ষিণাঞ্চলে ফসলহানি ও বন্যার কারণে দেশে ৪ হাজার কিলোমিটার বেড়িবাঁধ, ৭৮২টি জলকপাট (স্লুইসগেট) ও ৯২টি পোল্ডার করা হয়। শুধু দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলেই ১ হাজার ৫৫৬ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ, ৯২টি জলকপাট ও ৩৭টি পোল্ডার করা হয়। এতে প্লাবনভূমি নদ-নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যে কারণে অধিকাংশ নদ-নদীতে পলি জমতে শুরু করে। এ ছাড়া ১৯৯৩ সালে কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও মাগুরায় সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে অনেক নদী খণ্ডিত হয়ে যায়।

নদী ও খাল দিয়ে পানি সরতে না পারায় বিভাগের খুলনা, যশোর, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় কমবেশি জলাবদ্ধতা তৈরি হয়। তবে এবার অতিবৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা প্রকট আকার ধারণ করেছে। পানিতে তলিয়ে আছে হাজার হাজার একর জমি। জলাবদ্ধতা নিয়ে সবচেয়ে বেশি কষ্টে আছেন যশোরের ভবদহ অঞ্চলের মানুষ। যশোরের মনিরামপুর, কেশবপুর, অভয়নগর এবং খুলনার ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত ভবদহ অঞ্চল এখন জাতীয় ইস্যুতে পরিণত হয়েছে।

লেখক ও গবেষক গৌরাঙ্গ নন্দী বলেন, খুলনা অঞ্চলে জলাবদ্ধতার অন্যতম কারণ নদ-নদী মরে যাওয়া। পোল্ডার সিস্টেমের কারণে উজানের নদ-নদীর সঙ্গে উত্তর-দক্ষিণের তিনটি প্রধান নদ-নদী কপোতাক্ষ, মাথাভাঙ্গা ও ভৈরবের কোনো সংযোগ নেই। এসব নদ-নদীর কোনো কোনো জায়গা বিস্তীর্ণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

১৮ অক্টোবর, ২০২৪
০২ কার্তিক, ১৪৩১
১৪ রবিউস সানি, ১৪৪৬

- কতসালে 'জাতীয় পাটনীতি' প্রণয়ন করা হয়?
  উত্তর: ২০১৮ সালে।
- তেভাগা আন্দোলনের সংগ্রামী কৃষক নেত্রী এবং মহীয়সী নারী হিসেবে পরিচিত কে?
  উত্তর: ইলা মিত্র। (জন্ম: ১৮ অক্টোবর, ১৯২৫)
- বিশ্বের কতজন মানুষ চরম দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করছে?
  উত্তর: ১১০ কোটি। (সূত্র: জাতিসংঘ)
- জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দরিদ্র মানুষের বসবাস কোন দেশে?
  উত্তর: ভারত, (২৩ কোটি ৪০ লাখ)। [বাংলাদেশে ৪ কোটি ১৭ লাখ]
- ২০২৪ সালে সাহিত্যে নোবেল পাওয়া উপন্যাসটির নাম কী?
  উত্তর: দ্য ভেজিটারিয়ান। (লেখিকা হান জং)
- কম্পিউটারের জনক কে?
  উত্তর: চার্লস ব্যাবেজ। (মৃত্যু: ১৮ অক্টোবর, ১৮৭১)
- বৈদ্যুতিক বাতির আবিষ্কারক কে?
  উত্তর: টমাস আলভা এডিসন। (মৃত্যু: ১৮ অক্টোবর, ১৯৩১)

১৮ অক্টোবর, ২০২৪
আজকের এই দিনে

ঘটনাবলি:

১৫৬৫	ফিলিপাইন আনুষ্ঠানিকভাবে স্পেনের উপনিবেশে পরিণত হয়।
১৯৬৭	রুশ মহাশূন্যযান ভেনাস-৪ প্রথমবারের মতো শুক্রে নিরাপদে অবতরণ করে।
২০২০	দীর্ঘ ৩০ বছর পর সৌদি ও ইরাকের মধ্যে স্থলসীমান্ত উন্মুক্ত করা হয়।

জন্ম:

১৯২৫	ইলা মিত্র, বাঙালি মহীয়সী নারী এবং সংগ্রামী কৃষক নেতা।

মৃত্যু:

১৮৭১	চার্লস ব্যাবেজ, ইংরেজ গণিতবিদ।
১৯৩১	টমাস আলভা এডিসন, মার্কিন উদ্ভাবক এবং ব্যবসায়ী।
১৯২৩	মোহাম্মদ নজিবর রহমান, বাংলা ভাষার ঔপন্যাসিক।

১৯ অক্টোবর, শুক্রবার ২০২৪

সংবাদপত্র থেকে MCQ

১. মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে নির্বাচিত 'প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী' কে?

ক. মেঘবতী সুকর্তপুত্রী   খ. হালিমা ইয়াকুব
গ. খালেদা জিয়া   ঘ. বেনজীর ভুট্টো

২. জাতিসংঘের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দরিদ্র মানুষের বাস কোন দেশে?

ক. সোমালিয়া   খ. ইথিওপিয়া
গ. পাকিস্তান   ঘ. ভারত

৩. জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (UNDP)-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

ক. নিউ ইয়র্ক   খ. কোপেনহেগেন
গ. জেনেভা   ঘ. নাইরোবি

৪. জাতিসংঘের হিসেবে দেশে অতি দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কত?

ক. ৩ কোটি ১৭ লাখ   খ. ৪ কোটি ৭১ লাখ
গ. ২ কোটি ৫২ লাখ   ঘ. ৪ কোটি ১৭ লাখ

৫. কালজয়ী সামাজিক উপন্যাস 'আনোয়ারা'-এর রচয়িতা কে?

ক. মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন   খ. মোহাম্মদ নজিবর রহমান
গ. কাজী ইমদাদুল হক   ঘ. মীর মশাররফ হোসেন

৬. 'সাহিত্যরত্ন' কার উপাধি?

ক. আব্দুল করিম   খ. রামনারায়ণ
গ. মোহাম্মদ নজিবর রহমান   ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭. 'ডিফারেন্স ইঞ্জিন' ও 'অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন'-এর উদ্ভাবক কে?

ক. টিম বার্নার্স লি   খ. মার্টিন কুপার
গ. অ্যালান টিউরিং   ঘ. চার্লস ব্যাবেজ

৮. যুক্তরাষ্ট্র তার 'আলাস্কা' অঙ্গরাজ্যটি কোন দেশ থেকে ক্রয় করেছিল?

ক. কানাডা   খ. যুক্তরাজ্য
গ. রাশিয়া   ঘ. স্পেন

৯. কানাডার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী-

ক. পিয়েরে ট্রুডো   খ. ডেভিড ক্যামেরন
গ. জাস্টিন ট্রুডো   ঘ. মার্ক রুত্তা

১০. ইংরেজি সাহিত্যের জনপ্রিয় উপন্যাস 'Moby-Dick' কার লেখা?

ক. হারমান হেস   খ. আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
গ. হারমান মেলভিল   ঘ. হান কাং

সঠিক উত্তর:

১. ঘ	২. ঘ	৩. ক	৪. ঘ	৫. খ	৬. গ	৭. ঘ	৮. গ	৯. গ	১০. গ

The Daily Star

47TH BCS EXAM

3,500 posts to be filled, most in a decade

BAHARAM KHAN *and* ASHIK ABDULLAH APU

The government has drafted a list of around 3,500 cadre posts to be filled through the 47th Bangladesh Civil Service (BCS) examination. The number may increase, making it the largest BCS circular in the last 11 cycles, confirmed sources at the Chief Adviser's Office and the Public Service Commission.

In the 33rd BCS (2013), a total of 8,529 candidates were recruited to various government cadres, including 6,360 assistant surgeons under the health cadre.

This remains the highest number of appointees from a single BCS.

According to sources, the circular for the 47th BCS is expected to be announced in November, following a pattern set by the last five BCS exams, which were all announced in the same month.

Despite the political uncertainty following the ousting of the Awami League government, the PSC is preparing to release the circular on time.

Anand Kumar Biswas, controller of examinations (cadre) at BPSC, said, "We are working on the matter. Once we receive the number of vacancies from the Public Administration Ministry, we are ready to issue the circular."

Sources indicate that the government will recruit a total of 3,478 officials across 25 cadres. The health cadre will see the highest number of vacancies, with 1,181 assistant surgeons likely to be recruited. Other significant numbers include 938 in the education cadre, 200 in administration, 100 in police, 50 in customs, eight in Ansar, 50 in tax, and 951 in other cadres, including foreign, forestry, rail, agriculture, and fisheries. The number of non-cadre posts is yet to be determined.

Contacted, BPSC Chairman Md Sohorab Hossain said, "We haven't received any recommendation from the government yet. Once we get it, we will proceed accordingly."

According to sources, the circular for the 47th BCS is expected to be announced in November, following a pattern set by the last five BCS exams, which were all announced in the same month.

46TH BCS: 404 NEW POSTS LIKELY TO BE ADDED

Candidates of the 46th BCS examination have reason to celebrate, as the PSC is set to add 382 posts to meet the additional demand from the Public Administration Ministry.

Of these, 180 posts will be added to the health cadre (assistant surgeon and dental surgeon), 54 to Health Education and Family Welfare, 54 to tax, 20 to livestock, 68 to agriculture, and two each to the Assistant Traffic Superintendent, Assistant Executive Engineer, and Assistant Electrical Engineer cadres.

A total of 10,638 candidates passed the preliminary test of the 46th BCS, which was held at centres across Dhaka, Chattogram, Rajshahi, Khulna, Barishal, Sylhet, Rangpur, and Mymensingh on April 26.

A total of 2,54,561 candidates competed for 3,140 posts, including 1,682 assistant surgeons, 16 assistant dental surgeons, and 520 in the education cadre.